পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1677, Saturday, April 18, 2026 FREE www.parichoy.com

পোপকে আক্রমণ করে ‘হিতে বিপরীত’, ক্যাথলিক ভোটব্যাংক হারাচ্ছেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ ইরানের হরমুজ প্রণালি খুলে দেয়ার পর তেলের দাম কমলো ১৩ শতাংশ - ৫ম পাতায়

■ আমেরিকা অঞ্চলের সবজি ক্যাপসিকামের ফলন বাংলাদেশে কেন বাড়ছে - ৫ম পাতায়

■ পোপকে আক্রমণ করে ‘হিতে বিপরীত’, ক্যাথলিক ভোটব্যাংক হারাচ্ছেন ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ সমস্যা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ন্যাটো সাহায্য করতে চেয়েছে, আমি বলেছি ‘দূরে থাকুন’: ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ২৮ বিলিয়ন ডলার: জনকল্যাণের বদলে সামরিক খাতে অগ্রাধিকার ট্রাম্পের-৭ম পাতায়

■ আমরা ‘শান্তি স্থাপনকারী’, রাজনীতিবিদ নই: ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে পোপ্ত -৭ম পাতায়

■ সংস্কারে ব্যর্থতার কারণ দেখিয়ে ঋণের পরবর্তী কিস্তি স্থগিত করেছে আইএমএফ -৮ম পাতায়

■ ব্যক্তি পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার শহরে ৭৫.৭%, গ্রামে ৪৩.৬%: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো -৯ম পাতায়

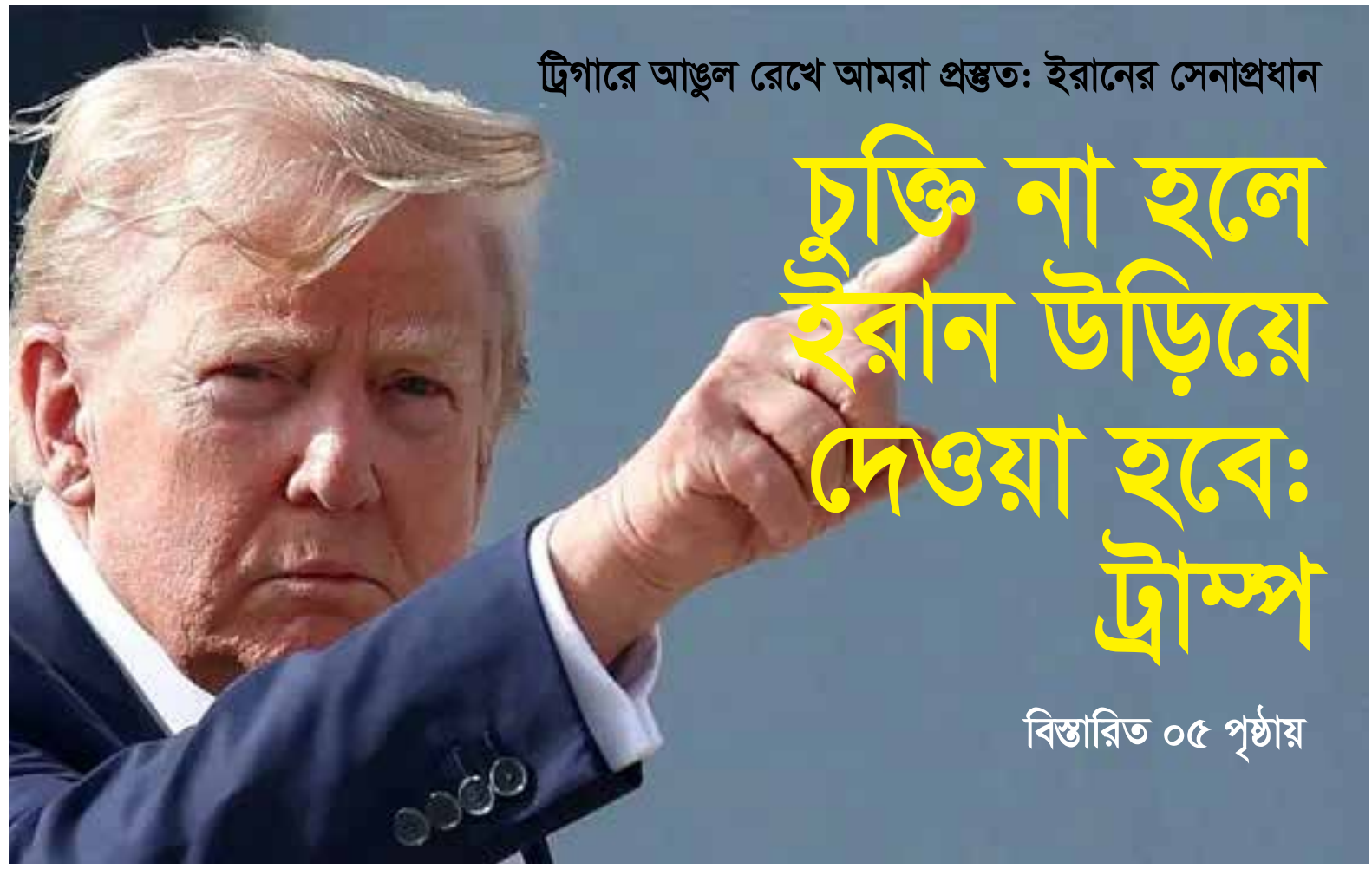

ট্রিগারে আঙুল রেখে আমরা প্রস্তুত: ইরানের সেনাপ্রধান

চুক্তি না হলে ইরান উড়িয়ে দেওয়া হবে: ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকার-আইএমএফ দ্বন্দ্ব, কেন্দ্রে ফ্যামিলি কার্ড

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● ট্রাম্প প্রশাসনকে আমার কোনো ভয় নেই, কিংবা সুসমাচারের বাণী উচ্চস্বরে প্রচার করতেও আমার কোনো ভয় নেই, যা করার জন্যই আমি এখানে এসেছি বলে আমি বিশ্বাস করি, যা করার জন্যই গির্জা এখানে রয়েছে। -পোপ লিও

● হরমুজ প্রণালির পরিস্থিতি এখন শেষ হওয়ার পর, আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না, তা জানতে চেয়ে ন্যাটোর কাছ থেকে আমি একটি ফোন পেয়েছি- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● ট্রাম্প এমন এক যুদ্ধে জড়িয়েছেন যা আমেরিকার জনগণ চায় না। এই যুদ্ধ মার্কিন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। -যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস

● বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দায়ের করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহারে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। -আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান

● আমরা আমাদের বিচারিক ও আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধটি খতিয়ে দেখছি। ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তারা সব অংশীজনের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। -ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল

● বাংলাদেশ ব্যাংক কুক্ষিগত করার পরে এখন দেশের সবচাইতে বড় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে আবার নতুন করে অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে। -বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির এবং সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান

● কোনো ধরনের চাপের মুখে তিনি তার অবস্থান থেকে পিছু হটবেন না এবং ব্রিটেন এই যুদ্ধে অংশ নেবে না। -ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার

● ‘হাসিনা আমলেও কার্টুন শেয়ার বা কটূক্তির জন্য গ্রেপ্তার করা হতো। আমরা কল্পনাও করতে পারিনি এই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়েও এমনটা ঘটবে।’ -সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ

চুক্তি না হলে ইরান উড়িয়ে দেওয়া হবে: ট্রাম্প; ট্রিগারে আঙুল রেখে আমরা প্রস্তুত: ইরানের সেনাপ্রধান

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে মার্কিন প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি তেহরানকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমার প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের ইসলামাবাদে যাচ্ছেন। আলোচনার জন্য আগামীকাল সন্ধ্যায় তারা সেখানে পৌঁছাবেন।'

ইরানকে একটি চুক্তির প্রস্তাব দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমরা অত্যন্ত ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত একটি চুক্তির প্রস্তাব দিচ্ছি। আমি আশা করি তারা এটি গ্রহণ করবে। কারণ যদি তারা তা না করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং প্রতিটি সেতু গুঁড়িয়ে দেবে।'

আলোচনা ব্যর্থ হলে পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠোর হবে এমন সতর্কবার্তা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'তখন আর কোনো দয়া-মায়া দেখানো হবে না।' তিনি আরও যোগ করেন, ইরানের সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো খুব দ্রুত এবং সহজেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

নৌ-অবরোধ বহাল থাকলে আলোচনায় বসবে না ইরান: তাসনিম নিউজ

যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নৌ-অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের ইসলামাবাদে কোনো প্রতিনিধি দল পাঠাবে না ইরান। ইরানের আধাসরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে ইরান, আপস না করার ঘোষণা; হরমুজে জাহাজে গুলি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসা নতুন কিছু প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে ইরান। তবে চলমান আলোচনায় কোনো ধরনের ছাড় বা আপস করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে তেহরান।

ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল (এসএনএসসি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে ওআমেরিকানদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। তেহরান বর্তমানে প্রস্তাবগুলো খতিয়ে দেখছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, এই আলোচনার প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান তেহরান সফর করেছেন। কূটনৈতিক তৎপরতা চললেও নিজেদের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইরানের হরমুজ প্রণালি খুলে দেয়ার পর তেলের দাম কমলো ১৩ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধবিরতির বাকি সময়ে সব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই প্রণালি আর কখনোই বন্ধ না করতে রাজি হয়েছে ইরান। এসব ঘোষণার পরই শুক্রবার বিশ্ববাজারে তেলের দাম প্রায় ১৩ শতাংশ কমে গেছে।

ইস্টার্ন ডেলাইট টাইম (ইডিটি) সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে (১৪৫০ জিএমটি) ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারসের দাম ব্যারেলে ১২.৮৭ ডলার বা ১২.৯৫ শতাংশ কমে ৮৬.৫২ ডলারে নেমে আসে। এর আগে লেনদেনের একপর্যায়ে তা ৮৬.০৯ ডলারে নেমেছিল।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ফিউচারসের দাম ব্যারেলে ১৩.৫০ ডলার বা ১৪.২৬ শতাংশ কমে ৮১.১৯ ডলারে দাঁড়ায়। লেনদেনের একপর্যায়ে এটি ৮০.৫৬ ডলারেও নেমেছিল। ১০ মার্চের পর থেকে উভয় চুক্তিতেই তেলের দাম সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে।

এছাড়া ৮ এপ্রিলের পর এটিই একদিনে সবচেয়ে বড় দরপতনের ঘটনা।

লেবাননে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরই হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা জানান ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

ইরান রাজি, ধীরে-সুস্থে ওদের ইউরেনিয়াম নিয়ে আসব: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছে ইরান। কিন্তু তার এই দাবিকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে তেহরান। তারা জানিয়েছে, ইউরেনিয়াম হস্তান্তরের কোনো প্রতিশ্রুতি কাউকে দেওয়া হয়নি। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির মুখপাত্র ইব্রাহিম রেজাই আল জাজিরাকে এ কথা জানান।

রেজাই বলেন, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা বা শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধের কোনো প্রস্তাবই তেহরান মেনে নেবে না। এটি তেহরানের জন্য একটি কৌশলগত রেড লাইন বা চূড়ান্ত সীমারেখা।

সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কয়েকবার দাবি করেছেন যে ইরান তাদের মজুত করা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেবে। শুক্রবার নিজের এক পোস্টে তিনি লেখেন, "যুক্তরাষ্ট্র সব পারমাণবিক ধুলো (ইউরেনিয়াম) হাতে পেতে যাচ্ছে।চ একইদিন বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে টেলিফোনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেছেন, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উদ্ধার করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসতে তেহরানের সঙ্গে কাজ করবে ওয়াশিংটন। তিনি বলেন,ও আমরা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকা অঞ্চলের সবজি ক্যাপসিকামের ফলন বাংলাদেশে কেন বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের কৃষি বিভাগ বলছে, চোখ ধাঁধানো বিভিন্ন রংয়ের ক্যাপসিকাম এর মধ্যেই বাংলাদেশে একটি জনপ্রিয় সবজিতে পরিণত হয়েছে এবং এর চাহিদা বাড়তে থাকায় টবে ও জমিতে এর চাষ ক্রমশই বাড়ছে।

কৃষকরা অবশ্য বলছেন, প্রাথমিক ব্যয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া এবং তুলনামূলক ভালো আয়ের সুযোগ থাকায় উচ্চমূল্যের এই সবজি চাষের দিকে উদ্যোক্তারা বেশি ঝুঁকছেন।

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের বাজার ও সুপারশপগুলোতে কয়েকটি রংয়ের ক্যাপসিকাম দেখা যায়। কৃষিবিদরা বলছেন, সবুজ, হলুদ, লাল, কমলা, বেগুনি প্রতিটির পেছনে লুকিয়ে আছে আলাদা স্বাদ ও পুষ্টিগুণ।

"এটি কাঁচা *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

পোপকে আক্রমণ করে ‘হিতে বিপরীত’, ক্যাথলিক ভোটব্যাংক হারাচ্ছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ক্যাথলিক নেতাদের সমালোচনার মুখে পড়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য নতুন কিছু নয়। নির্বাচনী প্রচারণায় তার কঠোর অভিবাসন নীতির প্রতিশ্রুতি সমর্থকরা সানন্দে গ্রহণ করলেও, গির্জার নেতারা সেটির কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তবে, গত কয়েক মাস ধরে এই পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক গির্জার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ডানপন্থী সাধারণ ক্যাথলিক অনুসারীদের এক ধরণের মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পোপ লিও-কে আক্রমণ করে ট্রাম্পের মন্তব্য এবং নিজেকে যিশুর মতো তুলে ধরে একটি এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ছবি শেয়ার করার পর ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, এবার সমালোচনা আসছে ট্রাম্পের খুব বিশ্বস্ত ও রক্ষণশীল ক্যাথলিক মিত্রদের কাছ থেকেই। তারা শুধু পোপ লিওর সঙ্গে ট্রাম্পের প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে অখুশি নন, তাদের এই ক্ষোভের শেকড় লুকিয়ে আছে ইরান যুদ্ধ ঘিরে। আমেরিকান বংশোদ্ভূত প্রথম পোপকে অতিরিক্ত উদার এবং অপরাধ দমনে দুর্বল আখ্যা দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লম্বা পোস্ট দেন ট্রাম্প। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সেই এআই ছবি। ছয় সপ্তাহ আগে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে

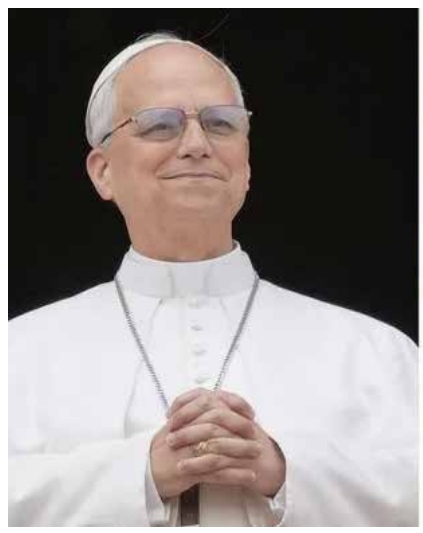

অনেক রক্ষণশীল ক্যাথলিকের মতাদর্শে যে পরিবর্তন আসছিল, ট্রাম্পের এই আচরণ যেন তাতে সমর্থনই জুগিয়েছে।

বোমা ফেলাকে ধর্মের নামে ন্যায্যতা দেওয়া যায় না

বিশপ জোসেফ স্ট্রিকল্যান্ড বলেন, আমি প্রার্থনা করি, মানুষের কাছে যেন এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে আমরা কোনো জাতীয় নেতার দিকে তাকিয়ে নেই। যার সবচেয়ে বেশি টাকা বা অস্ত্র আছে, আমরা তার ওপর নির্ভর করি না। আমরা যিশুর ওপর নির্ভর করি। এই কথাগুলো এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে এসেছে, যিনি গত বছরই ট্রাম্পের মার-এ-লাগো বাসভবনকে পবিত্র করার এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে একটি কনফারেন্সে মূল বক্তব্য দিয়েছিলেন এই স্ট্রিকল্যান্ড। সেই অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্প ছিলেন প্রধান অতিথি। ২০২০ সালে নির্বাচনের ফল বাতিলের দাবিতে ট্রাম্প সমর্থকদের এক পদযাত্রায়ও ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি।

সব সময় ট্রাম্পের অন্ধ সমর্থক ছিলেন স্ট্রিকল্যান্ড। রাজনীতিতে তার এই প্রকাশ্য সম্পৃক্ততা এবং প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে খোলাখুলি বিরোধের কারণেই টেক্সাসের টাইলারের বিশপ পদ থেকে তাকে অপসারণ করা হয়েছিল। *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

সমস্যা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ন্যাটো সাহায্য করতে চেয়েছে, আমি বলেছি ‘দূরে থাকুন’: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: হরমুজ প্রণালি পরিস্থিতির অবসান ঘটার পর পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো তাকে ফোন করে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তিনি ন্যাটোকে কাপুরুষ বাঘ আখ্যা দিয়ে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের দূরে থাকতে বলেছেন বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এই দাবি করেন। ওই পোস্টে তিনি জানান, হরমুজ প্রণালি পরিস্থিতি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় সামুদ্রিক মাইন সরিয়ে নিচ্ছে ইরান, আর কখনও হরমুজ বন্ধ করবেনা: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমনের ধারায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইরান সমুদ্র থেকে তাদের পেতে রাখা সব মাইন অপসারণ করছে। শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত পোস্টে ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন।

তিনি লিখেছেন, ইরান, যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় সমুদ্রের সব মাইন সরিয়ে ফেলেছে অথবা সরাচ্ছে। ধন্যবাদ। একইসঙ্গে হরমুজ প্রণালি আর কখনও বন্ধ না করার বিষয়ে ইরান সম্মত হয়েছে বলে জানান ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, ইরান এই জলপথটিকে আর কখনও বিশ্বের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে না।

ট্রাম্প বলেন, ইরান এই মর্মে রাজি হয়েছে যে, তারা আর কখনও হরমুজ প্রণালী বন্ধ করবে না। এটি আর কখনও বিশ্বের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।

ইরানের পক্ষ থেকে হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করার ঘোষণার পরই ট্রাম্পের এই মন্তব্য সামনে এলো। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথকে বাণিজ্যিক নৌযান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ করতেই এই মাইন অপসারণ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তবে, ইরানের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। লেবানন যুদ্ধবিরতির পর থেকে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে যে কূটনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে, ট্রাম্পের এই ধন্যবাদ সূচক বার্তাটি তারই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে।

এমন পোপ চাই না যিনি ‘মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করেন’: ইরান ইস্যুতে লিওকে ট্রাম্পের আক্রমণ

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পোপ লিও চতুর্দশের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাকে অপরাধ দমনে দুর্বল ও পররাষ্ট্র নীতির জন্য ভয়াবহ বলে অভিহিত করেছেন।

রোববার (১২ এপ্রিল) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্যাথলিক গির্জার প্রধানের বিরুদ্ধে এই নজিরবিহীন সমালোচনা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

২ বছর আগে ‘পেট্রোডলার চুক্তি বাতিল’ করে সৌদি, এরপরই ইরানে যুদ্ধ বাধাল আমেরিকা

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বা স্বর্ণমান ব্যবস্থা লুপ্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরের ৫০ বছর নীরবে তার জায়গা দখল করে নেয় অন্য একটি ব্যবস্থা: খনিজ তেল। জন্ম হয় তথাকথিত পেট্রোডলার ব্যবস্থার। সাধারণ মানুষের কাছে দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থা খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। তবে হেনরি কিসিঞ্জার ও সৌদি আরবের এই গোপন চুক্তির জোরেই বিশ্বের প্রধান রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে ডলারের একাধিপত্য নিশ্চিত হয়েছিল।

কিন্তু ইরান যুদ্ধ আমেরিকার সেই দুর্বল জায়গাকেই প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। একদিকে চীনের পেট্রো-ইউয়ান-এর উত্থান, অন্যদিকে দু-বছর আগে নিঃশব্দে ওই চুক্তি থেকে সৌদির সরে আসা- সবমিলিয়ে বড়সড় ফাটল ধরেছে ডলারের সাম্রাজ্যে।

ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও ইসরায়েলের আগ্রাসন বিশ্ব বাণিজ্যে ওয়াশিংটনের আধিপত্যের মূল স্তম্ভ পেট্রোডলারের শক্তিকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। যদিও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই মুদ্রাব্যবস্থার ভিত ভেতর থেকে ক্ষয় হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ১৯৭৪ সালের পর ২০২০-এর এই দশকই হতে চলেছে ডলারের ইতিহাসে সবথেকে বড় পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ। ইরান যুদ্ধ যত দীর্ঘ হচ্ছে, পুরনো ব্যবস্থার ফাটল তত চওড়া হচ্ছে। এ কথা ঠিক যে, বিশ্ববাজারে ডলারের দাপট এখনও অমলিন, তবে সে এখন আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে গেলে কিছুটা পিছিয়ে ফিরে তাকাতে হবে ইতিহাসের পাতায়। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ২৮ বিলিয়ন ডলার: জনকল্যাণের বদলে সামরিক খাতে অগ্রাধিকার ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে এক সভায় সমর্থকদের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, ডে-কেয়ার বা স্বাস্থ্য বিমার মতো জনকল্যাণমূলক খাতে যুক্তরাষ্ট্র তার নাগরিকদের আর্থিক সহায়তা দিতে পারছে না। গত ১ এপ্রিল হোয়াইট হাউসে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজে তিনি অংশীজনদের বলেন, এই মুহূর্তে সরকারের কাছে সামরিক খাতের খরচ মেটানোই সবথেকে বড় অগ্রাধিকার। ট্রাম্পের মতে, জনকল্যাণমূলক এই ব্যয়গুলো মেটানোর দায়িত্ব মূলত বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলোর। তিনি বলেন, ‘আমাদের একটি বিষয়ই নিশ্চিত করতে হবে: সামরিক সুরক্ষা। আমাদের দেশ রক্ষা করতে হবে।’

অথচ যুদ্ধবিরতির আগে ইরানের সাথে এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আনুমানিক ২৮ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। এনবিসি নিউজের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এই অর্থ দিয়ে সাধারণ আমেরিকানদের জীবনে বড় ধরণের পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল।

বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যুদ্ধের এই ২৮ বিলিয়ন ডলার দিয়ে এক বছরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অন্তত ২০ লাখ শিশুর ডে-কেয়ার সুবিধার খরচ মেটানো যেত। এছাড়া, এই অর্থ দিয়ে ১২ লাখ মানুষের ঘর ভাড়া অথবা ‘মেডিকেড’ প্রোগ্রামের আওতায় ৩০ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য বিমার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হতো।

ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট-শাসিত অঙ্গরাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে বড় ধরনের জালিয়াতির অভিযোগ এনেছেন। তিনি বাজেট দপ্তরের পরিচালক রাসেল ভটকে দেওয়া নির্দেশের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘ডে-কেয়ারের জন্য কোনো টাকা পাঠাবেন না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র এই খরচ বহন করতে পারবে না। এটি অঙ্গরাজ্যগুলোর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। আমরা একটি বড় দেশ, আমাদের ৫০টি অঙ্গরাজ্য আছে। আমরা বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত। তাই অঙ্গরাজ্যগুলোকেই ডে-কেয়ারের দায়িত্ব নিতে হবে এবং খরচও তাদেরই দিতে হবে।’

ট্রাম্পের মতে, এই ব্যয় মেটানোর *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

আমরা ‘শান্তি স্থাপনকারী’, রাজনীতিবিদ নই: ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে পোপ

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পোপ লিও চতুর্দশের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এর জবাবও দিয়েছেন পোপ। তিনি বলেছেন, ‘আমরা শান্তি স্থাপনকারী, কোনো রাজনীতিবিদ নই।’

আলজেরিয়া সফরের আগে সাংবাদিকদের পোপ বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসনকে আমার *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

হরমুজ প্রণালি ‘সম্পূর্ণ উন্মুক্ত’ রাখার ঘোষণা দিল ইরান; চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নৌ অবরোধ বহাল: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: হরমুজ প্রণালী বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য ‘সম্পূর্ণ উন্মুক্ত’ থাকলেও ইরানের ওপর মার্কিন নৌ অবরোধ এখনই সরছে না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তেহরানের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ বহাল থাকবে। এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেন, ‘ইরানের সাথে আমাদের সম্পাদিতব্য লেনদেন বা চুক্তিটি শতভাগ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেশটির ওপর নৌ-অবরোধ পূর্ণ শক্তিতে কার্যকর থাকবে।’

তবে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, এই প্রক্রিয়াটি ‘খুব দ্রুত’ সম্পন্ন হওয়া উচিত, কারণ চুক্তির অধিকাংশ পয়েন্ট নিয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা ও সমঝোতা হয়ে গেছে। যুদ্ধবিরতি চলাকালীন হরমুজ প্রণালিকে ‘সম্পূর্ণ উন্মুক্ত’ রাখার ঘোষণা দিল ইরান লেবাননে যুদ্ধবিরতি চলাকালীন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য ‘সম্পূর্ণ উন্মুক্ত’ করার ঘোষণা দিয়েছে ইরান।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির বাকি সময়টুকুতে সব ধরনের বাণিজ্যিক নৌযান এই প্রণালি দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে আরাগচি লেখেন, ‘লেবাননে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ঘোষণা করা হলো। ইরানের পোর্টস অ্যান্ড মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের আগে থেকে নির্ধারিত ও সমন্বিত রুট দিয়ে জাহাজগুলো চলাচল করবে।’ ইরানের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিষয়টি নিশ্চিত করে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ইরান *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

নেতানিয়াহু ট্রাম্পকে ইরান যুদ্ধে ‘টেনে নামিয়েছেন’: কমলা হ্যারিস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস দাবি করেছেন যে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে ‘টেনে নামিয়েছেন’। *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে রাজি ইরান, দাবি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: গত বছর ইরানের গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে মাটির নিচে চাপা পড়ে যায় উচ্চ মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একে বলছেন ‘নিউক্লিয়ার ডাস্ট’ বা পারমাণবিক ধুলা। বৃহস্পতিবার ট্রাম্প দাবি করেছেন, এই ‘পারমাণবিক ধুলা’ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে রাজি হয়েছে ইরান। ট্রাম্পের এই দাবি সত্য হলে, তা হবে তেহরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা কমানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি বড় সাফল্য।

তবে ইরানের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এই দাবির সত্যতা নিশ্চিত করা হয়নি। এর আগেও ইরানের পারমাণবিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের করা দাবিগুলো ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, আগামী মঙ্গলবার ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

গত জুনে ইরানের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। এরপর আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) জানায়, ওই হামলায় উচ্চ মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মাটির গভীরে চাপা পড়েছে। ট্রাম্প এই ইউরেনিয়ামকেই ‘পারমাণবিক ধুলা’ বলছেন। এই ইউরেনিয়াম ইরানের হাতে থাকা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন ও তেহরানের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কারণ, এই *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

পরমাণু ইস্যুতে মতবিরোধ: পূর্ণাঙ্গ চুক্তির বদলে ‘সাময়িক সমঝোতার’ পথে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারীরা একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তি চুক্তির বড় লক্ষ্য থেকে সরে এসেছেন। এর পরিবর্তে তারা সংঘাত এড়াতে আপাতত একটি সাময়িক সমঝোতাপত্র তৈরির চেষ্টা করছেন বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন ইরানের দুটি সূত্র।

গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আলোচনা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার পর এই কৌশলগত পরিবর্তন এসেছে। ইরানের পরমাণু কর্মসূচি, বিশেষ করে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত এবং কতদিন পর্যন্ত তেহরান তাদের পরমাণু কার্যক্রম বন্ধ রাখবে- এসব বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে এখনো মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও মার্কিন কর্মকর্তা এবং পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীরা আলোচনার অগ্রগতির বিষয়ে ইতিবাচক সম্ভাবনা দেখাচ্ছেন। ইরানের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের ২০ শতাংশ সরবরাহকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুট ‘হরমুজ প্রণালি’ পরিচালনার বিষয়ে দুই পক্ষ মতপার্থক্য কমিয়ে আনতে শুরু করেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ খতিয়ে দেখছে ভারত: রণধীর জয়সওয়াল

পরিচয় ডেস্ক: ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ খতিয়ে দেখছে ভারত। নয়াদিল্লিতে নিয়মিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের বিচারিক ও আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধটি খতিয়ে দেখছি। ভারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তারা সব অংশীজনের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

জয়সওয়াল বলেন, আমরা বাংলাদেশের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে কাজ করার এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার ইচ্ছার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। গত ৮ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে আলাপকালে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান।

উল্লেখ্য, জুলাই অভ্যুত্থান চলাকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে শ্রমবাজারে নতুন ধাক্কা, উপসাগরীয় দেশে কর্মসংস্থান কমছে বাংলাদেশিদের

যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার চলমান সংঘাত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলার পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলোতে তাদের কর্মসংস্থানকেও নতুন করে ধাক্কা দিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে ওই অঞ্চলের শ্রমবাজার এমনিতেই সংকুচিত হচ্ছিল।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চে ৪৪ হাজার ৬৫৮ জন কর্মী বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছেন। গত বছরের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৬৬ হাজার ৭৭৩ জন। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে বিদেশে কর্মী যাওয়ার হার ৩৩ শতাংশ কমেছে। এছাড়া ফেব্রুয়ারির তুলনায় মার্চে বিদেশে কর্মী যাওয়ার হার ৩২ শতাংশ কমেছে, যা গত ৫৪ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে গত বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশ থেকে ৪৯ হাজার ৯৮৩ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছিলেন, যা ওই সময় ৪৩ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিল। ব্যক্তিরা বলছেন, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই সৌদি আরব, কুয়েত ও কাতারের মতো উপসাগরীয় দেশগুলোতে কর্মীর চাহিদা ব্যাপক হারে কমেছে। এই চাহিদা ৫ শতাংশ থেকে নেমে প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। একই সঙ্গে আকাশসীমা বন্ধ থাকায় ফ্লাইটসংকটে গত এক মাসে কয়েক শ বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে যেতে পারেননি। এতে তাদের বর্তমান চাকরি ঝুঁকির মুখে পরার পাশাপাশি নতুন কাজের সুযোগও কমেছে।

তাছাড়া, ওমান ও বাহরাইনে কয়েক বছর ধরে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

এবারও হরমুজ পার হতে পারল না বাংলাদেশি জাহাজ, প্রণালিতে প্রবেশের পর আটকে দিল ইরান

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার বিকেলে ইরান হরমুজ প্রণালি সব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণার পর রাতে নোঙর তুলেছিল শারজাহ বন্দরের কাছে থাকা বাংলাদেশি পতাকাবাহী বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) জাহাজ বাংলার জয়যাত্রা। রাত ৯টার দিকে নোঙর তুলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরা বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে জাহাজটি। তবে যাত্রা শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানের বাহিনী জাহাজটি থামিয়ে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

রাশিয়ার জ্বালানি আমদানিতে বাংলাদেশকে নতুন করে ৬০ দিনের ছাড় দিল যুক্তরাষ্ট্র

রাশিয়ার ফিনিশড পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশকে নতুন করে ৬০ দিনের জন্য নিষেধাজ্ঞা থেকে ছাড় দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বজুড়ে চলমান জ্বালানি সংকটের অস্থিরতার মাঝে এটি বাংলাদেশের ওপর থাকা জ্বালানি সরবরাহের চাপ সাময়িকভাবে লাঘব করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তার জানান, ১১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া এই ছাড়ের মেয়াদ আগামী ৯ জুন পর্যন্ত বহাল থাকবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর গত ১১ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বলে টিবিএসকে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এর আগে গত ১২ মার্চ মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ রুশ অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য-সংক্রান্ত লেনদেনে ৩০ দিনের ছাড় দিয়েছিল, যার মেয়াদ শেষ হয়েছে ১১ এপ্রিল।

তবে সেই লাইসেন্সটি শুধু ১২ মার্চ বা তার আগে জাহাজে তোলা পণ্যবাহী কার্গোর জন্য প্রযোজ্য ছিল। মূলত ট্রানজিটে থাকা বা পথে থাকা চালানগুলো খালাস করতেই সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, আগের নিষেধাজ্ঞার ছাড়টি দেশের জন্য তেমন কোনো সুফল বয়ে আনেনি। কারণ সেই সময় সমুদ্রপথে রাশিয়ার কোনো তেলবাহী *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ ১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠান পেল 'স্বাধীনতা পুরস্কার'

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা ও স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬ প্রদান করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মনোনীতদের হাতে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকার-আইএমএফ দ্বন্দ্ব, কেন্দ্রে ফ্যামিলি কার্ড

পরিচয় ডেস্ক: ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি নিয়ে সরকার ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারের এই অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাটি প্রশ্ন তোলায় দুই পক্ষের মধ্যে নতুন করে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। শুধু সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিই নয়, রাজস্ব আহরণ, মুদ্রা বিনিময় হার ও আর্থিক খাতের সংস্কারের গতি নিয়েও ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে এক ধরনের স্নায়ুচাপ তৈরি হয়েছে।

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বৈঠকে আইএমএফ স্পষ্ট জানিয়েছে, ফ্যামিলি কার্ডের মতো বড় কোনো কর্মসূচি তড়িঘড়ি বাস্তবায়নের আগে তার অর্থনৈতিক প্রভাব ও সম্ভাব্যতা যাচাই করা জরুরি। সংস্থাটির মতে, যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় কাঙ্ক্ষিত সুফল নাও আনতে পারে।

আগামী অর্থবছরে ৪০ লাখ পরিবারের জন্য এই ফ্যামিলি কার্ড সুবিধা নিশ্চিত করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে ১৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এটি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বড় একক সম্প্রসারণ।

আইএমএফ এই স্কিমটিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে বিদ্যমান অন্যান্য সুরক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করার পরামর্শ দিয়েছে।

একজন কর্মকর্তা জানান, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে আইএমএফ প্রশ্ন তুলেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ আইএমএফের ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের একটি ঋণ কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। শর্ত পূরণে ব্যর্থতা ঋণের পরবর্তী কিস্তি পাওয়াকে বিলম্বিত করে তুলতে পারে। তবে গত জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ পাঁচ কিস্তিতে ৩ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার গ্রহণ করেছে।

এ পরিস্থিতির মধ্যেই গত বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের বসন্তকালীন বৈঠকের সাইডলাইনে সংস্থাটির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুটি বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। একটি

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

আগামী বাজেটে সব ধরনের কর-ছাড় ও ভর্তুকি তুলে দেওয়ার পরামর্শ আইএমএফের

পরিচয় ডেস্ক: আয়কর, ভ্যাট ও কাস্টমস ডিউটিতে সরকার যে কর-ছাড় দিচ্ছে, তা আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরের বাজেট থেকেই পুরোপুরি তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)।

এছাড়া আমদানি পর্যায়ে থাকা সম্পূরক শুল্ক কমানোর জন্যও চাপ দিচ্ছে সংস্থাটি।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক ও বসন্তকালীন সভায় এ বিষয়ে চাপ দেওয়া হয়েছে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনবিআরের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, "চলমান সভায় আইএমএফ সব ধরনের ট্যাক্স এক্সপেনডিচার তুলে দিতে বলেছে।চ

এছাড়া ওয়াশিংটনে অবস্থান করা একজন প্রতিনিধিও নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে টিবিএসকে বলেন, "আগামী বাজেটে ব্যাপকভাবে কর-ছাড় তুলে নিতে বলছে আইএমএফ।চ

আইএমএফের বোর্ড সভায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের আরও এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে টিবিএসকে জানান, জ্বালানি আমদানির চাহিদা মেটাতে আইএমএফের কাছে যে অতিরিক্ত বাজেট সহায়তা চাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে সংস্থাটি ইতিবাচক

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

সংস্কারে ব্যর্থতার কারণ দেখিয়ে ঋণের পরবর্তী কিস্তি স্থগিত করেছে আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্যমান ঋণ কর্মসূচির পরবর্তী কিস্তি জুনের মধ্যে ছাড় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, রাজস্ব ও ব্যাংকিং খাতে সংস্কার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। তার পরিবর্তে অতিরিক্ত শর্তসহ একটি নতুন ঋণ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা শুরু করার প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি। ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের চলমান বসন্তকালীন বৈঠকে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের এক সদস্য এ তথ্য দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে নিশ্চিত করেছেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ওই কর্মকর্তা বলেন, গত দুদিনের বৈঠকে এমন কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। এ অবস্থায়

চলমান ৫.৫ বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরের জুনের মধ্যে ১.৩ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার যে আশা করছে বাংলাদেশ, তা

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ব্যক্তি পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার শহরে ৭৫.৭%, গ্রামে ৪৩.৬%: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিচয় ডেস্ক:দেশে ব্যক্তি পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ৩২ দশমিক ১ শতাংশ পার্থক্য রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে মাত্র ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, যেখানে শহরে এ হার ৭৫ দশমিক ৭ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস কার্যালয়েআইসিটি ব্যবহারের সুযোগ ও প্রয়োগ পরিমাপ্থ শীর্ষক প্রকল্পের জরিপ প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়েছে, দেশে ৮৮ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। নিজস্ব মোবাইল রয়েছে ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষের। আর মোট নাগরিকের মধ্যে ৫৩ দশমিক ৪ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। কম্পিউটার ব্যবহারকারীর হার মাত্র ১১ দশমিক ৩ শতাংশ।

এছাড়া, উচ্চমূল্যের কারণে ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ নাগরিক ইন্টারনেট সেবা গ্রহণে অনাগ্রহী বলে জানিয়েছেন, যা ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জরিপের এ ফলাফল থেকে স্পষ্ট, দেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটলেও এর সুষম ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সাশ্রয়ী সেবার নিশ্চয়তা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। পরিবারভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকায় ইন্টারনেট প্রবেশাধিকার সবচেয়ে বেশি, আর সবচেয়ে কম পঞ্চগড়ে। একইভাবে, কম্পিউটার ব্যবহারের হার ঢাকায় সর্বোচ্চ এবং ঠাকুরগাঁওয়ে সর্বনিম্ন। জরিপে আরও উঠে এসেছে, গত তিন মাসে

বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

আ.লীগ সরকারের রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার: আইনমন্ত্রী

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দায়ের করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহারে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য মো. মনোয়ার হোসেনের এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

আইনমন্ত্রী বলেন, "বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দায়ের করা রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহারের বিষয়ে বর্তমান সরকার সচেতন এবং এ লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।চ

উল্লেখ্য, এর আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ ধরনের মামলা

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

আগামী পাঁচ বছরে ২৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, বাড়ছে দেশের আর্থিক চাপ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ আর্থিক চাপের এক কঠিন সময়ে প্রবেশ করছে, আগামী পাঁচ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়তে যাচ্ছে, যা আগে থেকেই দুর্বল অবস্থায় থাকা রাজস্ব ভিত্তির সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে তুলছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর এক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছর থেকে ২০৩০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশকে প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই চাপের মাত্রা আরও পরিষ্কার হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর গত ৫৪ বছরে বাংলাদেশ মোট প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করেছে। অথচ এখন সেই মোট অর্থের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে।

এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এমন সময়ে, যখন দেশের কর-জিডিপি অনুপাত ৭ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে-সমমানের অর্থনীতিগুলোর মধ্যে

যা সর্বনিম্ন। ফলে অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দেওয়া বা ব্যয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ছে।

একই সঙ্গে, কোভিড-১৯ মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং চলমান মধ্যপ্রাচ্য উত্তেজনাসহ একাধিক বৈশ্বিক ধাক্কা-রাজস্ব আদায়, রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের ওপর চাপ তৈরি করেছে, যা ঋণ পরিশোধ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

ইআরডির আরেক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত দেশের মোট বৈদেশিক ঋণ দাঁড়িয়েছে ৭৭.২৮ বিলিয়ন ডলার, যা এক বছর আগে ছিল ৬৮.৮২ বিলিয়ন ডলার।

গত অর্থবছরে বাংলাদেশ প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করেছে, যা চলতি অর্থবছরে বেড়ে ৪.৭৪ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪.৮৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে-আর ২০২৯-৩০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৫.৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে।

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের নতুন তেল অবরোধ আরও বড় অর্থনৈতিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দিচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চলা এই যুদ্ধের বয়স ছয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এটি থামার কোনো স্পষ্ট লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি চেনা কৌশল বেছে নিয়েছেন। আর তা হলো তেল অবরোধ।

এর মূল লক্ষ্য হলো ইরানকে বিশ্ববাণিজ্য থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এর মাধ্যমে দেশটির প্রয়োজনীয় আমদানি বন্ধ করা হবে এবং সরকার যে তেল রপ্তানির আয়ের ওপর নির্ভরশীল, তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হবে।

এর আগে ভেনিজুয়েলা এবং কিউবার বিরুদ্ধেও মার্কিন প্রশাসন প্রায় একই ধরনের কৌশল ব্যবহার করেছিল।

গত সোমবার থেকে হরমুজ প্রণালিতে এই তেল অবরোধ কার্যকর হয়েছে। তবে এটি শুধু ইরানের জন্যই নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহের জন্যও বড় ধরনের ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্তত স্বল্পমেয়াদের জন্য হলেও।

এমনকি বিশ্বের শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও এটি সত্যি। কারণ মার্কিন ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরও অনেক পণ্যের জন্য বিশ্ববাজারের দামই পরিশোধ করতে হয়।

ইরান এর মধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, তারা ওই অঞ্চলে জাহাজগুলোতে হামলা চালাতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম।

সোমবার তারা পুরো পারস্য উপসাগরজুড়ে

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

রেমিট্যান্সের ডলারের দাম ১২২.৯০ টাকার মধ্যে রাখার মৌখিক নির্দেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

পরিচয় ডেস্ক: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ কত দরে ডলার কেনাবেচা করতে পারবে, মৌখিকভাবে তার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গতকাল (১৩ এপ্রিল) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, আন্তঃব্যাংক বাজারে প্রতি ডলার বিক্রিতে সর্বোচ্চ দর ১২২.৭০ টাকা নির্ধারণের জন্য ব্যাংকগুলোকে মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো থেকে সর্বোচ্চ ১২২.৯০ টাকা দরে রেমিট্যান্স কেনার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ব্যাংকগুলোকে তাদের বিসি (বিলস ক্লিন/সেলিং) রেট কমানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সোমবার ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলার বিক্রির দর ১২৩.২৫ থেকে ১২৩.৫০ টাকার মধ্যে ছিল।

গত সপ্তাহে অ্যাসোসিয়েশন অভ ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমানের আলোচনার সময় অতিরিক্ত দামে কয়েকটি ব্যাংক রেমিট্যান্স কিনেছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়। ওই বৈঠকের পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, ডলার মার্কেটে যে স্থিতিশীলতা এসেছে, তা কোনোরকমের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এসেছে। বর্তমানে ব্যাংকগুলোর নিট অপেন পজিশনও (এনওপি) বেশ ভালো। তাই এমন কোনো অবস্থা ডলার মার্কেট এমন কোনো অবস্থায় পৌঁছায়নি যে দাম বাড়াতে হবে।

তিনি আরও বলেন, অতীতে ডলার বাজারের অস্থিরতা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এক ধরনের সতর্কতা তৈরি করেছে। তবে বর্তমানে বাজারে পর্যাপ্ত ডলার সরবরাহ থাকায় নতুন করে কোনো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

একটি বেসরকারি ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, কয়েকটি ব্যাংক অতিরিক্ত দামে ডলার কেনার কারণে বৈদেশিক মুদ্রাটির দাম বেড়েছিল। বাজার এমন কোনো অবস্থায় পৌঁছায়নি যে এখনই এত দামে ডলার কিনতে হবে। বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে ডলার সরবরাহ রয়েছে, রেমিট্যান্সের প্রবাহও অনেক বেশি।

আরেকজন

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

ইসলামী ব্যাংকের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে দেশের অর্থনীতি বঙ্গোপসাগরে যাবে: জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক: ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির এবং সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, দেশের বৃহত্তম ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের অস্তিত্ব যদি বিপন্ন হয়, তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ‘গণভোটের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার: সংকটের মুখোমুখি দেশ’ শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ১১ দলীয় ঐক্যের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রাজনৈতিক সংকট নিয়ে আলোচনা হয়।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক কুক্ষিগত করার পরে এখন দেশের সবচাইতে বড় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংককে আবার নতুন করে ‘অভ্যুত্থান’ শুরু হয়েছে।

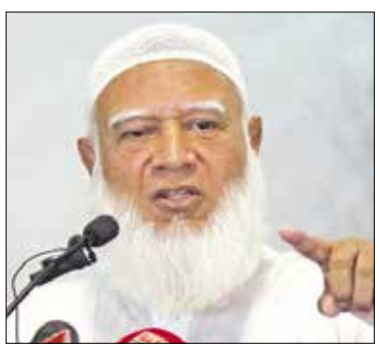

যে ব্যাংক দেশের রেমিটেন্সের শতকরা ৩২ ভাগ একা আহরণ করে, এই ব্যাংকের যদি অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি বঙ্গোপসাগরে চলে যাবে। ব্যাংক খাতকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘সাবধান করে দিচ্ছি, এই ব্যাংকগুলোকে দলীয়করণ করবেন না। যদি দলীয়করণ করেন, তবে জনগণ আপনাদের ছেড়ে কথা বলবে না’।

জামায়াত আমির বলেন, ‘আমরা আবারও কথা দিচ্ছি, শুধু রাজনীতির পট পরিবর্তন নয়, সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তনের জন্য আমাদের এই লড়াই। অপসংস্কৃতি যেখানেই থাকুক-সেটা ব্যাংকিং সেক্টর হোক, অর্থনীতি হোক, শিক্ষা ব্যবস্থা হোক কিংবা দেশের আইন অঙ্গন-আমরা বসে বসে আঙুল চুষব না। জনগণকে সাথে নিয়ে তার মোকাবিলা করবো’।

গণভোটের রায় বাস্তবায়নে রাজপথে আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সারাদেশে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। এই আন্দোলন ন্যায্য আন্দোলন। আন্দোলনের সফলতা নিয়ে আমরা ঘরে ফিরবো’।

বিরোধীদলীয় নেতা আরও বলেন, বর্তমান সংসদ ও সরকার ‘জুলাই আন্দোলনের ফসল’। ‘জুলাই না থাকলে সরকারও থাকত না, বিরোধী দলও থাকত না,’ উল্লেখ করে তিনি সতর্ক করেন, এই জুলাইয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সরকার পার পাবে না।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ইরান ইস্যুতে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসব না, ব্রিটেন এই যুদ্ধে অংশ নেবে না: কিয়ার স্টারমার

ইরান ও ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার চলমান যুদ্ধে ব্রিটেনের অবস্থান নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক কঠোর সমালোচনার কড়া জবাব দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার।

তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো ধরনের চাপের মুখে তিনি তার অবস্থান থেকে পিছু হটবেন না এবং ব্রিটেন এই যুদ্ধে অংশ নেবে না।

আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউজ অব কমন্স-এ ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে স্টারমার বলেন, ইরান যুদ্ধ নিয়ে আমার অবস্থান শুরু থেকেই অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা এই যুদ্ধে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে চাচ্ছি না।

এর আগে গত মঙ্গলবার স্কাই নিউজ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্টারমারের জ্বালানি ও অভিবাসন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে লন্ডন ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার সম্পর্ক আগে আরও অনেক ভালো ছিল। ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অভিযানে ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ায় ট্রাম্প বারবার

স্টারমারের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্য এই অভিযানকে অবৈধ বলে মনে করে।

পার্লামেন্ট সদস্যদের উদ্দেশে স্টারমার বলেন, এটি আমাদের যুদ্ধ নয়। আমাকে আমার অবস্থান পরিবর্তনের জন্য অনেক চাপ দেওয়া হয়েছে এবং গত রাতে যা ঘটেছে (ট্রাম্পের মন্তব্য), সেটিও সেই চাপের একটি অংশ। তিনি আরও বলেন, আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না। আমি নতি স্বীকার করব না। এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে নয় এবং আমরা তা করব না। আমি জানি আমার অবস্থান কোথায়। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, দুই দেশের বর্তমান সম্পর্ক নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের করা নেতিবাচক মূল্যায়নের সঙ্গে তারা একমত নন। তিনি বলেন, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে প্রতিদিন আলোচনা চলছে। এটি দুই দেশের মধ্যকার কয়েক দশকের সেই বিশেষ সম্পর্কের একটি স্বাভাবিক অংশ এবং এটি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

হাঙ্গেরিতে ১৬ বছর পর ট্রাম্প ও পুতিনের 'বন্ধু' অরবানের শাসনের অবসান

ইউক্রেনকে রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে রক্ষায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান বিরোধী হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান রোববার ১৬ বছর পর ক্ষমতা হারিয়েছেন। হাঙ্গেরির নাগরিকরা রেকর্ড সংখ্যায় ভোট দিয়ে সেন্টার-রাইট প্রতিদ্বন্দ্বী পেতের ম্যাজিয়ারের নেতৃত্বে একটি ইউরোপীয় ইউনিয়নপন্থী পথ বেছে নিয়েছেন। ৬২ বছর বয়সী অরবান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে চীনের ৪ দফা প্রস্তাব

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে চার দফার একটি প্রস্তাব দিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া এই তথ্য জানিয়েছে। পাকিস্তানে আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান যখন নতুন করে আলোচনার কথা ভাবছে, ঠিক তখনই এই ঘোষণা এল। উল্লেখ্য, দেশ দুটির মধ্যকার যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স শেখ খালেদ বিন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে এক বৈঠকে এই প্রস্তাব তুলে ধরেন চীনের প্রেসিডেন্ট। প্রস্তাবে কী বলা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

হরমুজে ট্রাম্পের ইরানবিরোধী অবরোধ, চীনের সামনে কঠিন কূটনৈতিক সমীকরণ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত চীনের সামনে এক জটিল কূটনৈতিক দ্বিধা তৈরি করেছে। হয় দীর্ঘদিনের মিত্র ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা মানতে হবে বেইজিংকে; নাহলে যুক্তরাষ্ট্রের এই অবরোধকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাতকে পরিণত হবে পারমাণবিক শক্তিধর চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

ছয় সপ্তাহ ধরে চলা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ অভিযানের সময় চীন মূলত পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় ছিল। বেইজিং ইরানের ওপর ব্যাপক *বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়*

চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ, ম্যারাডোনার মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনে আবার বিচার শুরু

আর্জেন্টিনার ফুটবল কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যু নিয়ে নতুন করে বিচার শুরু হয়েছে। একজন বিচারকের কেলেঙ্কারির জেরে আগের বিচারকাজটি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এক বছর পর আবার নতুন করে এই বিচার শুরু হয়েছে।

নতুন এই বিচারকাজে প্রায় ১২০ জন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। ম্যারাডোনার মৃত্যুর জন্য তার চিকিৎসক দল দায়ী কি না, তা আবারও খতিয়ে দেখা হবে।

ম্যারাডোনাকে চিকিৎসায় অবহেলা করে হত্যার অভিযোগে গত বছরের ১১ মার্চ সাত চিকিৎসকের বিচার শুরু হয়। তবে আসামিরা শুরু থেকেই অভিযোগটি অস্বীকার করে আসছেন। তাঁদের দাবি, চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি ছিল না। তবে এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে চিকিৎসক দলের ওই সদস্যদের ৮ থেকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

২০২০ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ইরানে যুদ্ধবিরতি যে কারণে ব্যর্থ হচ্ছে

সানজিদা বারী

যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর তেহরানের রেভোল্যুশন স্কয়ারে সমবেত মানুষের ভিড়ে ইরানের পতাকা নাড়ছেন এক ব্যক্তি। ৮ এপ্রিল ২০২৬

যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর তেহরানের রেভোল্যুশন স্কয়ারে সমবেত মানুষের ভিড়ে ইরানের পতাকা নাড়ছেন এক ব্যক্তি। ৮ এপ্রিল ২০২৬ছবি: এএফপি

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি আলোচনা কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। দীর্ঘ ২১ ঘণ্টার আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সোজাসাপটা জবাব দিয়েছেন, 'ইরান আমাদের শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।'

ভ্যান্সের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে ইরান যেন আর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার নিশ্চয়তা দেয়; কিন্তু ইরান সেই প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ। উল্টো ইরানি কর্মকর্তাদের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র মূলত সমঝোতার জন্য প্রস্তুতই নয়।

ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ দীর্ঘ মেয়াদে বন্ধ করা এবং বর্তমান মজুত ধ্বংসের মতো ওয়াশিংটনের দাবিগুলোকে তারা 'সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত' বা 'ম্যাক্সিমালিস্ট' হিসেবে দেখছেন, যা ইরানের কাছে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। ইরানের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মেহদি তাবাতাবেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঠিক এ কথারই প্রতিধ্বনি করে লিখেছেন, 'আমরা সংলাপের জন্য আগ্রহী, কিন্তু কোনো অমূলক বা জবরদস্তিমূলক দাবির কাছে মাথানত করব না।'

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় খুব শিগগির দ্বিতীয় দফা আলোচনার একটি তোড়জোড় চলছে। বর্তমানে চালু থাকা দুই সপ্তাহের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই শেষ হতে চলেছে।

ছয় সপ্তাহ ধরে চলা এ সংঘাতে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত বোমাবর্ষণে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ বহু শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর হিসাবে, দেশটিতে নিহত বেসামরিক মানুষের সংখ্যা ১ হাজার ৭০০ ছাড়িয়েছে।

এর জবাবে ইরানও মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালিয়েছে এবং বিশ্ববাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পথ 'হরমুজ প্রণালি' কার্যত অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। এমন ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে-ইসলামাবাদের ব্যর্থতার পর এ দুই দেশ এখন কী করবে?

বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পারস্পরিক আস্থাহীনতাই এই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তেহরানের মনে ভয়, চুক্তির নামে সাময়িক বিরতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে গুছিয়ে হামলা চালাতে পারে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শঙ্কা, ইরান হয়তো সামরিকভাবে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার জন্যই যুদ্ধবিরতি চাইছে। দর-কষাকষির চেয়ে এ যেন শক্তির ভারসাম্য প্রমাণের এক স্নায়ুযুদ্ধ, যেখানে সমঝোতাকে উভয়েই নিজের দুর্বলতা হিসেবে ভাবছে।

এমন পরিস্থিতিতে সংঘাত দীর্ঘায়িত হওয়ার বড় কারণ-উভয় পক্ষই নিজেকে এই যুদ্ধে বিজয়ী মনে করছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, তারা ইরানের নেতৃত্ব ও সামরিক অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়ে লড়াইয়ে এগিয়ে রয়েছে। বিপরীতে ইরানের দাবি, শত আক্রমণের পরও তারা শুধু টিকে আছে তা নয়, বরং হরমুজ প্রণালির মতো গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল কবজায় নিয়েছে।

আয়াতুল্লাহর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা আলী আকবর ভেলায়াতির কথাতেই তা স্পষ্ট। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে প্রাচীন পারস্যে আটকে দেওয়ার ইতিহাস স্মরণ করে তিনি লিখেছেন, 'অতীতে আবু আল-হায়াত গিরিপথ যেমন বিদেশিদের প্রতিরোধের প্রতীক ছিল, তেমনি আজ হরমুজ প্রণালি আমাদের হাতে শক্ত প্রতিরোধের ঢাল।'

জটিল এই সমীকরণ মেলানোর ক্ষেত্রে একটি বড় প্রভাবক ছিল কূটনীতির অভাব। ইসলামাবাদ আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়া তিনজনের (জেডি ভ্যান্স, স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

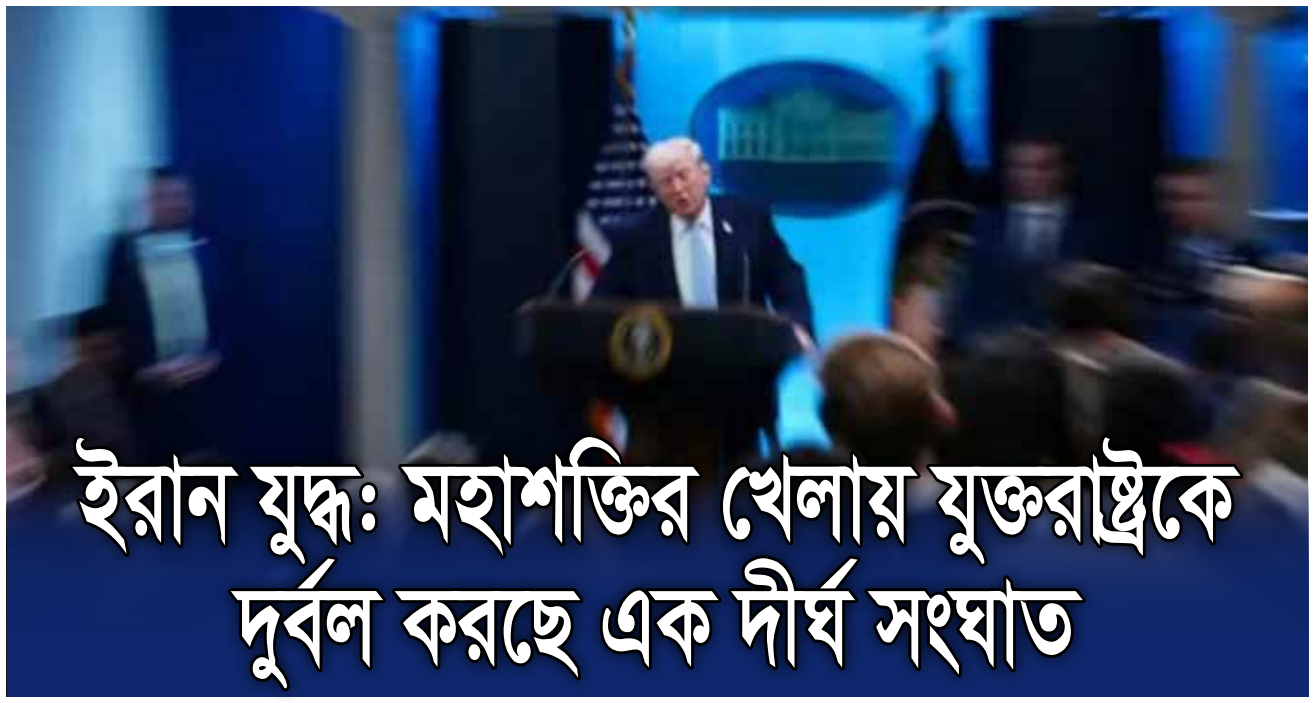

ইরান যুদ্ধঃ মহাশক্তির খেলায় যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল করছে এক দীর্ঘ সংঘাত

জেফ্রি টালিয়াফেরো

"শত্রু যখন ভুল করছে, তাকে কখনো বাধা দিও নাচ-

বিখ্যাত ফরাসি সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এই বহুল উদ্ধৃত নীতিবাক্যটি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মস্কো ও বেইজিংয়ের নীতিনির্ধারকদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল বলেই মনে হয়। একই সময়ে ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছিল।

এখন যখন তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ১৪ দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে-এবং উভয় পক্ষই "বিজয়চ দাবি করছে-তখনও রাশিয়া ও চীনের নেতাদের সামনে সুযোগ রয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ কৌশলগত ভুল থেকে লাভবান হওয়ার।

এই কয়েক সপ্তাহব্যাপী সংঘাতে চীন ও রাশিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখেছে। ইরানকে-যাকে দুই দেশই বিভিন্ন মাত্রায় মিত্র হিসেবে দেখে-তারা পূর্ণ সমর্থন দেয়নি, কিংবা এই যুদ্ধে বড় ধরনের কোনো মূল্যও দেয়নি।

বরং তারা সীমিত সহায়তার পথ বেছে নিয়েছে-ক্ষুদ্র পরিসরের গোয়েন্দা সহযোগিতা এবং কূটনৈতিক সমর্থনের মাধ্যমে।

জেফ্রি টালিয়াফেরো এশিয়া টাইমসে প্রকাশিত তার মতামত কলামে লিখেছেন, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও পরাশক্তির রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করা একজন বিশ্লেষক হিসেবে আমি মনে করি, এর পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বেইজিং ও মস্কো খুব ভালোভাবেই জানত, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্মিলিত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে ইরানের "জয়চ সম্ভব নয়। বরং ইরানের জন্য টিকে থাকাটাই যথেষ্ট-কারণ সেটিই ওয়াশিংটনের প্রধান ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্বার্থ রক্ষা করে।

নিচে সেই চারটি উপায় তুলে ধরা হলো, যার মাধ্যমে ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ একবিংশ শতকের মহাশক্তির প্রতিযোগিতায় ওয়াশিংটনের অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে-

১. মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাবের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়া

আমার বই "ডিফেন্ডিং ফ্রেনেমিসচ এ ব্যাখ্যা করেছি, যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্যে পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় এটি ছিল সোভিয়েত প্রভাব সীমিত রাখা এবং একই সঙ্গে ইসরায়েল ও পাকিস্তানের মতো জটিল মিত্রদের পারমাণবিক সক্ষমতা সামাল দেওয়ার।

২০২০-এর দশকে এসে ওয়াশিংটনের অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়ায়-চীন এবং তুলনামূলকভাবে কম মাত্রায় রাশিয়ার প্রভাব সীমিত করা।

কিন্তু শি জিনপিং এবং ভ্লাদিমির পুতিন-এর নেতৃত্বে চীন ও রাশিয়া বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক জোট ও অনানুষ্ঠানিক কৌশলের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে সেটি হলো ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই সম্পর্কের গভীরতা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতনোন্মুখ সরকারকে টিকিয়ে রাখতে তেহরানের সঙ্গে মস্কোর যৌথভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে চীন কূটনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়েছে-বিশেষ করে ২০২৩ সালে সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রেখে।

সাম্প্রতিক ইরান যুদ্ধের বিদ্রূপাত্মক দিক হলো, এটি এমন এক সময়ে ঘটেছে যখন মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বাড়ানোর ক্ষেত্রে রাশিয়া ও চীনের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আসাদের পতন হলে রাশিয়া অত্র অঞ্চলে তার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মিত্রকে হারায়। আর ২০২৫ সালের মে মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর উপসাগরীয় দেশগুলো সফরে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও বাহরাইনের সঙ্গে বড় অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত চুক্তি-চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল।

কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রমেই এই অঞ্চলের অনির্ভরযোগ্য রক্ষক হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই অবস্থায়, উপসাগরীয় দেশগুলো বিকল্প নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অংশীদার খুঁজতে পারে।

২. কৌশলগত অগ্রাধিকার থেকে মনোযোগ সরে *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇋ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

কেন আমরা স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখতে পরি না?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

আমরা বাংলাদেশিরা কেন যেন সবসময় একটু বেশি কথা বলতে পছন্দ করি। যা বলার দরকার নাই, যতোটুকু না বললেও চলে, তাও আমরা বলে ফেলি। কোন কথার কী প্রভাব হতে পারে, সেই ব্যাপারেও খুব একটা ভাবিনা। আর ভাবলেও পাত্তা দেই না।

বিশেষ করে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানকালে তো ব্যাপক উত্তেজনা ও অস্থিরতা কাজ করে। অথবা অফিশিয়াল কোনো প্রোগ্রামে উচ্চপদস্থ কেউ থাকলে কথার খেই হারিয়ে ফেলি। প্রশংসা করার নামে ব্যক্তি বন্দনা শুরু করি।

সম্ভবত ২০০০ সালের ঘটনা। আমি যে প্রতিষ্ঠানে তখন কাজ করতাম, সেই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক একটি স্টাফ মিটিং ডাকলেন। ডিজি স্যার খুব ভালো একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে সেটার উপরেই আলোচনা হচ্ছিল। সবাই স্যারের প্রশংসা করছিলেন। হঠাৎ করে একজন অফিসার বলে উঠলেন, "স্যার, আপনি এতো ভাল কাজ করেছেন যে মনে হয় আপনাকে মমি করে রাখি। আপনাকে আসলে আমাদের মমি করেই রাখা দরকার।চ

তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেও স্যার বিব্রতবোধ করলেন। কিন্তু কিছু বলতেও পারছিলেন না। কারণ এই অথর্ব ব্যক্তিকে উনি এলাকার কোটায় অফিসার পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

আমাদের চারপাশে এমন অনেকেই আছেন, যারা নেতা-নেত্রী, বা বসকে প্রশংসা করতে করতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। সংসদ অধিবেশনে দেওয়া বিএনপ্থির একজন সংসদ সদস্যের সাম্প্রতিক এক বক্তব্যে চারিদিকে বেশ অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার প্রয়াত ভাই আরাফাত রহমান কোকোকে শিশু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন।

কেন বা কোন মাপকাঠিতে শিশু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তার ছোট ভাইকে স্বীকৃতি দিতে হবে? মুক্তিযুদ্ধকালে ওনাদের বয়স ছিল যথাক্রমে ৩ ও ২ বছর। যেকোনো মানুষ বুঝতে পারছেন উনি কেন এই অবান্তর দাবি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপ্থির কাছে অনুরোধ এ ধরনের অতি উচ্ছ্বাস প্রসঙ্গে পদক্ষেপ নিন। নয়তো দলটি খামোখাই সমালোচনার মুখে পড়বে।

ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাননীয় সংসদ সদস্যের এই বক্তব্য নেতিবাচকভাবে ভাইরাল হয়েছে। অসংযত ভাষা, অতিমাত্রায় প্রশংসা অনেক সময় নিজের জাহাজই ডুবিয়ে দেয়। এর প্রমাণ আমরা অতীতে দেখেছি।

একজন সিনিয়র এমপি কিছুদিন আগে বলে বসলেন, শুধু ২০৩১ সাল নয়; ২০৩৭ এবং ২০৪২ সালেও তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকবেন ইনশাআল্লাহ্ - অবশ্য এমপ্থির এমন বক্তব্যের পর তাকে দল থেকেই সতর্ক করা হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে অবশ্যই এটা ছিল সময়োচিত ভালো উদ্যোগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্বাধীনতা দিবসে শ্রদ্ধা জানানোর পর বললেন, "জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে আজ বাংলাদেশ নামক দেশটা সৃষ্টি হতো না।চ নেতা/নেত্রীর প্রশংসা করার সময় বা তাদের অবদান নিয়ে কথা বলার সময় সাত-পাঁচ না ভেবেই অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু একজন ভিসি কি রাজনৈতিক নেতাদের মতো বক্তব্য দিতে পারেন? নাকি দেওয়া উচিত? মানুষ কীভাবে ওনার বক্তব্যকে গ্রহণ করছে- তা নিয়ে তিনি ভাবছেন না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মন্ত্রী মহোদয় ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিতর্কিত, অসংলগ্ন বা বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার ব্যাপারটা নতুন নয়। যখনই কোনো দল ক্ষমতায় বসে, তখনই তাদের কারো কারো মধ্যে, নিজেকে জাহির করার এমন তাগাদা সৃষ্টি হয় যে চট করে কিছু ওয়াদা বা মন্তব্য করে বসেন।

গণমাধ্যমে সেইসব বক্তব্য বা ওয়াদা ভাইরাল হয়, সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনা শুরু হয়। মানুষ হাসাহাসি করে এবং সরকার বিব্রতবোধ করে। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে। প্রায় প্রতিটি সরকারের পারিষদ দলে এরকম কয়েকজন থাকেন। *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

বিদ্বেষ' একটি 'সেল্ফ রিইনফোর্সিং চক্র': এ থেকে বের হতেই হবে

শাহানা হুদা রঞ্জনা

মনের মধ্যে বিদ্বেষ নিয়ে কি মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে? সহজ ও সোজা উত্তর হলো, না, পারে না। বিদ্বেষ এমন একটি রিপু, যা মানুষের মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি করে। এই নেতিবাচক আবেগ আমাদের চিন্তা জগতকে এত বেশি প্রভাবিত করে যাতে বাড়ে রাগ, উদ্বেগ, বিদ্বেষ এবং হতাশা। অন্যদের প্রতি ভালবাসা, বিশ্বাস কমে যায়, বেড়ে যায় ঘৃণা।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যারা দীর্ঘদিন ক্ষোভ বা ঘৃণা ধরে রাখেন, তারা নিজেরাই সেই অনুভূতির জালে বন্দি হয়ে যায়। যেমনটা হয়েছে আমাদের সমাজে, আমরা অনেকেই এখন বিদ্বেষ দিয়ে চালিত হচ্ছি।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, এত নেতিবাচকতার পরেও, বিদ্বেষকে লালন করে ও বিদ্বেষ প্রচার করে কিছু মানুষ কীভাবে ভালো আছে? এই গ্রুপটি বেশ ভালভাবেই সমাজে টিকে থাকে, শাসন ও শোষণ করে। তাহলে কি বিদ্বেষের ক্ষতি এদের স্পর্শ করে না?

অবশ্যই স্পর্শ করে, ঠিকই এদের মনোজগতের ক্ষতি করে। ভেতরের অশান্তি বাইরে প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেতরে জিইয়ে রাখে। এই দূষিত মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে থেকে যাওয়া এই বিদ্বেষকে ন্যায়বোধ বা প্রতিশোধ হিসেবে জাস্টিফাই করে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্বেষ প্রসঙ্গটি খুব আলোচনায় আসছে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ সহাবস্থান ও সম্প্রীতির দেশ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্বেষ, সহিংসতা, ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং সামাজিক বিভাজন বেড়েছে। সমাজে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীও বেড়েছে বহুগুণ। যে বিদ্বেষ ছিল মানুষের অন্তরে, বা হালকা মাত্রায় ছিল, তা অনেকটাই বেড়েছে এবং প্রকাশ্যে এসেছে।

গত ২ বছরে এরকম অসংখ্য ঘটনা আমরা ঘটতে দেখেছি। বিদ্বেষ, ঘৃণা কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, এটি বোঝার জন্য দেশের রাজনীতি, সমাজ, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবকে একসাথে দেখতে হবে।

এই বিদ্বেষ সবসময় সরাসরি ঘৃণা হিসেবে প্রকাশ পায় না। এই বিদ্বেষ প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি আঘাত-আক্রোশ, ধর্মীয় ও জাতিগত অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন, নারীর প্রতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিষ্ণুতার অভাব আগেও ছিল, ছিল নিয়ন্ত্রণমূলক মনোভাব, তবে এই মনোভাব ক্রমশ বাড়ছে। সহিংসতা ও দমন-পীড়ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে যাচ্ছে।

মারপিট, কুপিয়ে হত্যা, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, হত্যার পর মৃতদেহ কেটে ১০/২০ টুকরা করা, পশুহত্যা, কবর থেকে মরদেহ তুলে পেটানো ও পুড়িয়ে দেওয়া, এসিড দিয়ে মরদেহ বিকৃত করা, ধর্ষণ-গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাসহ আরো অনেকধরণের ক্রুর অপরাধ ঘটছেই। এছাড়া মব সন্ত্রাস, মাজার বা আশ্রম ভাঙা, বাউল হত্যা, নাচ-গানের অনুষ্ঠান বন্ধ করা, জুতার মালা পরানো, ঘর পুড়িয়ে দেয়া, নারীকে কটুক্তি, চড়-থাপ্পর দেওয়া ও চুল কেটে দেওয়ার মতো গর্হিত অপরাধ বেড়েই যাচ্ছে।

এখন মানুষ পরিচয়ের চাইতে বড় পরিচয় জাত, ধর্ম, বর্ণ, রাজনীতি ও লৈঙ্গিক পরিচয়। ফলে ভিন্ন মত, ভিন্ন বিশ্বাস বা ভিন্ন চেহারা মানেই শত্রু, তাকে পিটিয়ে মারতে হবে। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। শুধু মানুষ না, পশুপাখি, গাছপালা কারোর ছাড় নাই এই বিদ্বেষ ও উগ্রপন্থার হাত থেকে।

কোনো কোনো মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির আশায় গুজব ছড়ায়। কারণ অপতথ্য ও উসকানির মাধ্যমে বিদ্বেষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্টিয়ার পীরকে যে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হলো, সেতো ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে। বিদ্বেষ থেকেই এই গুজব ছড়িয়ে হত্যা করা। এর আগেও এ ধরনের ভয়ংকর ঘটনা ঘটানোর জন্য অসংখ্য গুজব ছড়ানো হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও হবে বলে আশঙ্কা করা যায়।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা সামাজিক মাধ্যম এখন বিদ্বেষ ছড়ানোর সবচেয়ে দ্রুত মাধ্যম। মানুষের মনে যতো ধরনের ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলোকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে। দেশে বসে তো বটেই, বিদেশ থেকেও হিংসা ছড়ানো হয়, অপকর্মে ইন্ধন দেওয়া হয়।

এমনকি কেউ কেউ ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও হেট স্পিচ দেন। *বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়*

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

AZEEM HAROON & REAL ENERGY PRODUCTION
PRESENTS
REAL ENERGY PRODUCTION
SIAM AHMED IN AND AS
RAKKHOSH
DIRECTED BY MEHEDI HASSAN HRIDOY
USA DISTRIBUTIONS:
Galaxy media
রাক্ষস
PRODUCED BY
AZEEM HAROON SHAHREEN AKTER SUMI
CINEMART CINEMAS
106-03 Metropolitan Ave, Forest Hills NY, 11375
GET YOUR TICKET NOW
04-17-26 FRI 3:20PM 6:20PM 9:20PM
04-18-26 SAT 12:20PM 3:20PM 6:20PM 9:20PM
04-19-26 SUN 11:30AM 2:30PM 5:30PM 8:30PM
04-20-26 MON 2:30PM 5:30PM 8:30PM
04-21-26 TUE 2:30PM 5:30PM 8:30PM
04-22-26 WED 2:30PM 5:30PM 8:30PM
04-23-26 THU 2:30PM 5:30PM 8:30PM
BRAND PARTNERS:
GOLDEN AGE HOME CARE
STAR FURNITURE
NYSANC
Empire Care Agency
KA ACCIDENT LAW FIRM
LAW OFFICES of KIM & ASSOCIATES, P.C.
MEDIA PARTNERS:
ঠিকানা
আজকাল
PRINTING PARTNER:

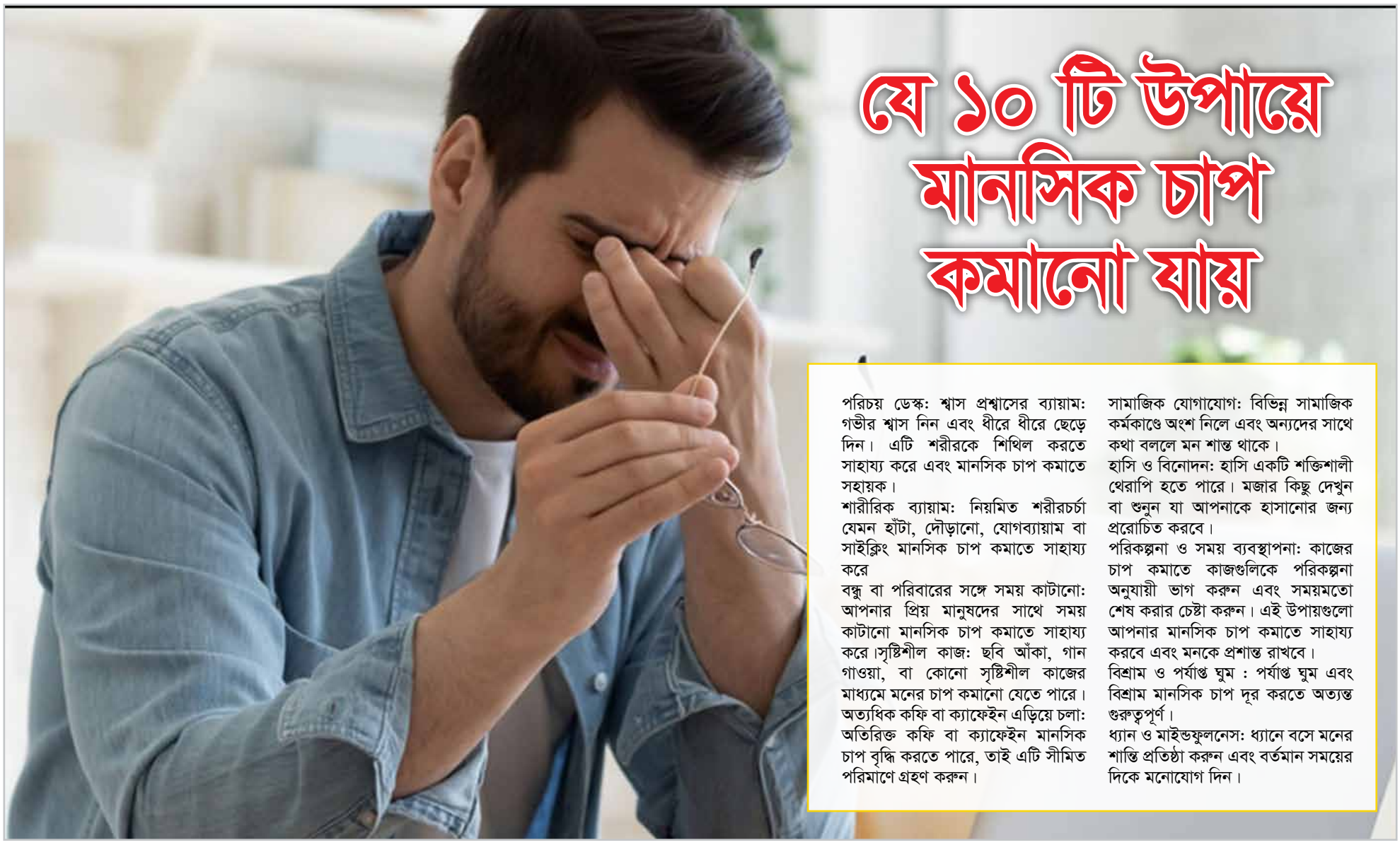

যে ১০ টি উপায়ে মানসিক চাপ কমানো যায়

পরিচয় ডেস্ক: শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম: গভীর শ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে ছেড়ে দিন। এটি শরীরকে শিথিল করতে সাহায্য করে এবং মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক।

শারীরিক ব্যায়াম: নিয়মিত শরীরচর্চা যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, যোগব্যায়াম বা সাইক্লিং মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে

বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো: আপনার প্রিয় মানুষদের সাথে সময় কাটানো মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।সৃষ্টিশীল কাজ: ছবি আঁকা, গান গাওয়া, বা কোনো সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে মনের চাপ কমানো যেতে পারে।

অত্যধিক কফি বা ক্যাফেইন এড়িয়ে চলা: অতিরিক্ত কফি বা ক্যাফেইন মানসিক চাপ বৃদ্ধি করতে পারে, তাই এটি সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন।

সামাজিক যোগাযোগ: বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিলে এবং অন্যদের সাথে কথা বললে মন শান্ত থাকে।

হাসি ও বিনোদন: হাসি একটি শক্তিশালী থেরাপি হতে পারে। মজার কিছু দেখুন বা শুনুন যা আপনাকে হাসানোর জন্য প্ররোচিত করবে।

পরিকল্পনা ও সময় ব্যবস্থাপনা: কাজের চাপ কমাতে কাজগুলিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাগ করুন এবং সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন। এই উপায়গুলো আপনার মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং মনকে প্রশান্ত রাখবে।

বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত ঘুম : পর্যাপ্ত ঘুম এবং বিশ্রাম মানসিক চাপ দূর করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধ্যান ও মাইন্ডফুলনেস: ধ্যানে বসে মনের শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন এবং বর্তমান সময়ের দিকে মনোযোগ দিন।

দুধ খাওয়া যাদের জন্য ক্ষতিকর

পরিচয় ডেস্ক: খাবারের মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয় ও সুস্বাদু খাবার হলো দুধ। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে দুধ খাওয়ার নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

দুধ খেলে যাদের ক্ষতি হতে পারে:

১. যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকে। অর্থাৎ, দুধে থাকা ল্যাকটোজ হজম করতে তাদের অসুবিধা হয়। ফলে এ্যাসিডিটি বা গ্যাসের সমস্যা দেখা দেয়। তাদের উচিত দুধ এবং দুধ জাতীয় খাবার পরিহার করে চলা।

২. যাদের এ্যালার্জির সমস্যা আছে। দুধ এবং দুধ জাতীয় খাবার খেলে যাদের শরীর ফুলে যায়, চুলকায় বা লাল হয়ে যায়। তাদের উচিত এ ধরনের খাবার কিছুদিন এড়িয়ে চলা। তারপর একটি সহনীয় পর্যায়ে, পরিমিত খাওয়ার চেষ্টা করা।

৩. আইবিএসের রোগীরা। আইবিএসের রোগীদের উচিত দুধ এবং দুধ জাতীয় খাবার পরিহার করে চলা।

৪. কিডনির সমস্যা এবং ডায়ালাইসিস করতে হয় এমন রোগীদের ক্ষেত্রে দুধ এবং দুধ জাতীয় খাবার পরিহার করে চলা। কিডনির রোগীদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি থাকে তা হলো, প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ করতে হয়। পানিও খেতে হয় পরিমিত পরিমাণ। তাই, মাছ বা মাংস থেকে প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতে হবে। আবার, দুধে যেহেতু প্রচুর পরিমাণ পানি থাকে, তাই দুধ খেলে পানি গ্রহণের সীমাও পার হয়ে যেতে পারে। সুতরাং, কিডনির রোগীদের দুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়া যে উপায়ে শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে

পরিচয় ডেস্ক: সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ককে পুনর্গঠিত করতে পারে এবং তার প্রভাব কীরূপ হতে পারে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হলো:

১। মনোযোগের হার কমে যাওয়া

সোশ্যাল মিডিয়ার ছোট আকারের কন্টেন্ট এবং ক্রমাগত বিজ্ঞপ্তি বিভ্রান্তির সংস্কৃতি তৈরি করে, যার ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা বা পড়ার মতো টেকসই মনোযোগের প্রয়োজন এমন কাজে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২। স্মৃতিশক্তি হ্রাস

সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুতগতি প্রকৃতির তথ্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত থাকার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করে। একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে মস্তিষ্কের জ্ঞান সংরক্ষণ এবং ধরে রাখার ক্ষমতা।

৩। ডোপামিন নিঃসরণ বৃদ্ধি

লাইক, মন্তব্য এবং বিজ্ঞপ্তি ডোপামিন নিঃসরণকে ট্রিগার করে। এটি আসক্তিকর আচরণকে উৎসাহিত করে, যার ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বাস্তব-জগতের কাজে মনোনিবেশ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

৪। তুলনা এবং আত্মসম্মানে ব্যাঘাত

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সফলতার পোস্ট শিক্ষার্থীদের তাদের সমবয়সীদের সাথে নিজেদের তুলনা করতে বাধ্য করে। এটি আত্মসম্মান হ্রাস করতে পারে এবং উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং অযোগ্যতার অনুভূতি তৈরি করতে পারে।

আপনার হার্ট কি সুস্থ নাকি অসুস্থ, শরীর নিজেই কি সংকেত দিচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক: পুরো শরীর সুস্থ রাখার জন্য হৃদপিণ্ডকে সুস্থ ও ফিট রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সারা শরীরে রক্ত পাম্প করে আমাদের হৃদপিণ্ড। এটি রক্ত সঞ্চালনতন্ত্রের মৌলিক অংশ। যে কারণে হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানোর পরামর্শ দেয় ডাক্তাররা। তবে, যদি আমরা গত কয়েক বছরে হৃদরোগ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুতর সমস্যার ঝুঁকি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে জীবনযাত্রা এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত সমস্যার কারণে হৃদরোগের ঘটনা বাড়ছে। যেহেতু ৩০ বছরের কম বয়সী লোকেরাও হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে, তাই শিশুদের মধ্যেও হৃদরোগের ঘটনা দেখা গিয়েছে। তাই সকল বয়সের মানুষেরই হার্টের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান থাকা উচিত।

কীভাবে বুঝবেন আপনার হার্ট সুস্থ আছে কি না?

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, আপনার হৃদরোগ ভালো আছে কি না, তার ইঙ্গিত দিয়ে দেয় শরীর নিজেই। যেহেতু সারা বিশ্বে হৃদরোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই শরীরের এই লক্ষণগুলি সম্পর্কে সকলের জানা গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকরা বলছেন যে কম বয়স থেকেই আপনার হার্ট সুস্থ রাখার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা করা আপনার ভবিষ্যতের জন্য ভালো হতে পারে। আমরা যত বড় হই, ততই এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হৃদস্পন্দনের দিকে মনোযোগ দিন: মানসিক চাপ, উদ্বেগ, নির্দিষ্ট ধরণের ওষুধ এবং আপনি কতটা শারীরিকভাবে পরিশ্রম করেন, সবই আপনার হৃদস্পন্দনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। যদি আপনার হৃদস্পন্দন ৬০-৮০ স্পন্দনের মধ্যে থাকে তবে এটি একটি ভালো লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এর অর্থ হল আপনার হৃদপিণ্ডের পেশীগুলি ভালো অবস্থায় আছে এবং স্থির স্পন্দন বজায় রাখার জন্য আর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে না।

ডায়াবেটিস রোগে করণীয়

পরিচয় ডেস্ক: সারা বিশ্বে রোজাদার ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। তবে তাদের রোজা রাখা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি আছে। যেমন-তাদের দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকা ঠিক কিনা, ইনসুলিন কীভাবে নেবেন বা গ্লুকোমিটার দিয়ে শর্করা মাপলে রোজা ভেঙে যাবে কিনা ইত্যাদি।

যাদের জন্য রোজা ঝুঁকিপূর্ণ ঃ চিকিৎসকরা কয়েক ধরনের ডায়াবেটিস রোগীর জন্য রোজা রাখা 'অতি ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচনা করে থাকেন। এরা হলেন-টাইপ ১ ডায়াবেটিস রোগী, ডায়াবেটিস গর্ভবতী ও দিনে তিন-চারবার ইনসুলিন গ্রহণকারী। এছাড়া যাদের সাম্প্রতিক সময়ে মারাত্মক হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করাস্বল্পতা) বা কোমা রক্তে শর্করা আধিক্যজনিত অজ্ঞাত হওয়া হয়েছে, যারা হাইপোগ্লাইসেমিয়া সম্পর্কে সচেতন নন, ডায়াবেটিসের সঙ্গে যাদের কিডনি, যকৃত, হৃদযন্ত্রের জটিলতা আছে বা ডায়ালাইসিস করেছেন, তারাও অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় আরও পড়ে ইনসুলিন ও সালফোনিলইউরিয়া ওষুধ ব্যবহারকারীরা। বাকিরা সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করলে রোজা রেখেও সুস্থ থাকতে পারেন।

খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামে পরিবর্তন- রমজান মাসে খাদ্যাভ্যাস ও খাবার সময়সূচিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। যেহেতু ডায়াবেটিক রোগীর সুনিয়ন্ত্রিত ও সঠিক সময়সূচির খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতে হয়, তাই তাদের এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বেলা লক্ষ্য করা দরকার-

ষ দৈনন্দিন ক্যালোরির পরিমাপ আগের মতোই থাকবে, কেবল সময়সূচি বা খাদ্য উপাদান পরিবর্তিত হতে পারে।

শেষরাতে সেহরি খাওয়া আবশ্যক ও তা গ্রহণ করতে হবে যথাসম্ভব দেরি করে। সেহরিতে জটিল শর্করাসহ সবধরনের উপাদান রাখতে হবে। কেননা, এই খাবারই দিনভর শক্তি জোগাবে। ইফতারে একসঙ্গে প্রচুর খাবার না খেয়ে ধাপে ধাপে খেতে হবে। মিষ্টিজাতীয় ও ভাজাপোড়া তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নিন। যেমন-কাঁচা বা সেদ্ধ ছোলার সঙ্গে শসা-টমাটোর স্যালাড, চিঁড়া-টক দই, ঘুগনি বা চটপটি, স্যুপ, ফল ইত্যাদি। শরবতের বদলে ডাবের পানি বা লেবুপানি। একটি কিংবা দুটি খেজুর খাওয়া যেতে পারে।

ইফতার ও সেহরির মধ্যে নৈশভোজে রুটি বা অল্প ভাত খাওয়া যেতে পারে। ভাত খাওয়া যেতে পারে।

রোজা রেখে দিনের বেলা বেশি ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম না করাই ভাল। সন্ধ্যার পর চাইলে হাঁটাহাঁটি করতে পারেন। তারাবির নামাজ নিয়মিত পড়লে অতিরিক্ত ব্যায়াম না করলেও চলবে।

সতর্ক থাকুন-

ডায়াবেটিস রোগীর এ সময় চার ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। রক্তে হঠাৎ শর্করাস্বল্পতা বা হাইপোগ্লাইসেমিয়া, রক্তে শর্করা আধিক্য বা হাইপারগ্লাইসেমিয়া, কিটোনিউরিয়া বা প্রস্রাবের সঙ্গে কিটোন নির্গত হওয়া এবং পানিশূন্যতা। ঝুঁকিগুলো এড়াতে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে-

রোজা রেখে দিনের বেলা গ্লুকোমিটার দিয়ে রক্তে শর্করা পরিমাপ করুন। আলেমরা মত দিয়েছেন, গ্লুকোমিটার দিয়ে শর্করা মাপলে রোজা ভাঙে না।

ব্ল্যাক কফি পান করলে যে উপকার পেতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক: কফি একটি জনপ্রিয় প্রাক-ওয়ার্কআউট পানীয় কারণ এর ক্যাফেইনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যা শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ফিটনেস লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। এটি পেশী শক্তি, সহনশীলতা এবং মানসিক মনোযোগ উন্নত করতে পারে, যা ওয়ার্কআউটগুলিকে আরও দক্ষ এবং পরিচালনাযোগ্য করে তোলে।

কখনও কখনও ওয়ার্কআউটের আগে আপনার অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়। যদিও ওয়ার্কআউট-পূর্ব পানীয়ের জন্য অনেক বিকল্প রয়েছে, কফি সবচেয়ে জনপ্রিয়। কফি একটি ক্যাফেইন সমৃদ্ধ এবং কম দামের পানীয় যা আপনাকে ওয়ার্কআউটের সময় আরও ভাল পারফর্ম করতে সাহায্য করতে পারে। তবে, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এটি আপনার জন্য উপযুক্ত কিনা এবং ওয়ার্কআউটের আগে কফি পান করার কোনও অসুবিধা আছে কিনা। আপনি যদি আপনার ব্যায়াম শুরু করার জন্য প্রাকৃতিক শক্তি বৃদ্ধির সন্ধান করছেন, তাহলে কালো কফি সঠিক সমাধান হতে পারে। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ফিটনেস লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করার সম্ভাবনার জন্য এই সাধারণ পানীয়টি প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু প্রাক-ওয়ার্কআউট হিসাবে কফি কতটা কার্যকর? আসুন দেখি কেন কালো কফি একটি দুর্দান্ত প্রাক-ওয়ার্কআউট পানীয়।

প্রি-ওয়ার্কআউট কফির উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: কফি বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয়গুলির মধ্যে একটি। এতে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া ক্যাফেইন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং খনিজ রয়েছে। তাছাড়া, এটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের জন্য সুস্বাদু এবং সস্তা। যদিও ভালো ওয়ার্কআউটের জন্য ক্যাফিনের প্রয়োজন হয় না, তবুও অনেকেই ব্যায়ামের আগে এটি পান করেন যাতে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাদের কর্মক্ষমতার লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে।

এশিয়ান হাসপাতালের ইন্টারনাল মেডিসিনের সহযোগী পরিচালক এবং প্রধান ডা. সুনীল রানার মতে, "শক্তি এবং কার্ডিও উভয় ক্ষেত্রেই ক্যাফিন একটি কার্যকর এর্গোজেনিক অ্যাসিড (বা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকারী) হিসেবে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে।

সহজেই হালিম

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই ‘ডালগোস্ত’ কিংবা খিচুড়ির সঙ্গে হালিমের মিল খুঁজে পান। তবে হালিমের সঙ্গে সেই সব পদের বিস্তর ফারাক রয়েছে। রমজান মাস আর হালিম যেন সমার্থক। রোজা অর্থাৎ উপোস ভেঙে, নমাজ পড়ে ইফতার শুরু হয়। নানা ধরনের খাবার, পানীয় তো থাকেই। তার সঙ্গে থাকে হালিমও।

উপকরণ: ৫০০ গ্রাম পাঁঠার মাংস (হাড় ছাড়া), আধ কাপ ছোলার ডাল, আধ কাপ মুগ ডাল, আধ কাপ মুসুর ডাল, আধ কাপ বিউলির ডাল, আধ কাপ গম (পরিবর্তে ডালিয়া), আধ কাপ গোবিন্দভোগ চাল , ২ টেবিল চামচ জিরেগুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ ধনেগুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ হলুদগুঁড়ো, আধ চা-চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ২ কাপ সাদা তেল, ১ কাপ ঘি, ৫০০ গ্রাম পেঁয়াজ , ১০০ গ্রাম পুদিনা পাতা, ১০০ গ্রাম আদা, ২০০ গ্রাম রসুন, স্বাদমতো নুন

হালিমের মশলা বানাবেন কী ভাবে? : শুকনো খোলায় ১টি তেজপাতা, ১টি জয়িত্রী, অর্ধেক জায়ফল, ১টি শুকনো লঙ্কা, ১ চা-চামচ ধনে, ১ চা-চামচ জিরে, ৩-৪টি দারচিনির টুকরো, ৫টি লবঙ্গ, ১টি বড় এলাচ, ৫টি ছোট এলাচ, ১টি তারামৌরি- ভাল করে নাড়াচাড়া করে মিক্সিতে গুঁড়িয়ে নিন। ব্যস, হালিমের মশলা তৈরি।

প্রণালী: প্রথমে সব রকম ডাল, দালিয়া ও চাল শুকনো খোলায় হালকা করে নাড়াচাড়া করে নিন।

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে সমস্তটা মিক্সিতে দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলুন। তবে একেবারে মিহি গুঁড়ো করার প্রয়োজন নেই।

এ বার চাল-ডাল-দালিয়ার গুঁড়ো ঈষদুষ্ণ জলে ভিজিয়ে রাখুন ঘণ্টা দুয়েক।

মাংসটা ভাল করে ধুয়ে নিন। তার পর মাংসে আদাবাটা, রসুনবাটা, একটু নুন, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, গরমমশলা গুঁড়ো ও সামান্য হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে রেখে দিন ঘণ্টাখানেক।

এ বার আসল রান্না শুরু করার পালা। হালিম রাঁধতে হলে বড় হাঁড়ি থাকা চাই। কড়াই বা অন্য পাত্রে হালিম রেঁধে মজা নেই।

বড় হাঁড়িতে তেল এবং ঘি গরম করুন। তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিন। ভাল করে ভেজে নিয়ে আদাবাটা, রসুনবাটা দিয়ে কষিয়ে নিন।

সব ধরনের গুঁড়ো মশলা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এ বার মাংসটা দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে, হাঁড়ির মুখ ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হতে দিন।

মিনিট দশেক পরে ভিজিয়ে রাখা চাল-ডাল-দালিয়ার মিশ্রণ ঢালুন। ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। গ্যাসের আঁচ একেবারে কমিয়ে রাখবেন। কিছু ক্ষণ রান্না করার পরে হালিমের মশলাটা দিয়ে দিন।

অন্য একটি কড়াইয়ে সামান্য তেল নিন। গরম হলে তার মধ্যে দিয়ে দিন রসুন কুচি। ভাল করে ভেজে সেদ্ধ হওয়া ডালের উপর থেকে তা ছড়িয়ে দিন। হালকা আঁচে আস্তে আস্তে ফোটান আধ ঘণ্টা ধরে।

উপর থেকে ভেজে রাখা পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা কুচি, পাতিলেবুর রস, ধনেপাতা এবং পুদিনাপাতা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চট্টগ্রামের পদ ‘লেবুর কাজি’

পরিচয় ডেস্ক: রোজ এক খাবার খেতে ভাল লাগে না। তা সে বাড়িতেই হোক বা বাড়ির বাইরে। শীত জুড়ে পালা-পার্বণ চলেছে। একের পর এক বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়ে পেটের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। অগত্যা আলুসেদ্ধ-ভাত খেয়েই পেট ভরাতে হচ্ছে। তবে সাধারণ খাবার মুখরোচক করে তুলতে চটজলদি বানিয়ে ফেলতে পারেন চট্টগ্রামের বিশেষ একটি পদ লেবুর কাজি। ডাল, ঝোল বাদ দিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে জমে যাবে বিশেষ এই পদ।

উপকরণ: ৩টি গন্ধরাজ লেবু, কয়েক কোয়া রসুন, ২টি শুকনো লঙ্কা, ১টি কাঁচালঙ্কা, স্বাদমতো নুন, ৪ কাপ জল, ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল, ১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি

প্রণালী: প্রথমে গন্ধরাজ লেবু কেটে নিন। একটি লেবু গোল গোল করে কেটে রাখুন। আর একটি কেটে তার থেকে রস বার করে নিন।এ বার কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম হতে দিন। তার মধ্যে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন।

একটু নাড়াচাড়া করে থেঁতো করা রসুনগুলো দিয়ে দিন। রসুন একটু ভাজা হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে রাখুন।

অন্য একটি পাত্রে নুন, তেল-সহ ভাজা শুকনো লঙ্কা, কাঁচালঙ্কা, ভাজা রসুন ভাল করে চটকে নিন।

এ বার গন্ধরাজ লেবুর রস, চার কাপ জল মিশিয়ে নিন। গোল গোল করে কেটে রাখা লেবুগুলো জলের মধ্যে ভাসিয়ে দিন এই সময়ে। গরম ভাত, আলুর চোখার সঙ্গে লেবুর কাজি থাকলে খাওয়া নিয়ে চিন্তা থাকবে না।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

আচারি কুমড়া

পরিচয় ডেস্ক: মিষ্টি কুমড়া ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে খেতে দারুণ লাগে। শুধু খেতেই দারুণ না, এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, আয়রনসহ নানা পুষ্টিগুণ। সাধারণত কুমড়ার ভাজি, ভর্তা বা ঝোল তো সবাই খেয়েছেন, কিন্তু কখনো কি আচারি কুমড়া ট্রাই করেছেন? এই সুস্বাদু পদটি খুব সহজেই অল্প উপকরণে তৈরি করা যায়। বাজারে মিষ্টি কুমড়া প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায়, আর দামও বেশ সাশ্রয়ী। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হলো, এতে বাটা মসলা ব্যবহার করতে হয় না, ফলে রান্নার সময়ও কম লাগে।

উপকরণ: ৪০০ গ্রাম কুমড়া (খোসা সহ ডুমো করে কাটা), ২টি মাঝারি মাপের আলু (কুমড়ার সাইজে ডুমো করে কাটা), ১টি মাঝারি মাপের টমেটো কুচি, ২-৩টি কাঁচা মরিচ চেরা, ৫ টেবিল চামচ সরিষার তেল, ১.৫ চা চামচ পাঁচফোড়ন, ২ টি শুকনা মরিচ, ১/৪ চা চামচ হিং, ১/২ চা চামচ হলুদ গুঁড়া, ১/২ চা চামচ মরিচ গুঁড়া, ১ চা চামচ আমচুর, ১/২ চা চামচ চিনি, ২ কাপ পানি, লবণ (স্বাদমতো)

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমে একটি পাত্রে ১ চা চামচ পাঁচফোড়ন দিয়ে মাঝারি আঁচে ভেজে সুগন্ধ বের হওয়ার পর তুলে গুঁড়া করে রাখুন।

এবার একই পাত্রে ৪ টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে শুকনা মরিচ, ১/২ চা চামচ আস্ত পাঁচফোড়ন এবং হিং ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করুন।

এরপর কেটে রাখা আলু দিয়ে ১-২ মিনিট ভাজুন, তারপর কুমড়া দিয়ে দিন।

কিছুক্ষণ তেলে নাড়াচাড়া করে ভেজে নেওয়ার পর টমেটো কুচি এবং কাঁচা মরিচ দিন। এক মিনিট রান্না হলে লবণ দিন।

টমেটো নরম হয়ে এলে হলুদ, মরিচের গুড়া এবং চিনি দিন। চিনি স্বাদের ভারসাম্য বজায় রাখবে।

আমচুর দিন এবং ২ কাপ পানি দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে ৭-৮ মিনিট সেদ্ধ হতে দিন। মাঝেমধ্যে নাড়তে থাকুন।

আলু সেদ্ধ হয়ে গেলে গুঁড়ানো পাঁচফোড়ন এবং কাঁচা সরিষার তেল ছড়িয়ে দিন। গরম ভাত বা রুটি-পরোটা, বা লুচির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

মুলোর ঘণ্ট

পরিচয় ডেস্ক: মাছের মুড়োর বদলে মুলো দিয়ে ঘণ্ট বানাতে হবে শুনে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। হাতের কাছে সব উপকরণ থাকলে রাঁধতে বেশি সময়ও লাগে না।

উপকরণ: ৫০০ গ্রাম মুলো, ১ কাপ কড়াইশুঁটি, ১টি টম্যাটো, আধ কাপ নারকেল কোরা, ৪ টেবিল চামচ সর্ষের তেল, স্বাদ অনুযায়ী নুন, স্বাদ অনুযায়ী চিনি, ১টি তেজপাতা, ১টি লবঙ্গ, ১টি ছোট এলাচ , ১টি শুকনো লঙ্কা, এক টুকরো দারচিনি, আধ চা চামচ গোটা জিরে, আধ চা চামচ জিরেগুঁড়ো, আধ চা চামচ হলুদগুঁড়ো, আধ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, আধ চা চামচ আদাবাটা, ২-৩টি কাঁচালঙ্কা,আধ চা চামচ গরমমশলা, ১ টেবিল চামচ ঘি

প্রণালী: প্রথমে মুলোর খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে পানিতে ধুয়ে নিন। একেবারে নীচের দিকের সরু অংশটি কেটে বাদ দিয়ে দিন। একেবারে মিহি করে মুলো কেটে, সামান্য নুন মাখিয়ে রাখুন।

অন্য দিকে লম্বা লম্বা করে আলু, টম্যাটো কেটে নিন। কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে রাখুন।

এ বার কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে তার মধ্যে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, লবঙ্গ, দারচিনি, ছোট এলাচ ফোড়ন দিন। একটু ভাজা হয়ে এলে তার মধ্যে দিয়ে দিন গোটা জিরে।

কেটে রাখা আলুর টুকরো ভেজে নিন। কোরানো নারকেল দিয়ে দিন এই সময়ে। একটু ভাজা হলে একই সঙ্গে দিয়ে দিন কেটে রাখা টম্যাটো। তার পর একে একে জিরে, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, আদা বাটা দিয়ে দিন।

সমস্তটা নাড়াচাড়া করে নিয়ে একেবারে শেষে কড়াইশুঁটি এবং কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিন।

মুলোয় নুন মাখিয়ে রেখে দিলে নিজে থেকেই পানি বেরোতে শুরু করে। সেই পানি নিঙড়ে বার করে নিন। তার পর কড়াইয়ে মুলো দিয়ে নাড়তে থাকুন। এই রান্নায় কোন পানি দেওয়া যাবে না। সুতরাং কড়াই ঢাকা দিয়ে মুলো সেদ্ধ হতে দিতে হবে। মাঝেমধ্যে ঢাকা সরিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। মাখো-মাখো হয়ে এলে চিনি, সামান্য নুন দিয়ে নিন।

কড়াইয়ের তলায় মশলা ধরে যায়, সে ক্ষেত্রে সামান্য পানির ছিটে দেওয়া যেতে পারে।নামানোর আগে সামান্য ঘি এবং গরমমশলা ছড়িয়ে দিন। চাইলে ধনেপাতা কুচিও দিতে পারেন

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

MARCH SAT PREP

Enroll Now & Get Up To

$400 OFF

ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!

Sale ends Sunday January 25th, 2026

Grade 10 & 11 Students

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ইরানের হরমুজ প্রণালি খুলে দেয়ার

৫ পৃষ্ঠার পর

আব্বাস আরাগচি। ইউবিএস-এর বিশ্লেষক জিওভানি স্তাউনাভো বলেন, ওইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে, যুদ্ধবিরতি চলাকালীন উত্তেজনা কম থাকবে। এখন হরমুজ প্রণালী পার হওয়া তেলের ট্যাংকারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে কি না, সেটাই আমাদের দেখতে হবে

আলোচনায় অগ্রগতি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) অ্যাক্সিওস-এর এক প্রতিবেদকের দেওয়া তথ্যমতে, যুদ্ধ শেষ করতে তিন পৃষ্ঠার একটি সমঝোতা স্মারক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের আলোচনা বেশ এগিয়েছে।

সপ্তাহান্তে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য নতুন আলোচনা এবং লেবানন ও ইসরায়েলের মধ্যে ১০ দিনের যুদ্ধবিরতির কারণে লেনদেনের শুরুতে তেলের দাম আগে থেকেই কমছিল। কারণ এসব ঘটনার জেরে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসার আশা তৈরি হয়েছিল। আলোচনার একটি প্রধান বাধা প্রসঙ্গে ট্রাম্প জানান, আগামী ২০ বছরের বেশি সময় ধরে পারমাণবিক অস্ত্র না রাখার প্রস্তাব দিয়েছে তেহরান। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন,ওকী হয়, তা আমরা দেখতে পাব। তবে আমার মনে হয়, আমরা ইরানের সঙ্গে চুক্তি করার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি

আমেরিকা অঞ্চলের সবজি

৫ পৃষ্ঠার পর

অবস্থায় খাওয়া যায় এবং আধুনিক খাদ্যাভ্যাসে সালাদ, পিৎজ্জা, সাসলিকসহ বিভিন্ন ফাস্টফুড আইটেমে ক্যাপসিকাম একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলে শহরাঞ্চলসহ সর্বত্র এর স্থায়ী বাজার চাহিদা তৈরি হয়েছে,চ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন কৃষি বিভাগের টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি কাম হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালক তালহা জুবাইর মাসরুর ।

যদিও বাংলাদেশে ঠিক কখন এর চাষাবাদ শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়া কঠিন। কৃষি বিভাগ বলছে, ২০১৪-১৫ সালের দিকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ক্যাপসিকাম বাজারে আসতে শুরু করে। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবেই এর উৎপাদন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে ক্যাপসিকামের উৎপাদন তিন গুনেরও বেশি বেড়েছে এবং দেশের মোট উৎপাদনের ৫৫ শতাংশই ক্যাপসিকাম আবাদ হয় ভোলা জেলায়।

ওই জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. খায়রুল ইসলাম মল্লিক বলছেন, জেলার দুটি উপজেলায় ১৮০ হেক্টরের মতো জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ হচ্ছে।

রঙিন সবজি কিন্তু গুন কি আলাদা

ক্যাপসিকাম প্রধানত উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলের কৃষিপণ্য হিসেবে পরিচিত এবং ঝাল ও মিষ্টি উভয় ধরনের ক্যাপসিকামই বিশ্বজুড়ে চাষাবাদ হচ্ছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে, ক্যাপসিকামে ভিটামিন এ, সি এবং কোলাজেন থাকে। এসব উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং ত্বক ও অস্থি সন্ধি ভালো রাখতে সাহায্য করে।

এছাড়া এতে ক্যাপসিসিন নামক এক ধরনের উপাদান থাকে, যা শরীরে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কৃষিবিদ তালহা জুবাইর মাসরুর বলছেন, লাল, হলুদ, সবুজ, কমলা ও বেগুনি বিভিন্ন রঙের এই সবজি কেবল দৃষ্টিনন্দনই নয়, বরং পুষ্টিগুণেও সমৃদ্ধ।

“বিশেষ করে হলুদ, কমলা ও লাল ক্যাপসিকামের বাজারে চাহিদা তুলনামূলক বেশি এবং বছর জুড়েই এর ভালো বাজার মূল্য পাওয়া যায়। রঙিন ক্যাপসিকাম ভিটামিনওসিও এ এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যা মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে,চ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

বাজারে ক্যাপসিকাম বিভিন্ন রংয়ের দেখা গেলেও ফসলটি গাছে আসতে শুরু করে সবুজ রং নিয়েই। চারা লাগানোর দু মাস পরই গাছে ফল আসতে শুরু করে তবে সবুজ রং থেকে অন্য রং আসতে তিন মাসের মতো সময় লাগে বলে জানিয়েছেন যশোরের ক্যাপসিকাম চাষি মানিক রাজা।

এরপর একই গাছ থেকে অন্তত নয় মাস পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

বীজ, চাষ ও বাজার সম্ভাবনা

বাংলাদেশের ভোলা, সিলেট, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম ও যশোর অঞ্চলের কিছু জেলা ও উপজেলায় ক্যাপসিকামের চাষ হচ্ছে। চলতি বছর কুমিল্লাসহ আরও কয়েকটি জায়গায় প্রথমবারের মতো ক্যাপসিকাম চাষের তথ্য পাওয়া গেছে।

অনেকে আবার শখ করে টবেও ক্যাপসিকাম উৎপাদনের চেষ্টা করছেন এবং এই প্রবণতাও সাম্প্রতিক সময়ে বেশ বেড়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে, “অতি সহজেই টবে চাষ করা যায় বলে দেশের জনসাধারণকে এই মিষ্টি মরিচ খাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারেচ।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ক্যাপসিকাম উৎপাদন হয়েছে ৪৭৫ টনের মতো। অথচ ২০২১-২২ অর্থবছরে উৎপাদন ছিল দেড়শ টনের কাছাকাছি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর থেকে ক্যাপসিকাম চাষ ও উদ্যোক্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়া কৃষক মানিক রাজা যশোরের শার্শা ও ঝিকরগাছায় ক্যাপসিকাম চাষ করছেন।

তিনি বলছেন, কয়েক বছর আগে শুরুতে ৬/৭ বিঘা জমিতে ক্যাপসিকাম চাষের জন্য তাদের খরচ হয়েছিল প্রায় ২৪ লাখ টাকা।

“একবার পলি হাউজ বা নেটহাউজ হয়ে গেলে পরের বছর আর বেশি খরচ হয় না। আর প্রথম বছর প্রায় ৩৫ লাখ টাকার বিক্রি করেছিলাম। তারপর প্রতি বছর গড়ে ৫০ লাখের মতো আসছে,চ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

তিনি চলতি বছর প্রায় ১৪ বিঘা জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করেছেন যার মধ্যে হলুদ ক্যাপসিকামই বেশি।

“বাজারে হলুদ ও লাল ক্যাপসিকামের চাহিদা বেশি, মাঠ থেকেই ১৫০ থেকে ২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সরকার থেকে পলিহাউজ সহ আধুনিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হচ্ছে,চ বলছিলেন মি. রাজা।

ক্যাপসিকামের জমিতে ক্যাপসিকাম চাষের গ্যাপ থাকার সময়ে তিনি ধান বুনে নির্দিষ্ট সময় পর চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন, যা পরে ওই জমিতে জৈবসারের কাজ করে। এছাড়া একই জমিতে টমেটো, ব্রোকলি, রঙিন বাঁধাকপি ও শসার চাষ করে থাকেন।

কৃষি কর্মকর্তা ও কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, একটি পরিপক্ব ক্যাপসিকামের ওজন প্রায় আড়াইশো গ্রাম হয়ে থাকে। আবার বাংলাদেশে এটি চাষের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করাটাও খুব কঠিন কিছু নয়; পাশাপাশি উৎপাদন ও দাম বেশি বলে এর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের।

প্রতি বছর চাষের পরিমাণ বাড়ছে বলে বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী এর বীজ আমদানি শুরু করেছে। কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটও তিন ধরনের বীজ উদ্ভাবন করেছে, যা সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএডিসির মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে।

তবে এই ফসলটি মূলত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যেমন পলিনেট বা গ্রিনহাউজে চাষ করা হয়, যেখানে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও আলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নত মানের উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব।

তালহা জুবাইর মাসরুর বলছেন, রঙিন ক্যাপসিকাম বাংলাদেশের জন্য একটি উচ্চমূল্যের এবং সম্ভাবনাময় ফসল। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যাপসিকাম চাষ করলে স্বল্প পরিসরের জমিতেও উচ্চ আয় করা সম্ভব।

“বর্তমানে দেশে এর চাহিদা দ্রুত বাড়লেও উৎপাদন এখনো সীমিত, ফলে বাজারে একটি বড় ঘাটতি বিদ্যমান এবং আমদানির ওপর নির্ভরতা রয়েছে। এই বাস্তবতা আমাদের জন্য একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে,চ বলছিলেন তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে, নদীর পলি পড়া, সবুজ সারের ব্যবহার এবং নিয়মিত সার ব্যবহারের ফলে প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০-৩৫ টন পর্যন্ত ফলন হতে পারে।

“ক্যাপসিকাম চাষ করে কৃষকেরা প্রতি হেক্টরে সাধারণত ১৪-১৮ লাখ টাকা আয় করেন। তবে ক্যাপসিকাম চাষ বেশ ব্যয় ও কষ্টসাধ্য। এ ফসল আবাদকারী কৃষকেরা সাধারণত মৌসুমজুড়ে মাঠেই পড়ে থাকেন,চ অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
BANGLADESH SOCIETY, INC

সদস্য সংগ্রহ অভিযান

জ্যাকসন হাইটস	১৮ এপ্রিল, শনিবার ২০২৬
নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে	বিকেল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৯টা পর্যন্ত
ওজন পার্ক	২০ এপ্রিল, সোমবার ২০২৬
মতিন রেস্টুরেন্টের সামনে	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত
ব্রুকলিন	২৫ এপ্রিল, শনিবার ২০২৬
রাধুনী রেস্টুরেন্টের সামনে	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত
জ্যামাইকা	২৬ এপ্রিল, রোববার ২০২৬
স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের সামনে	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত
ব্রঙ্কস	২৭ এপ্রিল, সোমবার ২০২৬
গোল্ডেন প্লেসের সামনে	বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সদস্য নবায়ন অথবা নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

আমন্ত্রণে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, আবুল কালাম ভূইয়া *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, ডিউক খান *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, অনিক রাজ *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, রিজু মোহাম্মদ *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, জামিল আনসারী *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, মো: আখতার বাবুল *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আশ্রাব আলী খাঁন লিটন *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, মোহাম্মদ হাসান (জিলানী) *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, *কার্যকরী সদস্য:* হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাসান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

www.bangladeshsocietyinc.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

ইরান যুদ্ধ: মহাশক্তির খেলায়

১৪ পৃষ্ঠার পর

যাওয়া গত দুই দশকে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করে রাশিয়া ও চীন মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সেই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়েছে, যেখানে ইরাক ও আফগানিস্তানে ব্যয়বহুল যুদ্ধের পর ওয়াশিংটন অঞ্চলটি থেকে মনোযোগ সরাতে চেয়েছিল।

কিন্তু ট্রাম্পের ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত-তার প্রশাসনের ২০২৫ সালের নভেম্বরের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ওই কৌশলে পশ্চিম গোলার্ধ ও ইন্দো-প্যাসিফিককে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব "ক্রমশ কমবেচ বলেও উল্লেখ করা হয়।

ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে তেহরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে-এবং তা করার আগে অন্য মিত্রদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই-ট্রাম্প তাদের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক উদ্বেগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখিয়েছেন। ফলে ইতিমধ্যেই বিভক্ত ন্যাটো সামরিক জোটে আরও অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের লক্ষণ দেখাচ্ছে।

চীন ও রাশিয়ার জন্য এটি সুফল হয়েই দেখা দিচ্ছে, কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মধ্যে যেকোনো বিভেদকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে আসছে।

আবারও রুঢ় বাস্তব হলো, ইরান যুদ্ধ এমন এক সময়ে শুরু হয়েছে যখন পশ্চিম গোলার্ধে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি ভালোই এগোচ্ছিল। আন্তর্জাতিক আইন বা বৈধতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, ভেনেজুয়েলায় নিকোলাস মাদুরোকে সরিয়ে একটি অনুগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল ওয়াশিংটন।

৩. অর্থনৈতিক প্রভাবের অসম ভারসাম্য

বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল রপ্তানির পথ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়া-ইরানের এই পদক্ষেপ যেমন পূর্বানুমেয় ছিল, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ছিল ধ্বংসাত্মক।

কিন্তু রাশিয়ার জন্য এর অর্থ ছিল তেলের উচ্চমূল্য, যা তাদের যুদ্ধ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কিছুটা শিথিলতা-যা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক চাপে থাকার পর মস্কোর জন্য অনেকটা স্বস্তি হয়েই এসেছে।

দীর্ঘমেয়াদি অবরোধ ও ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোর ক্ষতি চীনের অর্থনীতি ও জ্বালানি নিরাপত্তাকে অবশ্যই আঘাত করছে, তবে শি জিনপিং আপাতত এই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত বলেই মনে হয়।

দেশীয় তেল মজুত বৃদ্ধি এবং সৌরশক্তি, বৈদ্যুতিক ব্যাটারি ও কয়লার মতো বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়িয়ে চীন বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি প্রস্তুত আছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেইজিং অভ্যন্তরীণ ভোগ চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন ভিত্তি তৈরি করেছে, যা ইরান যুদ্ধজনিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দিতে তাদের সহায়তা করেছে এবং অর্থনীতিকে নিজস্ব পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

এই বাস্তবতায়, হরমুজ প্রণালির ঘটনাপ্রবাহের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি নিয়ন্ত্রণ হারাবে, ততই মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব কমবে-যেহেতু ইরান তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করছে।

৪. বৈশ্বিক নেতৃত্বের অবক্ষয়

আলোচনা পরিত্যাগ করে যুদ্ধে যাওয়ার ট্রাম্পের আগ্রহ এবং ইরান সংঘাতে তার পরস্পরবিরোধী বক্তব্য-যুক্তরাষ্ট্রকে একটি নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখার ধারণাকে দুর্বল করেছে।

এর ফলে চীনের জন্য একটি বড় সফট পাওয়ার হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় প্রস্তাবিত ১৪ দিনের যুদ্ধবিরতি গ্রহণে ইরানকে রাজি করাতে বেইজিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এভাবে ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের বৈশ্বিক মধ্যস্থতাকারীর অবস্থান ক্ষয় করছে চীন।

এর আগে ইরান-সৌদি সম্পর্ক পুনঃস্থাপনেও সফলভাবে মধ্যস্থতা করেছে বেইজিং, এবং রাশিয়া-ইউক্রেন ও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতেও একই ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

সার্বিকভাবে, ইরান যুদ্ধ বেইজিংয়ের সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন উদার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা শেষ হয়ে এসেছে বলে ধরা হয়। যুদ্ধ চলতে থাকলে চীন কিছুটা লাভবান হলেও, যুদ্ধবিরতিতে বেইজিংয়ের মধ্যস্থতা করার সিদ্ধান্ত দেখায়-চীন ক্রমশ সেই বৈশ্বিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে শুরু করেছে, যা একসময় যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া ছিল।

ইরান যুদ্ধ এবং ট্রাম্প ও ন্যাটো মিত্রদের মধ্যে এই ইস্যুতে বিরোধ-বিশ্বের দৃষ্টি ও যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ার জন্য এটা কম কোনো পাওয়া নয়।

কেন আমরা স্বীয় জিহ্বা শাসনে

১৬ পৃষ্ঠার পর

পরে হয়তো সেইসব বিতর্কিত ও হাস্যকর উক্তির ব্যাখ্যা দেওয়া হয় বা কখনও দুঃখপ্রকাশ করা হয়। কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কথা আর ফেরানো যায় না। আমাদের গুরুজনরা প্রায়ই বলতেন স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখিবে। বলা হতো বাড়িতে অতিথি এলে তাদের সামনে চটপট করে খেতে শুরু করবে না এবং কারো সামনে মুখ ফসকে উল্টাপাল্টা কথাও বলবে না।

কিন্তু আমাদের রাজনীতির জগতে কোনো কোনো মন্ত্রী মহোদয়, বড় রাজনীতিবিদ ও পদস্থ কর্মকর্তাদের কেউ কেউ কেন স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখতে পারেন না? এই উল্টাপাল্টা কথা বলার সংস্কৃতি কেন তৈরি হয়? তৈরি হয় মূলত তেল দেওয়ার জন্য, নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য বা অজ্ঞানতা থেকে। উল্টাপাল্টা বক্তব্য বলতে বোঝানো হচ্ছে, বাস্তব তথ্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা। যা ঘটেনি, ঘটবেও না, সেরকম দাবি। যেমন-সাবেক প্রধান উপদেষ্টা নির্দ্বিধায় বলেছেন,উন্নত বিশ্ব জনশক্তি নিতে বাংলাদেশে আসবে, বাংলাদেশ কোথাও যাবে না। আমরা জানি ওনার এই কথাটা কতটা অর্থহীন ছিল।

এর আগে আমরা শুনেছিলুকিং ফর শত্রুজ্ঞ,আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে,অভিবাসী শ্রমিকরা সমুদ্রে ডুবে যায়নি, তারা চলে গেছে, হরতালকারী ও মৌলবাদীরা ভবনের স্তম্ভ ধরে টানাটানি করায় ভবন ধসে পড়তে পারে,ঈদে বাড়ি গেলে ঘরে তালা লাগিয়ে যাবে,পুলিশ জোরে দৌড়াতে পারে না বলে অপরাধী ধরতে পারে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

নতুন সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর আমরা খুব করে প্রত্যাশা করছি পূর্বের মতো অবান্তর ও হাস্যকর মন্তব্য আর শুনতে হবে না। কিন্তু ইতোমধ্যেই কারো কারো অতিরঞ্জিত বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে এবং সমালোচিতও হচ্ছে।

প্রায় দুই যুগ পরে দেশে হামের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় গত ২৩ দিনে (১৫ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল) নিশ্চিত হাম সংক্রমণে ২১ জন এবং সন্দেহভাজন হামে ১২৮ জনসহ মোট ১৪৯ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। চারিদিকে চিকিৎসার জন্য বাবা-মা, স্বজনের হাহাকার চলছে, ঠিক সেরকম একটা সময়ে সংসদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল বললেন, "ছোটবেলায় আমারও হাম হয়েছিল, হাম নিয়ে জনগণের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।চ আপৎকালীন সময়ে এ ধরনের হালকা বক্তব্য খুবই অনভিপ্রেত।

বাড়তি কথা সবসময় যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বলেন, তা নয়। অনেক সময় কথা বলতে বলতে মুখ ফস্কে বলে ফেলেন। অনেকে আবেগ থেকে, অপ্রস্তুত হয়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে ফেলেন।

বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় অনেক সময় বক্তব্য হয়ে ওঠে পাল্টা আক্রমণকেন্দ্রিক। ফলে যুক্তির চেয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে আবেগ ও উত্তেজনা। নিজেদের অর্জন না বলে, অন্য দল কী পারেনি সেই বক্তব্যকে হাইলাইট করা হয়। কিছু মানুষ এই নেতিবাচক প্রচারণা পছন্দ করলেও অধিকাংশ মানুষ বিরক্তবোধ করেন। কেন এমন অপ্রাসঙ্গিক, অবাস্তব ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য প্রদান করতে ভালবাসেন কোনো কোনো মন্ত্রী, নেতা ও উচ্চপদে থাকা ব্যক্তিরা? অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিটাই এখন এমন হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতার নামে মৌখিক আক্রমণ ও অন্যকে হেয় করা বেড়েছে। তবে অপ্রিয় হলেও সত্য যে, সবচেয়ে ক্ষতি করছে বর্তমানের মিডিয়াকেন্দ্রিক রাজনীতি। বিশেষ করে টিভি চ্যানেলগুলোর মাইক্রোফোন ও ক্যামেরা দেখার পরই মন্ত্রী, নেতৃবৃন্দ, উঠতি নেতা, পাতি নেতাদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

এমন পোপ চাই না যিনি ‘মার্কিন

৬ পৃষ্ঠার পর

করেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি বলেন, তিনি এমন কোনো পোপ চান না যিনি ‘মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করেন’। মূলত ইরান যুদ্ধ নিয়ে পোপের সাম্প্রতিক সমালোচনার কারণেই ট্রাম্প এমন আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছেন। গত সপ্তাহে পোপ সরাসরি ট্রাম্পের সেই হুমকির নিন্দা জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ইরানি সভ্যতা ধ্বংস করার কথা বলেছিলেন। পোপ একে ‘একেবারেই অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করেন।

এরপর গত রোববার ৭০ বছর বয়সী পোপ লিও বিশ্ব নেতাদের প্রতি চলমান রক্তপাত বন্ধের আকুল আবেদন জানান। তিনি যুদ্ধের পেছনে ‘সর্বশক্তিমান হওয়ার বিভ্রমকে’ দায়ী করে এর তীব্র নিন্দা করেন-যা মূলত ট্রাম্পের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগেও পোপ ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন, এটি কতটা ‘জীবন-বান্ধব’ তা তার জানা নেই।

ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আমি এমন কোনো পোপ চাই না যিনি মনে করেন ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকাটা ঠিক আছে। আমি এমন কোনো পোপ চাই না যিনি ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার হামলাকে ভয়াবহ মনে করেন।’ মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘পোপ হিসেবে লিওর উচিত নিজের অবস্থান ঠিক করা, কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করা, কট্টর বামপন্থীদের তুষ্ট করা বন্ধ করা এবং একজন রাজনীতিক না হয়ে বরং একজন মহান পোপ হওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া।’ ট্রাম্প এমনকি ক্যাথলিক চার্চে লিওর নেতৃত্বের কৃতিত্বও নিজের বলে দাবি করেন। তিনি ইঙ্গিত দেন, গত বছর নির্বাচিত হওয়া প্রথম মার্কিন বংশোদ্ভূত এই পোপকে ভ্যাটিকান মূলত হোয়াইট হাউসকে খুশি করার জন্যই বেছে নিয়েছে। ট্রাম্প বলেন, ‘আমি হোয়াইট হাউসে না থাকলে লিও ভ্যাটিকানে থাকতেন না।’ ট্রাম্পের কাছে পোপের ব্যাপারে এসব মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, তিনি পোপ লিওর ‘খুব একটা ভক্ত’ নন এবং পোপ তার কাজ ‘ঠিকমতো করছেন না’।

তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় তিনি অপরাধ পছন্দ করেন। তিনি অত্যন্ত উদারপন্থী একজন মানুষ।’

পোপ লিওর পূর্বসূরি পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গেও ট্রাম্পের সম্পর্ক ছিল তিক্ত। ট্রাম্প যখন প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়েছিলেন, তখন ফ্রান্সিস তার প্রস্তাবিত অভিবাসন নীতির সমালোচনা করেছিলেন এবং ট্রাম্প ‘প্রকৃত খ্রিস্টান নন’ বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ২০১৬ সালের শুরুর দিকে ট্রাম্প এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ফ্রান্সিসের মন্তব্যকে ‘লজ্জাজনক’ বলেছিলেন। উল্লেখ্য, পোপ লিও সোমবার থেকে আফ্রিকার দেশগুলোতে ১১ দিনের এক সফর শুরু করতে যাচ্ছেন। তার এই ঐতিহাসিক সফরের প্রথম গন্তব্য মুসলিম প্রধান দেশ আলজেরিয়া।

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের হাতে

৭ পৃষ্ঠার পর

উপাদান দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি সম্ভব। যুদ্ধবিরতির আগে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল অভিযানের পরিকল্পনা করতে বলেছিলেন ট্রাম্প। ওই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, ইরানের সম্মতি ছাড়াই সেখানে ঢুকে এই তেজস্ক্রিয় উপাদান উদ্ধার করে আনা।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘ইরানের কাছে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই। তাছাড়া, বি-২ বোমারু বিমান দিয়ে আমরা যে হামলা চালিয়েছিলাম, তাতে মাটির অনেক নিচে চাপা পড়া পারমাণবিক ধুলা তারা আমাদের ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ইরানের সঙ্গে আমাদের বেশ কিছু বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। আমার মনে হয় বেশ ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা হতে যাচ্ছে।’

ইরান দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছে, তারা পারমাণবিক অস্ত্র চায় না। তাই অস্ত্র না বানানোর নতুন কোনো প্রতিশ্রুতি হয়তো খুব বড় কোনো অর্জন নয় মার্কিনিদের জন্য। তবে আগে থেকে মজুত করে রাখা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া বড় ধরনের ছাড় হিসেবেই দেখা হচ্ছে। তবে ইরান যদি আরও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার সক্ষমতা রাখে, তবে এই ছাড়ের তেমন প্রভাব থাকবে না।

মার্কিন কর্মকর্তাদের ধারণা, আগের বিমান হামলায় ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অনেক সেন্ট্রিফিউজ ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তাদের হাতে আরও সেন্ট্রিফিউজ রয়েছে। অন্যদিকে ইরান দাবি করে আসছে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল বেসামরিক কাজের জন্য।

এদিকে জেডি ভ্যান্স ইরানকে ২০ বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে ট্রাম্প পরে জানান, তিনি এই ধারণার বিরোধী। ট্রাম্প বলেন, ‘আমাদের কাছে তাদের দেওয়া খুব জোরালো একটি বিবৃতি রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০ বছর পরও তাদের কাছে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না।’

অতীতে ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক ইস্যুতে আলোচনা করা কর্মকর্তারা সব সময়ই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পারমাণবিক হুমকি দূর করার বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তাদের মতে, সামরিক পন্থার চেয়ে কূটনৈতিক পথেই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। ‘পারমাণবিক ধুলো’ উদ্ধারে সামরিক অভিযান চালালে শত শত বা হাজার হাজার মার্কিন সেনাকে ইরানের গভীরে যেতে হতো। সপ্তাহব্যাপী এই অভিযানে হামলার মুখে পড়ার ঝুঁকিও ছিল ব্যাপক। তবে ইরান যদি নিজে থেকেই এই ইউরেনিয়াম দিয়ে দিতে রাজি হয়, তবে এমন অভিযানের প্রয়োজন হবে না মার্কিনিদের জন্য।

ট্রাম্প এদিন আরও জানান যে ইসরায়েল ও লেবানন ১০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। এটিও ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের মধ্যকার উত্তেজনা কমানোর চেষ্টার একটি অংশ।

এদিকে ইরানের সঙ্গে আলোচনা চললেও চুক্তি ব্যর্থ হলে ফের সংঘাতে জড়ানোর হুমকি দিয়ে যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। বৃহস্পতিবার পেন্টাগনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ সরাসরি ইরানকে সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরছে। চুক্তি না হলে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো দ্বৈত ব্যবহারের অবকাঠামোতে (যা সামরিক ও বেসামরিক-উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়) পুনরায় হামলা চালানো হবে।

হেগসেথ আরও বলেন, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও বিমানগুলো ইরানের বন্দরমুখী বা সেখান থেকে আসা তেলের ট্যাংকার ও অন্যান্য জাহাজ আটকে দিচ্ছে।

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ২৮

৭ পৃষ্ঠার পর

জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে প্রয়োজনে কর বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, ‘আমাদের পক্ষে ডে-কেয়ার, মেডিকেড বা মেডিকেয়ারের মতো ব্যক্তিগত বিষয়গুলো সামলানো সম্ভব নয়। ফেডারেল পর্যায় থেকে এটি হবে না। আমাদের একটি বিষয়ই নিশ্চিত করতে হবে: সামরিক সুরক্ষা। আমাদের দেশ রক্ষা করতে হবে।’

ট্রাম্পের বক্তব্যের ভিডিও প্রকাশিত হলে তা নিয়ে সমালোচনা দেখা দেয়। এর জবাবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস এক বিবৃতিতে জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মূলত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোতে হওয়া কোটি কোটি ডলারের দুর্নীতি নির্মূলের কথা বুঝিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘ট্রাম্পের অর্থনৈতিক এজেন্ডা আমেরিকান পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনতে কাজ করে যাচ্ছে।’ তবে ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তারা ডে-কেয়ারের (শিশুযত্ন) খরচের সঙ্গে ইরানে চলমান মার্কিন সামরিক অভিযানের ব্যয়ের তুলনা করেন, যেখানে গত মাসে অভিযানের প্রথম ছয় দিনেই খরচ ১১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিনিধি রো খান্না সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘ট্রাম্প বলছেন আমরা ইরান যুদ্ধের খরচ দিতে পারব কিন্তু ডে-কেয়ারের নয়। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইরানে আপনি যে বিলিয়ন ডলার অপচয় করেছেন, তা দিয়ে প্রতিটি আমেরিকান পরিবারকে মাত্র ১০ ডলারে ডে-কেয়ার সুবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল এবং সেখানে কর্মীদের ঘণ্টায় ২৫ ডলার মজুরি দেওয়া যেত।’ নিউ জার্সির সিনেটর অ্যান্ডি কিম আক্ষেপ করে বলেন, ‘এই যুদ্ধের মাত্র তিন সপ্তাহের খরচ দিয়ে আমরা মেডিকেডের আওতায় থাকা প্রতিটি প্রবীণ নাগরিকের এক বছরের দাঁত, কান ও চোখের চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে পারতাম। এটি সম্ভব ছিল, কিন্তু ট্রাম্প সেটি করতে চান না।’ উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাসেই ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, ইলিনয়, মিনেসোটা এবং নিউ ইয়র্কের মতো পাঁচটি ডেমোক্র্যাট-শাসিত অঙ্গরাজ্যের ডে-কেয়ার তহবিল স্থগিত করেছে। বিশেষ করে মিনেসোটার ডে-কেয়ার কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হলেও রাজ্য সরকারের তদন্তে দেখা গেছে সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই চলছে। দুর্নীতি দমনে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে প্রধান দায়িত্ব দিয়েছেন ট্রাম্প, যিনি সম্প্রতি একটি নতুন ‘অ্যান্টি-ফ্রড টাস্কফোর্স’ গঠন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায়

চই পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্রদূত আমির সাঈদ ইরাভানি জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট জামাল ফারেস আল-রুয়াইয়িকে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেখানে তিনি দাবি করেন, এই দেশগুলো তাদের ‘আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা লঙ্ঘন’ করে ইরানের ওপর হামলা চালাতে পথ সুগম করে দিয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়, এই ভূমিকার জন্য দেশগুলোকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে এবং যুদ্ধের ফলে ইরানের যে বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। গত সপ্তাহে দুই সপ্তাহের একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আগ পর্যন্ত ইরানও দফায় দফায় ইসরায়েল, ইরাক, জর্ডান এবং যেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, সেখানে পাল্টাহামলা চালায়। এই পাল্টাপাল্টি হামলায় পুরো অঞ্চলে কয়েক হাজার মানুষ হতাহত হয়েছেন।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

২ বছর আগে ‘পেট্রোডলার চুক্তি

৬ পৃষ্ঠার পর

কিসিঞ্জারের সেই গোপন সফর ১৯৭৪ সালে সৌদি আরবের সঙ্গে আমেরিকা চুক্তি করে, সৌদি কেবল ডলারের বিনিময়েই তেল বিক্রি করবে। বিনিময়ে তাদের সামরিক সহায়তা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দেবে ওয়াশিংটন। ১৯৭১ সালে স্বর্ণমান ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের নেতৃত্বাধীন আমেরিকা চেয়েছিল বিশ্ববাজারে ডলারের চাহিদা যেকোনো মূল্যে বজায় রাখতে। ১৯৭৩-এর তেল সংকটের পর আমেরিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করা। যেহেতু তেলই-আগেও, এখনও-প্রায় প্রতিটি শিল্পের মূল চালিকাশক্তি, তাই পেট্রোডলার রাতারাতি সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয় ডলার। তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো তেল বেচে পাওয়া বিপুল ডলার মজুত রাখার নিরাপদ স্থান হিসেবে মার্কিন ট্রেজারিকেই বেছে নিতে শুরু করে। ফলে তেল কিনতে অন্য দেশগুলোকেও ডলার ব্যবহার করতে হয়। এই চক্রটি এমন একটি মুদ্রা কাঠামো তৈরি করেছে, যা ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন ডলারের আধিপত্যকে একচ্ছত্র করে রেখেছে। ডলারের সঙ্গে নিজেদের মুদ্রার সমতা বজায় রাখতে সৌদি আরব, কাতার, ওমান, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলোকে প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলারের সহায়ক রিজার্ভ রাখতে হয়। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল-ভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় সম্পদ তহবিলের মাধ্যমে ২ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ মার্কিন সম্পদে বিনিয়োগ করা রয়েছে। কিন্তু পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের নতুন সংঘাত পেট্রোডলারের দুর্বলতাকে নতুন করে উন্মোচিত করেছে। আমেরিকা ও ইসরায়েলের প্রথম দফা হামলার পরই ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের ২০ শতাংশই এই নৌপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু জাহাজ এখন চীনা মুদ্রা ইউয়ানে অর্থ পরিশোধ করে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সংকীর্ণ জলপথ পার হচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের তথ্যমতে, বর্তমান সংঘাতের অনেক আগে থেকেই উপসাগরীয় দেশগুলো নীরবে তাদের বাণিজ্য অংশীদারদের তালিকায় বৈচিত্র্য আনতে শুরু করেছিল। ডলারের বাইরে অন্য মুদ্রায় তেল কেনাবেচা করে আদতে তারা পেট্রোডলারের একচেটিয়া আধিপত্যে নীতি ভেঙে দিচ্ছে। ইবিসি ফিন্যান্সিয়াল গ্রুপের বিশ্লেষক মাইকেল হ্যারিস সম্প্রতি এক নোটে লিখেছেন, বিশ্ববাজারে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ হিসেবে ডলারের হিস্যা গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে-১৯৯৯ সালে যা ছিল ৭১ শতাংশ, বর্তমানে তা নেমে এসেছে প্রায় ৫৭ শতাংশে। ডলারমুক্তকরণের (ডি-ডলারাইজেশন) এই দৌড়ে চীনই সবচেয়ে বড় লাভবান হতে চলেছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। ২০২৪ সালে সৌদি আরব কেবল ডলারের বিনিময়ে তেল বিক্রির পুরনো অঙ্গীকারটি আনুষ্ঠানিকভাবে নবায়ন করেনি। যদিও ১৯৭৪ সালের সেই চুক্তিটি কখনোই আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। গোপনীয় প্রকৃতির কারণে এটি আদৌ কোনো বড় নীতিগত পরিবর্তন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তা সত্ত্বেও, সৌদি আরব যে বাণিজ্য অংশীদারদের তালিকায় বৈচিত্র্য আনার পদক্ষেপ নিয়েছে, সেটি স্পষ্ট। ২০২৩ সালে চীনের সঙ্গে ৭ বিলিয়ন ডলারের একটি কারেন্সি সোয়াপ বা মুদ্রা বিনিময় চুক্তি সই করে সৌদি আরব। একইভাবে, ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম এমব্রিজ-এও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ রয়েছে সৌদির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। এই প্ল্যাটফর্মে ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি মুদ্রা বিনিময় করা যায়। মাইকেল হ্যারিস লিখেছেন, এই বদল আদতে একটি অর্থনৈতিক বাস্তবতারই প্রতিফলন। আমেরিকার বদলে চীনই এখন সৌদি তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। ফলে অর্থনীতির স্বাভাবিক টান এখন ইউয়ানের দিকেই, যদিও মুদ্রার বন্দোবস্তে এখনও ডলারেরই দাপট রয়েছে। সৌদিরা এখনও ডলারেই বেশিরভাগ লেনদেন করছে-এমনকি চীনের সাথেও-তবে এখন বিকল্পের পথও খুলে গেছে।

দীর্ঘদিনে তৈরি হয়েছে পেট্রোডলারের দুর্বলতা

পেট্রোডলারের এই দুর্বলতা তৈরি হয়েছে নীরবে, বছরের পর বছর ধরে। ২০১০-এর দশকের শুরুতে ক্রিমিয়া দখলের জেরে রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি হলে মস্কোও ডি-ডলারাইজেশনের পথে হাঁটতে শুরু করে। সেই সময় চীনের সঙ্গে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ইউয়ান বা ২৫ বিলিয়ন ডলারের মুদ্রা বিনিময় চুক্তি করে রাশিয়া। কয়েক দশক ধরেই চীনের কাছে তেল বিক্রি করছে ইরান। তবে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে আমেরিকার নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর বেইজিং-তেহরানের সেই সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে। ইরানের মোট তেল রপ্তানির ৯০ শতাংশই এখন চীন কিনে নেয়। নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ ডেভিড উইট বলেন, বর্তমান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর একটি বিষয় আবারও প্রকাশ্যে এসেছে-ওয়াশিংটনের ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ইরান বেশ কয়েক বছর ধরেই তাদের তেলের বড় অংশ ইউয়ানের বিনিময়ে বিক্রি করছে। তেহরান এখন বিকল্প ক্রেতা খুঁজছে এবং সেই তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে চীন। ডয়চে ব্যাংকের অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি আগ্রাসন তেহরানের সঙ্গে বেইজিংয়ের ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়াবে। এর ফলে ডলারের গুরুত্ব কমবে এবং শক্তিশালী হবে ইউয়ান। বিশ্লেষকরা গত মাসে এক নোটে লিখেছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের অনুমতি পেতে ইউয়ানে তেলের দাম মেটানোর খবরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধ পেট্রোডলারের আধিপত্য খর্ব করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে, যা পেট্রো-ইউয়ান যুগের সূচনা মাত্র। উইট আরও বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাগাতার ইরানবিরোধী হুমকি অন্য দেশগুলোকে বিকল্প মুদ্রা খুঁজতে উৎসাহী করছে। ডয়চে ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকায় সীমান্ত বাণিজ্যের ৯০ শতাংশ ডলারের মাধ্যমে হলেও এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে তা ৭০ শতাংশ ও ইউরোপে ২০ শতাংশ।

উইট বলেন এর মানে এই নয় যে পুরো ব্যবস্থাটি রাতারাতি ভেঙে পড়বে। তবে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক নীতি-তা সে নিষেধাজ্ঞাই হোক বা যুদ্ধ-অনেক দেশকে ভাবতে বাধ্য করছে তারা ডলারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে চায় কি না।

পেট্রো-ইউয়ান ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলে সুযোগ নেওয়ার প্রস্তুতি চীনের

গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর সাস্টেইনেবল প্রসপারিটি-র প্রেসিডেন্ট ফাদেল কাবুব মনে করেন, ডলারের এই টালমাটাল পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে চীন আগেভাগেই প্রস্তুত। বিশ্বে তেলের মোট চাহিদার ১৫ থেকে ১৬ শতাংশই চীনের। দৈনিক প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি ৬৬ লাখ ব্যারেল তেল ব্যবহার করে তারা। সেই বিশাল চাহিদাকেই হাতিয়ার করে বিশ্ববাজারে ইউয়ানের ভিত শক্ত করতে চাইছে বেইজিং।

২০১৮ সালে সাংহাই ফিউচার এক্সচেঞ্জ-এর অধীনে সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এক্সচেঞ্জ চালু করে চীন। আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীদের কাছে পেট্রোডলারের বাইরে লেনদেনের একটি বিকল্প মুদ্রাব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

কাবুব ফরচুনকে বলেন, উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছে ইউয়ানে বাণিজ্য করা কোনো ভূরাজনৈতিক চুক্তি নয় এই পদক্ষেপের নেপথ্যে কোনো নিরাপত্তা চুক্তি নেই। এটি স্রেফ যৌক্তিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়িক লেনদেন। আর চীনের দৃষ্টিতে, আগামী ৫০ বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান কোথায় দেখতে চায় বেইজিং, এটি তারই প্রাথমিক ধাপ। কাবুবের মতে, আমেরিকা একসময় যে কৌশলে পেট্রোডলারের ভিত শক্ত করেছিল, চীন এখন সেই পথেই হাঁটছে। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে তারা উপসাগরীয় মিত্র দেশগুলোকে নিরাপত্তার ছাতা ও বিকল্প মুদ্রার আশ্বাস দিচ্ছে।

তবে চীন কেবল তেলের ওপর ভরসা করে বসে নেই। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতেও তারা বিপুল বিনিয়োগ করেছে। বর্তমানে আমেরিকার তুলনায় চীনে প্রায় চারগুণ বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বেইজিং জানে, ভবিষ্যতে বিশ্ব যখন তেলের ওপর নির্ভরতা কমাবে, তখনও অর্থনৈতিক আধিপত্য ধরে রাখতে এই প্রস্তুতি জরুরি। ঠিক সেই সময়েই আমেরিকা তাদের সেকেলে গ্রিড ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণে হিমশিম খাচ্ছে, যা তাদের এআই উচ্চাভিলাষের লক্ষ্যপূরণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাবুব বলেন, চীন জানে, তাদের এমন এক শিল্প ও হাইটেক-নির্ভর শক্তিতে পরিণত হতে হবে, যারা গোটা বিশ্বের ওপর নিজেদের মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে পারবে।

ইরান যুদ্ধ এখন পেট্রোডলারের ভাগ্য নির্ধারণের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। কাবুব বলেন, ইরান যদি মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বজায় রাখতে পারে, তবে তা বিশ্ব অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। ইরান তুলনামূলকভাবে ছোট দেশ হলেও হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে তারা বাকি বিশ্বকে এই বার্তাই দিচ্ছে যে, পেট্রোডলারের বাইরেও একটি কার্যকর আর্থিক কাঠামো থাকা সম্ভব। উল্টোদিকে, আমেরিকা যদি হরমুজ প্রণালির দখল নিতে পারে, তবে ডলারের একাধিপত্য বজায় থাকার সম্ভাবনাই প্রবল।

পোপকে আক্রমণ করে ‘হিতে

৬ পৃষ্ঠার পর

অথচ ইরান ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ নিয়ে হোয়াইট হাউস এবং ভ্যাটিকানের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অবস্থানের এই সময়ে বিশপ স্ট্রিকল্যান্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গ ছেড়েছেন। বিবিসিকে তিনি বলেন,‘আমি মনে করি না, এটি কোনো ন্যায়সংগত যুদ্ধ। আমি সম্মানীয় পোপ এবং শান্তির পক্ষে আছি। এটা কোনো রাজনীতির বিষয় নয়। এটি নৈতিক সত্যের বিষয়।’

শুধু তাই নয়, যুদ্ধ পরিচালনায় হোয়াইট হাউসের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে অন্য ক্যাথলিকদেরও একই কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশপ স্ট্রিকল্যান্ড বলেন,‘অনৈতিক আচরণকে যৌক্তিক দেখাতে যখন ধর্মকে ব্যবহার করা হয়, তখন তা এক অন্ধকার সময়ের নির্দেশ করে। বিশেষ করে বোমা ফেলাকে ন্যায্যতা দিতে ধর্মের ব্যবহার আমাদের বিশ্বাসের পরিপন্থী।’

পোপ লিও-কে আক্রমণ এবং নিজেকে‘এআই যিশু’ হিসেবে তুলে ধরার বিষয়ে (যেটিকে ট্রাম্প চিকিৎসক ভেবেছিলেন বলে দাবি করেছেন) বিশপ স্ট্রিকল্যান্ড বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে গসপেল অব ম্যাথিউ-এর কথা মনে করিয়ে দেওয়া তিনি তার দায়িত্ব বলে মনে করেন। তিনি এমন একটি অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে-সর্বোচ্চ ক্ষমতা খ্রিষ্টের হাতে, কোনো মানুষের হাতে নয়।

তিনি বলেন,‘বিশ্বনেতারা যখন এই সত্য ভুলে যান, তখন সবাই বিপদে পড়ে।’

রাজনৈতিক সমীকরণ

রক্ষণশীল ক্যাথলিকদের এই মনবদল মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য রাজনৈতিকভাবে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, ২০২৪ সালের নির্বাচনে এই গোষ্ঠীর ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি। তবে এই পুরো বিষয়টি বেশ জটিল।

এখানে জাতিগত পরিচয়ও বড় ভূমিকা রেখেছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের মতে, শ্বেতাঙ্গ ক্যাথলিকদের ৬২ শতাংশ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এবং ৩৭ শতাংশ কমলা হ্যারিসকে ভোট দিয়েছেন। অন্যদিকে, হিস্পানিক ক্যাথলিকদের ৪১ শতাংশ ট্রাম্পকে এবং ৫৮ শতাংশ হ্যারিসকে ভোট দিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ক্যাথলিকদের মধ্যে রিপাবলিকান পার্টির দিকে ঝোঁকার প্রবণতা থাকলেও, সেখানে স্পষ্ট বিভাজনও রয়েছে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ধর্ম বিষয়ক গবেষণার জ্যেষ্ঠ সহযোগী পরিচালক গ্রেগ স্মিথ বলেন, ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, অনেক মার্কিন ক্যাথলিকের কাছে বিশ্বাসের চেয়ে রাজনীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মূলত দলীয় মতাদর্শেই তারা বিভক্ত। পোপকে নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এর প্রমাণ মেলে। পিউ-এর তথ্য অনুযায়ী, রিপাবলিকান ক্যাথলিকদের চেয়ে ডেমোক্র্যাট ক্যাথলিকদের কাছে পোপ ফ্রান্সিস বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। তবে বর্তমান পোপ লিও দুই পক্ষের কাছেই সমান জনপ্রিয়।

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

হরমুজ প্রণালি ‘সম্পূর্ণ উন্মুক্ত’ রাখার

৭ পৃষ্ঠার পর

এইমাত্র ঘোষণা করেছে যে হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং চলাচলের জন্য প্রস্তুত। ধন্যবাদ।

এর আগে ইরান জানিয়েছিল, তারা মধ্যপ্রাচ্যে কোনো অস্থিরতা চায় না এবং এই জলপথটি ঐতিহাসিকভাবেই সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতি।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

ইসরায়েল যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য হয়েছে: মাসুদ পেজেশকিয়ান

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান দাবি করেছেন, জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতার মুখে ইসরায়েল লেবাননে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। শুক্রবার এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ভাষণে পেজেশকিয়ান বলেন, লেবাননের হিজবুল্লাহ বা অন্য কোনো ফ্রন্টে আক্রমণ করার কোনো অধিকার ইসরায়েলের নেই। ইরানের মর্যাদা ও গর্ব অক্ষুণ্ন রেখে কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার জন্য তিনি এ সময় পাকিস্তানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পরমাণু অস্ত্র প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে ইরানি প্রেসিডেন্ট বলেন, ইরান কখনও পারমাণবিক অস্ত্র চায়নি। আমরা এই অঞ্চলে কোনো অশান্তি বা সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দিতে চাই না।

তিনি জানান, তেহরান শান্তি চায়, তবে আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে নিজেদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় তারা বদ্ধপরিকর।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ইরান তার মূল নীতি ও অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসবে না এবং এটি সংশ্লিষ্ট বিপক্ষ পক্ষকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে সরাসরি অভিযুক্ত করে মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, সামরিক কমান্ডার, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার মাধ্যমে তারা ইরানসহ পুরো অঞ্চলকে বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সাময়িক যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান ইরানের, পুরো অঞ্চলে যুদ্ধের অবসান চায় তেহরান

ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, তেহরান কোনো ধরনের সাময়িক যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে না। বরং তারা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে যুদ্ধের একটি স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ অবসান চায়।

তুরস্কে আয়োজিত আন্টালিয়া ডিপ্লোম্যাসি ফোরাম-এর এক পার্শ্ববৈঠকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সাঈদ খতিবজাদেহ এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, যেকোনো যুদ্ধবিরতি বা শান্তি প্রক্রিয়ায় লেবানন থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত সকল সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

বিষয়টিকে ইরানের জন্য একটি রেড লাইন হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি।

খতিবজাদেহ আরও বলেন, আমরা কোনো সাময়িক যুদ্ধবিরতি গ্রহণ করছি না। সংঘাতের এই চক্রটি এখানেই চিরতরে শেষ হওয়া উচিত।

কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী প্রসঙ্গে উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই জলপথটি ঐতিহাসিকভাবেই উন্মুক্ত। এটি ইরানের আঞ্চলিক জলসীমার মধ্যে অবস্থিত হলেও দীর্ঘকাল ধরে সবার চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

আঞ্চলিক অস্থিরতার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে দায়ী করে তিনি বলেন, তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে বিশ্ব বাণিজ্য এবং সামগ্রিক অর্থনীতি নেতিবাচকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

যুদ্ধের পর তেল-গ্যাসের উৎপাদন আগের অবস্থায় ফিরতে দুই বছর লেগে যেতে পারে: আইইএ-র পূর্বাভাস

আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) প্রধান ফাতিহ বিরল জানিয়েছেন, ইরান যুদ্ধের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের যে পরিমাণ জ্বালানি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে অন্তত দুই বছর সময় লাগতে পারে। সুইজারল্যান্ডের পত্রিকা নয়ো জুরখার জাইতুঙ্গ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই কথা বলেন।

ফাতিহ বিরল উল্লেখ করেন যে, এই সংকট কাটিয়ে ওঠার সময়সীমা পুরো অঞ্চলে সমান হবে না। কোনো দেশের ক্ষেত্রে এটি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সময় নিতে পারে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ইরাকের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সৌদি আরবের তুলনায় অনেক বেশি দীর্ঘ হবে।

তিনি আরও জানান যে, আইইএ-র প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি উৎপাদন ব্যবস্থা পুনরায় যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরতে গড়ে প্রায় দুই বছরের মতো সময় লাগবে।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ৪০ দেশের বৈঠক ডাকল যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স

হরমুজ প্রণালিতে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আলোচনার জন্য যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স আজ তাদের মিত্রদের নিয়ে একটি বৈঠক আহ্বান করেছে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের কার্যালয় জানিয়েছে, আজ বিকেলের এই বৈঠকে প্রায় ৪০টি দেশ অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য থাকবে অঞ্চলের বর্তমান ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতিকে সমর্থন করা এবং দীর্ঘমেয়াদে এই নৌপথটি পুনরায় সচল ও নিরাপদ রাখা নিশ্চিত করা।

মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার জবাবে তেহরান কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথটি বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের বন্দরগুলোতে নিজস্ব নৌ-অবরোধ শুরু করেছে। এসব কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের দাম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বৈঠকে বলবেন যে, এই প্রণালি নিঃশর্ত এবং অবিলম্বে পুনরায় খুলে দেওয়া একটি বৈশ্বিক দায়িত্ব।

এএফপি-র দেখা এলিসি প্রাসাদের (ফরাসি প্রেসিডেন্ট ভবন) এক আমন্ত্রণপত্র অনুযায়ী, বৈঠকে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার উদ্দেশে একটি কঠোরভাবে রক্ষণাত্মক বহুজাতিক সামরিক মিশন মোতায়েন করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

কার্যকর হওয়ার ৬ ঘণ্টা পরও বজায় রয়েছে যুদ্ধবিরতি, ঘরে ফিরছে মানুষ

লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর ছয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে এবং এটি মূলত এখনো বজায় রয়েছে। বর্তমানে আমরা বৈরুত ও দক্ষিণ লেবাননকে যুক্ত করা প্রধান মহাসড়কের পাশে অবস্থান করছি।

সেখানে দেখা যাচ্ছে যানবাহনের অবিচ্ছিন্ন সারি; মানুষ নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। মূলত যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকেই মানুষ নিজ এলাকার দিকে রওনা হতে শুরু করে।

অবশ্য এখনো অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে বিধায় কেউ কেউ ফিরতে বিলম্ব করছেন। পরিস্থিতি পুরোপুরি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত লেবাননের কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষকে এখনই বাড়ি না ফেরার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

লেবানন-ইসরায়েল ১০ দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর

লেবানন ও ইসরায়েলের মধ্যে ১০ দিনের একটি যুদ্ধবিরতি বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহান্তেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই ঘোষণাগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী ইরান যুদ্ধ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে।

ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, ইরান আগামী ২০ বছরের বেশি সময় ধরে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র না রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহান্তে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ছিল প্রধান মতবিরোধের বিষয়। হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, আমরা দেখব কী ঘটে। তবে আমি মনে করি আমরা ইরানের সাথে একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি। এর কয়েক ঘণ্টা পর নেভাদার লাস ভেগাসে একটি অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, এই যুদ্ধ খুব শিগগিরই শেষ হওয়া উচিত।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং বিশ্ববাজারে তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। লেবাননের এই সাময়িক শান্তি যদি ইরানের সাথে একটি বড় চুক্তির পথ প্রশস্ত করে, তবে এটি হবে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি বিশাল কূটনৈতিক জয়। বিশেষ করে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া এবং ইরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রুখে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বৈরুতের বিভিন্ন অংশে উল্লাস ও ফাঁকা গুলির শব্দ শোনা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রায় আধঘণ্টা ধরে রকেট ফুটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

khairul@basharlaw.com

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

আমরা ‘শান্তি স্থাপনকারী’,

৭ পৃষ্ঠার পর

কোনো ভয় নেই, কিংবা সুসমাচারের বাণী উচ্চস্বরে প্রচার করতেও আমার কোনো ভয় নেই, যা করার জন্যই আমি এখানে এসেছি বলে আমি বিশ্বাস করি, যা করার জন্যই গির্জা এখানে রয়েছে।

ক্যাথলিক গির্জা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশকারী সংস্থা ওএসভি নিউজের এক সাংবাদিক এক্সে এই মন্তব্যগুলো পোস্ট করেছেন। পোপ বলেছেন, আমরা রাজনীতিবিদ নই। তিনি (ট্রাম্প) যেভাবে পররাষ্ট্রনীতি বোঝেন, আমরা সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে তা দেখি না। কিন্তু একজন শান্তি স্থাপনকারী হিসেবে আমি সুসমাচারের বাণীতে বিশ্বাস করি। এর আগে গতকাল রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টে ট্রাম্প পোপের সমালোচনা করে বলেন, তিনি (পোপ) অপরাধ দমনে দুর্বল ও পররাষ্ট্র নীতির জন্য ভয়াবহ।

চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ, ম্যারাডোনার

১২ পৃষ্ঠার পর

সালের নভেম্বরে ৬০ বছর বয়সে মারা যান ম্যারাডোনা। মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের দুই সপ্তাহ পর হার্ট ফেইলিউর এবং ফুসফুসে তরল জমার কারণে (অ্যাকিউট পালমোনারি এডিমা) তার মৃত্যু হয়।

অস্ত্রোপচারের পর বুয়েনস এইরেসের উত্তরের শহরতলি টাইগ্রেতে ম্যারাডোনার সেরে ওঠার সময়কার পরিবেশ নিয়ে চিকিৎসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সরকারি কৌঁসুলিরা একে চিকিৎসকদের চরম অবহেলা বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে আসামিপক্ষের আইনজীবীদের দাবি, ম্যারাডোনা কোকেন ও মদের আসক্তিতে ভুগছিলেন এবং স্বাভাবিক কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে।

২০২৫ সালের মে মাসে আগের বিচারকাজটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। জানা যায়, বিচারক হুলিয়েতা মাকিনতাখ আদালতের বারান্দা ও নিজের দপ্তরে একটি প্রামাণ্যচিত্রের কাজে যুক্ত ছিলেন। এটি বিচারিক নিয়মের লঙ্ঘন। পরে তাকে বরখাস্ত করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন এই বিচারকাজ আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত চলতে পারে।

কিংবদন্তি ম্যারাডোনা

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী এই তারকার মৃত্যুর খবরে বিশ্বজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। করোনা মহামারির চরম আতঙ্কের মধ্যেও লাখো আর্জেন্টাইন রাস্তায় নেমে এসে শোক পালন করেন।

ফুটবল মাঠের অন্যতম সেরা ও আইকনিক খেলোয়াড় হিসেবে প্রশংসিত ম্যারাডোনা বহু বছর ধরে মাদকের সঙ্গে লড়েছেন। ইতালির নেপলস শহরে খেলার সময় সেখানকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল বলে শোনা যায়।

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে তার অসাধারণ নৈপুণ্য ক্রীড়া ইতিহাসে এক রূপকথায় পরিণত হয়েছে। ওই আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার প্রথম গোলটি ছিল চরম বিতর্কের জন্ম দেওয়া হ্যান্ড অব গড। এই গোলের সুবাদেই ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। উল্লেখ্য, ঠিক চার বছর আগেই ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ (স্প্যানিশ ভাষায় মালভিনাস) নিয়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছিল আর্জেন্টিনা।

একই ম্যাচে তার দ্বিতীয় গোলটি ছিল জাদুকরী। নিজেদের হাফ থেকে দৌড় শুরু করে ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে বোকা বানিয়ে সেই অবিস্মরণীয় গোলটি করেছিলেন তিনি।

২০০০ সালে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা ম্যারাডোনাকে শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি এই সম্মান পেয়েছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে চীনের ৪ দফা প্রস্তাব

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে? শি জিনপিংয়ের এই পরিকল্পনায় চারটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে- প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই অঞ্চলে একটি টেকসই নিরাপত্তা কাঠামো গড়তে দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান জানানো। তিনি বলেছেন, কোনোভাবেই এটি লঙ্ঘন করা যাবে না। মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় দেশগুলোর নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। তৃতীয়ত, বিশ্বকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচাতে জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে বজায় রাখা জরুরি বলেও উল্লেখ করেছেন শি। সবশেষে শি জিনপিং বলেন, সকল দেশের উচিত উন্নয়নের সাথে নিরাপত্তার সমন্বয় করার চেষ্টা করা। তাছাড়া আঞ্চলিক অগ্রগতি শক্তিশালী করতে চীন তার আধুনিকায়নের অভিজ্ঞতা বাকিদের সঙ্গে বিনিময় করবে বলেও তিনি জানান।

মার্কিন অবরোধের কড়া সমালোচনা চীনের

এদিকে ইরানের বন্দরগুলোতে মার্কিন অবরোধের কড়া সমালোচনা করেছে চীন। গত মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের এই আচরণকে বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে উল্লেখ করেছে বেইজিং।

গত সপ্তাহে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার শান্তি আলোচনা ভেস্তে যায়। এরপরই কোনো জাহাজ ইরানের বন্দরে প্রবেশ করলে বা সেখান থেকে বের হলে তা ডুবিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি একপ্রকার বন্ধ করে রেখেছে ইরান। কেবল নিজেদের বন্ধু দেশগুলোর (যেমন চীন) জাহাজকেই এই পথ দিয়ে চলাচলের অনুমতি দিচ্ছে তেহরান।

চীনের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসানোর হুমকি ট্রাম্পের

গত রোববার ট্রাম্প হুমকি দিয়ে বলেন, চীন যদি তেহরানকে কোনো সামরিক সহায়তা দেয়, তবে চীনা পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন তিনি।

তবে সামরিক সহায়তার এই দাবিকে পুরোপুরি বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিয়েছেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন।

জিয়াকুন কড়া ভাষায় বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি এটিকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে চীনের ওপর নতুন করে শুল্ক বসাতে চায়, তবে চীনও নিশ্চিতভাবে এর কড়া জবাব দেবে।

উল্লেখ্য, শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনার জন্য আগামী মাসেই বেইজিং সফরের কথা রয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

আগামী পাঁচ বছরে ২৬ বিলিয়ন ডলার

১০ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বৈশ্বিক জ্বালানি মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে এই বাড়তি দায় সরকারি অর্থব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তারা সতর্ক করে বলছেন, নতুন ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হওয়ায় আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

তাদের মতে, বৈদেশিক ঋণের ফাঁদ এড়াতে হলে জরুরি ভিত্তিতে রপ্তানি বাড়ানো, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, প্রবাসী আয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং রাজস্ব কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে।

কেন বাড়ছে ঋণের চাপ

অর্থমন্ত্রীর ওয়াশিংটন সফরকে সামনে রেখে ইআরডির সর্বশেষ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। অর্থমন্ত্রী ও গভর্নর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন, যেখানে তারা বিশ্বব্যাংকের থেকে নতুন বাজেট সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ঋণের কিস্তি ছাড়ের চেষ্টা করছেন, যাতে রাজস্ব চাপ কিছুটা কমানো যায়।

প্রতিবেদনের হিসাব ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত নেওয়া বৈদেশিক ঋণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের নতুন ঋণ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ একাধিক মেগা প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১১.৩ বিলিয়ন ডলারের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মা রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল, ঢাকা মেট্রোরেল, সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং প্রকল্প, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ এবং যমুনা রেলওয়ে সেতু।

এসব প্রকল্পের অনেকগুলোরই এখন গ্রেস পিরিয়ড শেষের পথে বা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, ফলে ঋণের আসল পরিশোধ শুরু হয়েছে এবং ধীরে ধীরে ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে।

রূপপুর প্রকল্প ঋণের আসল পরিশোধ ২০২৮ সালে শুরু হবে, যেখানে বার্ষিক পরিশোধ ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি হতে পারে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে নেওয়া বাজেট সহায়তা ঋণগুলোরও পরিশোধকাল শুরু হওয়ায় চাপ আরও বাড়ছে।

কর্মকর্তারা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বকেও বড় উদ্বেগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিলম্বের কারণে প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক সুফল পেতে বিলম্ব হচ্ছে। আবার কিছু প্রকল্প সম্পন্ন হলেও পরিচালনাগত জটিলতায় সেগুলো অলস পড়ে আছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, রূপপুর প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন দুই বছর আগেই শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা বিলম্বিত হয়েছে। ২০২৪ সালে চীনের ৪৬৭.৮৪ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে সম্পন্ন সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং প্রকল্প এখনো চালু হয়নি। জাপানের প্রায় ২ বিলিয়ন ডলারে অর্থায়নের ঢাকা বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পও অপারেটর নিয়োগে বিলম্বের কারণে অলস পড়ে রয়েছে।

২০২৯-৩০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ চাপ

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে ২০২৯-৩০ অর্থবছরের মধ্যে (চলতি অর্থবছরসহ) বাংলাদেশকে মোট ২৫.৯৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এর মধ্যে ১৮.৩৮ বিলিয়ন ডলার ঋণের আসল এবং ৭.৬ বিলিয়ন ডলার সুদ বাবদ পরিশোধ করতে হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে ২০৩৪-৩৫ অর্থবছর সময়কালে এই পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৫১.৩৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে।

২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ঋণের ভিত্তিতে ২০২৯-৩০ অর্থবছরকে সর্বোচ্চ চাপের বছর হিসেবে ধরা হয়েছে, যখন প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৫ অর্থবছরে গড়ে মাসিক প্রায় ২.০৩ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয়ের ভিত্তিতে, সর্বোচ্চ চাপের বছরেও তিন মাসের কম সময়ের রেমিট্যান্স দিয়েই বার্ষিক বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সম্ভব।

বিদ্যমান ঋণ শোধে লাগবে ৩৭ বছর

ইআরডির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত নেওয়া ঋণের ভিত্তিতে বিদ্যমান বৈদেশিক ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করতে বাংলাদেশের ৩৭ বছর সময় লাগবে।

যদি নতুন কোনো ঋণ না নেওয়া হয়, তাহলে ২০৬২-৬৩ অর্থবছরের মধ্যে বর্তমান ঋণ পরিশোধ সম্পন্ন হবে-অর্থাৎ বর্তমান দায় পরিশোধের চাপ দীর্ঘমেয়াদে বহাল থাকবে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে নিট বৈদেশিক ঋণ ছিল ৫.৮৩ বিলিয়ন ডলার। কর্মকর্তাদের হিসাবমতে, প্রতি বছর ঋণের পরিমাণ গড়ে ৮ থেকে ৯ বিলিয়ন ডলার করে বাড়ছে।

ঋণ অনুপাতে চাপ

ইআরডির বাংলাদেশে বৈদেশিক সম্পদের প্রবাহ শীর্ষক সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিডিপির তুলনায় ঋণের অনুপাত এখনো বৈশ্বিক মানদণ্ডে কম থাকলেও তা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে এই হার দাঁড়িয়েছে ১৮.৯৯ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ১৭.০৩ শতাংশ; যেখানে ৪০ শতাংশকে মানদণ্ড ধরা হয়। একই সময়ে রাজস্বের তুলনায় ঋণের অনুপাত ১৬.৫৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৬.৯২ শতাংশে পৌঁছেছে, যা আইএমএফ-এর নির্ধারিত ১৮ শতাংশ সীমার কাছাকাছি।

ইআরডি সতর্ক করেছে, রাজস্ব আয় বাড়ানো না গেলে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশের বর্তমান স্বস্তিকর অবস্থানচ হারাতে পারে।

তবে অন্যান্য সূচকে কিছুটা ইতিবাচক দিকও রয়েছে। পণ্য ও সেবা রপ্তানি এবং প্রবাসী আয়ের তুলনায় ঋণের অনুপাত কিছুটা কমে ১১০.০৯ শতাংশ থেকে ১০৫.৮৭ শতাংশে নেমেছে, যা আইএমএফের ১৮০ শতাংশ সীমার অনেক নিচে।

রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বাড়ানো জরুরি

ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন এই পরিস্থিতিকে বাংলাদেশের জন্য অনিবার্য বাস্তবতাচ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স তাল মিলিয়ে না বাড়লে অর্থনীতি চাপের মুখে পড়তে পারে।চ

তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ঋণ ঝুঁকি নিম্ন থেকে মধ্যম পর্যায়ে যাওয়ার পেছনে জিডিপির তুলনায় ঋণ নয়, বরং রাজস্ব ও রপ্তানির তুলনায় ঋণের অবনতিই বেশি দায়ী।

তিনি সতর্ক করে বলেন, দুর্বল রাজস্ব আহরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার চাপ ইতোমধ্যে অর্থনীতির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। উন্নতি না হলে মধ্যম ঝুঁকি উচ্চ ঝুঁকিতে পরিণত হতে পারে।চ

তিনি বিশেষ করে জ্বালানি খাতে ঋণনির্ভর প্রকল্প নির্বাচনে কঠোর যাচাইয়ের আহ্বান জানান। যাতে গ্যাস সংকট কমানো, শিল্প উৎপাদন বাড়ানো এবং রপ্তানি সহায়তা নিশ্চিত করা যায়।

তার মতে, ঋণ নেওয়ার সিদ্ধান্তে ঋণের পরিমাণ নয়, বরং ভবিষ্যৎ রপ্তানি আয় ও রাজস্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্যতা বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত খেলাপি হয়নি। তবে বৈশ্বিক মন্দা, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চাপ এবং ভূরাজনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে এই অবস্থান টেকসই নাও হতে পারে। ঋণ পুনঃতফসিল বা পরিশোধে বিলম্ব হলে তা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবে এবং ভবিষ্যতে ঋণের খরচ বাড়াবে।চ

সামর্থ্য বৃদ্ধি জরুরি

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, বাড়তি ঋণ পরিশোধ এবং নতুন ঋণ গ্রহণ-দুইয়ের মধ্যে অর্থনীতি এখন একটি সংকটময় মোড়ে রয়েছে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, ঋণের সঠিক ব্যবস্থাপনা না হলে পরিস্থিতি সংকটে রূপ নিতে পারে। এ জন্য তিনি চারটি ক্ষেত্রে জরুরি সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলেন-রপ্তানি সম্প্রসারণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি।

তিনি বলেন, শুধু তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীলতা যথেষ্ট নয়; কৃষিপণ্য, চামড়াজাত পণ্য এবং হালকা প্রকৌশল খাতে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন।

মুস্তফা কে মুজেরী আরও বলেন, প্রবাসী আয় এখনো অর্থনীতির অন্যতম প্রধান লাইফলাইন, যা বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ বাড়ানোর মাধ্যমে শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো সহজ ও আকর্ষণীয় করতে হবে।

তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত ৭ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে, যা একটি কাঠামোগত দুর্বলতা। এই সীমিত রাজস্ব ভিত্তি বড় আকারের ঋণ পরিশোধ এবং উন্নয়ন ব্যয় একসঙ্গে বহন করার জন্য যথেষ্ট নয়।চ

তিনি কর ব্যবস্থার সংস্কার, কর ফাঁকি রোধ এবং করের আওতা বাড়ানোর আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, জ্বালানি নিরাপত্তা ঋণ পরিশোধ সক্ষমতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প উৎপাদন সচল রাখার জন্য অপরিহার্য।চ

হাঙ্গেরিতে ১৬ বছর পর ট্রাম্প ও

১২ পৃষ্ঠার পর

রক্ষণশীল নেতার সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, হাঙ্গেরির অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে অরবানের জাতীয়তাবাদী ফিদেস পার্টি পেতের ম্যাজিয়ারের তিসা পার্টির কাছে পরাজিত হয়েছে।

শীতল যুদ্ধের সময় এক অগ্নিঝরা সাম্যবাদ-বিরোধী যুবনেতা হিসেবে পরিচিত অরবান ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের দীর্ঘতম মেয়াদে দায়িত্ব পালনকারী নেতা। সমর্থকদের কাছে তিনি একজন দেশপ্রেমিক নায়ক হলেও দেশে ও বিদেশে সমালোচকরা তার বিরুদ্ধে হাঙ্গেরিকে এক স্বৈরাচারী পথে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন।

১৯৬৩ সালে বুদাপেস্টের পশ্চিমে একটি গ্রামে জন্মগ্রহণকারী অরবান পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি অক্সফোর্ডে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৯৮ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে আধা-পেশাদার ফুটবলও খেলেছিলেন।

অরবানের নেতৃত্বেই হাঙ্গেরি ন্যাটোতে যোগদান করেছিল, কিন্তু ২০০২ সালে তিনি ক্ষমতা হারান। আট বছর বিরোধী দলে থাকার পর ২০১০ সালে তিনি ভূমিধস জয় পান। এই জয় তাকে হাঙ্গেরির সংবিধান পুনর্লিখন এবং অনুদার গণতন্ত্র তৈরির লক্ষ্যে বড় বড় আইন পাস করার সুযোগ করে দেয়।

নির্বাহী ক্ষমতা কুক্ষিগত করা, এনজিও-র কার্যক্রম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নতুন বিধিনিষেধ আরোপ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করার ফলে গণতান্ত্রিক মানদণ্ড নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তার সংঘাত বাধে। এর ফলে হাঙ্গেরির জন্য বরাদ্দ করা বিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো তহবিল স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় ইইউ।

কিন্তু রোববার রাতে অরবানের সেই সাজানো বাগান ধসে পড়ে। প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, মাগিয়ার সংসদীয় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছেন, যা তার সেন্টার-রাইট পার্টিকে অরবানের সব বিতর্কিত সংস্কার বাতিল করার ক্ষমতা দেবে।

পরাজয় স্বীকার করে অরবান সমর্থকদের বলেন, আজ রাতের নির্বাচনের ফলাফল আমাদের দেশ ও জাতির ভাগ্যের জন্য কী অর্থ বহন করে এবং এর গভীর বা মহৎ মানে কী, তা এখনো অস্পষ্ট। আমরা এখনো জানি না। সময় তা বলে দেবে।

তিনি আরও বলেন, তবে ফলাফল যাই হোক না কেন, আমরা বিরোধী দল থেকে আমাদের দেশ ও হাঙ্গেরীয় জাতির সেবা করে যাব।

ট্রাম্প-পুতিনের সঙ্গে সখ্য

২০১৫ সালের ইউরোপীয় অভিবাসী সংকটের সময় অরবান নিজেকে হাঙ্গেরির জাতীয় পরিচয় এবং খ্রিস্টান ঐতিহ্যের অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্য ও তার বাইরে থেকে আসা মুসলিম শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ইইউ কোটা প্রত্যাখ্যান করেন। তার সরকার ধীরে ধীরে এলজিবিটিকিউ+ অধিকার খর্ব করার পদক্ষেপও নিয়েছে।

অভিবাসন নিয়ে তার কঠোর অবস্থান এবং হাঙ্গেরির হ্রাসমান জন্মহার পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা ট্রাম্পসহ অন্যান্য রক্ষণশীল নেতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

অরবান-যিনি ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২২ সালের নির্বাচনেও বিপুল বিজয় অর্জন করেছিলেন-এবার ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ফ্রান্সের মেরিন লে পেন এবং জার্মানির অ্যালিস উইডেলের সমর্থন নিশ্চিত করেছিলেন।

ট্রাম্পও অরবানকে সমর্থন করে বলেছিলেন, ওয়াশিংটনে ডেমোক্রেটিক প্রশাসনের অধীনে বছরের পর বছর দ্বন্দ্বের পর তাদের নেতৃত্বের কারণে মার্কিন-হাঙ্গেরি সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

অরবান রাশিয়ার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। রাশিয়া হাঙ্গেরির অন্যতম প্রধান জ্বালানি সরবরাহকারী। এছাড়া তিনি চীনের সাথেও সখ্যতা রেখেছিলেন, যাদের সংস্থাগুলো হাঙ্গেরিতে বড় আকারের ইভি (ইলেকট্রিক ভেহিকল) এবং ব্যাটারি প্ল্যান্ট নির্মাণ করছে।

নিরাপদ পছন্দ

তিনি এই নির্বাচনকে যুদ্ধ না শান্তি এই দুইয়ের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার লড়াই হিসেবে প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, তিসা পার্টি হাঙ্গেরিকে প্রতিবেশী ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধে টেনে নিতে চায়-যা মাগিয়ার পক্ষ থেকে কঠোরভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনি প্রচারণায় অরবান বলেছিলেন, শান্তির জন্য ফিদেসই নিরাপদ পছন্দ।

তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে বারবার দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন এবং কিয়েভের জন্য ৯০ বিলিয়ন ইউরোর সাহায্য প্যাকেজ আটকে দিয়ে হাঙ্গেরির ইইউ অংশীদারদের ক্ষুব্ধ করেছেন।

কিন্তু জরিপে দেখা গেছে, হাঙ্গেরির ভোটাররা ইউক্রেন যুদ্ধের চেয়ে স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনীতির মতো অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন, যা গত তিন বছর ধরে স্থবির হয়ে আছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর হাঙ্গেরি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির শিকার হয়। এর ফলে খাদ্যের দাম ইইউ-র গড় পর্যায়ের কাছাকাছি চলে গেলেও হাঙ্গেরীয়দের মজুরি এখনো ২৭টি দেশের ব্লকের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন।

পরিবারগুলোর জন্য সস্তা ঋণ এবং কর সুবিধার মতো উদার নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও কট্টর ডানপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে অরবান তরুণ ভোটারদের সমর্থন হারিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

নির্বাচনের আগের জরিপগুলোতে দেখা গেছে, তরুণ ভোটাররা পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। অরবান কখনো এই তরুণদের মন জয়ের চেষ্টা করেছেন, আবার কখনো তার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাদের বিরোধিতাকে ভণ্ড বিদ্রোহ বলে উপহাস করেছেন।

পাঁচ সন্তানের জনক এবং একজন দাদা অরবান বলেছিলেন, আমি জানি তরুণরা তাদের বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে যেতে পছন্দ করে এবং এটি রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি করতে পারে। অসংখ্য নির্বাচনি সমাবেশে যোগ দেওয়া এবং ইন্টারভিউ ও সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের বন্যা বইয়ে দিলেও গত বছরের শেষের দিকে তিনি দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার ক্লান্তি সম্পর্কে একটি বিরল আভাস দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, যখন আমি সৈনিক ছিলাম (সামরিক সেবা দেওয়ার সময়), তারা আমাদের বলত একজন সৈনিকের শীত লাগতে পারে না, সে কেবল শীত অনুভব করতে পারে। আমিও তাই। আমি ক্লান্ত নই। শুধু আমার শক্তি ফুরিয়ে আসছে।

সমস্যা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ন্যাটো

৬ পৃষ্ঠার পর

শান্ত হওয়ার পর ন্যাটোর কাছ থেকে তিনি একটি ফোন পান। সেখানে তারা জানতে চায়, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না। জবাবে ট্রাম্প তাদের চরম তিরস্কার করেছেন বলে উল্লেখ করেন। পোস্টে তিনি লেখেন, হরমুজ প্রণালির পরিস্থিতি এখন শেষ হওয়ার পর, আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না, তা জানতে চেয়ে ন্যাটোর কাছ থেকে আমি একটি ফোন পেয়েছি। আমি তাদের দূরে থাকতে বলেছি, যদি না তারা কেবল নিজেদের জাহাজে তেল ভরতে চায়। সংকটের সময় ন্যাটোর ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওই পোস্টে আরও লেখেন, প্রয়োজনের সময় তারা কোনো কাজেই আসেনি, একটি কাগুজে বাঘ।

পরমাণু ইস্যুতে মতবিরোধ: পূর্ণাঙ্গ

৭ পৃষ্ঠার পর

রুটটি অধিকাংশ জাহাজের জন্য বন্ধ রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, ইরান চায় এই সমঝোতার মাধ্যমে ওয়াশিংটন তাদের জব্দকৃত কিছু তহবিল ছেড়ে দিক, যার বিনিময়ে তেহরান প্রণালিটি দিয়ে আরও বেশি জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেবে।

তেহরানের পক্ষ থেকে ব্রিফ করা হয়েছে এমন একটি সূত্র বুধবার জানায়, একটি টেকসই চুক্তি সম্পন্ন হলে ইরান হরমুজ প্রণালির ওমান অংশ দিয়ে কোনো প্রকার হামলার ঝুঁকি ছাড়াই জাহাজ চলাচলের অনুমতি দিতে পারে-এমন একটি প্রস্তাব দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা চাচ্ছে।

তবে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির অর্ধেকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও বড় ধরনের বিভেদগুলো এখনো রয়ে গেছে। ওই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের (এইচইইউ) মজুত এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণসহ পরমাণু কার্যক্রম কতদিন বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে ঐকমত্য হওয়া এখনও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র চায় ইরান তাদের উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত সরিয়ে ফেলুক।

ট্রাম্পের নতুন তেল অবরোধ আরও

১০ পৃষ্ঠার পর

নতুন করে হামলা চালানোর হুমকিও দিয়েছে। এটি ঘটলে ওই অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত করা এবং তেল উৎপাদনকে যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

রোববার আরবিসি ক্যাপিটাল মার্কেটসের বিশ্লেষকরা লিখেছেন, ভেনিজুয়েলার চেয়ে ইরানকে অবরোধ করা অনেক বেশি কঠিন হতে পারে। আর আমরা ধারণা করছি যে, তেহরান হয়তো আঞ্চলিক জ্বালানি স্থাপনাগুলোর ওপর তাদের হামলা আরও বাড়াবে।

আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার (আইইএ) নির্বাহী পরিচালক ফাতিহ বিরল সোমবার জানিয়েছেন, পারস্য উপসাগরের ৮০টিরও বেশি জ্বালানি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই মারাত্মকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বলেন, ওই অঞ্চলের উৎপাদন পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অন্তত দুই বছর সময় লাগতে পারে।

তারপরও কিছু বিশ্লেষকের মতে, বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহে আরও বাধা সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি থাকলেও, ট্রাম্প যে ইরানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছেন, তা সঠিক সিদ্ধান্ত।

এই বিশেষজ্ঞদের মতে, উপসাগরীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ জ্বালানির সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে ইরান এরই মধ্যে বাকি বিশ্বের অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়েছে।

কেপলার ও এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল এনার্জির অনুমান অনুযায়ী, প্রতিবেশী দেশগুলো যখন জ্বালানি সরবরাহ কমাতে বাধ্য হয়েছে, তখনও ইরান এই প্রণালি দিয়ে বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও অন্যান্য জ্বালানি রপ্তানি চালিয়ে গেছে। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ক্লেটন সিগেল বলেন, আমাদের এই সংকটের একটি সমাধান বের করতেই হবে। ইরান যদি তেল রপ্তানি করতে না পারে এবং এর মাধ্যমে আয় করতে না পারে, তবে একটা সময় পর তারা প্রবল চাপের মুখে পড়বে।

তিনি ইরানের তেলের ওপর অবরোধ আরোপের এই ধারণাকে সমর্থন করেছেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের এই অবরোধ এবং ইরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির ওপর এর প্রভাব নিয়ে বেশ কিছু বড় প্রশ্ন রয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে এবং কোথায় ইরানের সঙ্গে যুক্ত জাহাজগুলো আটকানোর চেষ্টা করবে, তার ওপরই নির্ভর করছে এই অভিযানটি কতটা কঠিন হতে পারে।

তবে ট্রাম্পের এই উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা খুব একটা সমর্থন দেখায়নি।

তেলের বাজারের ব্যবসায়ীরা মূলত অবরোধ এবং গত সপ্তাহের ব্যর্থ শান্তি আলোচনার খবরগুলোকে খুব একটা গায়ে মাখেননি।

মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ছিল প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলারের সামান্য নিচে, যা শান্তি আলোচনা শুরুর আগের দামের চেয়ে কিছুটা বেশি।

অনেক দেশই বর্তমানে জ্বালানি ঘাটতির মুখোমুখি হচ্ছে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সে রকম কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

তারপরও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু করেছিল, সে সময়ের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে এখন পেট্রোল, ডিজেল ও জেট ফুয়েলের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

এর কারণ হলো, তেল এবং তেলজাত পণ্য বিশ্ববাজারে কেনাবেচা হয়। তাই বিশ্বের কোনো এক জায়গায় সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে, ব্যবসায়ীরা অন্য উৎস খুঁজতে শুরু করেন।

এর ফলে সব জায়গাতেই দাম বেড়ে যায়। এমনকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে, খুব শিগগিরই পাম্পগুলোতে পেট্রোলের দাম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই।

অন্যদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাসের বাজারের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। কারণ বর্ণহীন এই জ্বালানি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন। ঘরবাড়ি গরম রাখতে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত এই প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ শুরুর সময়ের চেয়ে এখন উল্টো কমেছে। এর বিপরীতে, এশিয়া ও ইউরোপে এর দাম আকাশ ছুঁয়েছে, কারণ এই অঞ্চলগুলো প্রচুর পরিমাণে গ্যাস আমদানি করে।

আইইএ-এর নির্বাহী পরিচালক ফাতিহ বিরল সোমবার বলেন, সবাই এর প্রভাব অনুভব করবে, তবে কিছু দেশ অন্যের চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ওয়াশিংটনের কট্টরপন্থী চিন্তন প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অফ ডেমোক্রেসিস-এর জ্যেষ্ঠ ফেলো মিয়াদ মালেকি মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে সফল হয়, তবে দুই সপ্তাহ বা তারও কিছু বেশি সময়ের মধ্যে দেশটির তেল মজুত করার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, এর ফলে ইরান শুধু তাদের আয়ের একটি বিশাল উৎস থেকেই বঞ্চিত হবে না, বরং তাদের প্রতিবেশীদের মতো নিজেদের তেলের কূপগুলোও বন্ধ করতে বাধ্য হবে।

ইরান বিশেষজ্ঞ মালেকি, যিনি আগে ট্রাম্প ও বাইডেন প্রশাসনে ট্রেজারি বা অর্থ দপ্তরের নিষেধাজ্ঞা নীতির ওপর কাজ করেছেন, বলেন, ইরান সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় আমার জানা নেই।

তবে এই চাপ হরমুজ প্রণালির ওপর থেকে ইরানের নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে কি না, সেটি একেবারেই ভিন্ন একটি বিষয়।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যুদ্ধের আগের মতো এই জলপথ দিয়ে অবাধে জাহাজ চলাচলের সেই পুরোনো চিত্র আবার কবে দেখা যাবে, তা বলা খুবই কঠিন।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ক্লেটন সিগেলের কথায় টিউব থেকে বের করা টুথপেস্ট তো আর ভেতরে ঢোকানো যায় না।

এই প্রতিবেদনে সহায়তা করেছেন জেনি গ্রস এবং ম্যাক্স কিম। রেবেকা এফ. এলিয়ট দ্য টাইমসের জন্য জ্বালানি বিষয়ক খবরের প্রতিবেদন করেন।

রেমিট্যান্সের ডলারের দাম ১২২.৯০

১০ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকার বলেন, যেসব ব্যাংক আগে ১২৩ টাকা দিয়ে রেমিট্যান্স কিনেছে, তারা আন্তঃব্যাংক বাজারে ১২২.৭০ টাকায় বিক্রি করতে চাইবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত আন্তঃব্যাংক লেনদেন শক্তিশালী করতে চাইছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ সবসময় সঠিক ফল না-ও আনতে পারে।

ফরোয়ার্ড বুকিং বেড়েছে, স্পট মার্কেটে চাহিদা কম

মধ্যেপ্রাচ্যতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ডলার দর বাড়ছে। তাছাড়া যুদ্ধের কারণে রেমিট্যান্স প্রবাহ নিয়ে একরকম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যুদ্ধের জন্য রেমিট্যান্স পাঠানো যাবে না-এমন আশঙ্কা থেকে অনেকেই সঞ্চয়ের বড় একটা অংশ দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এজন্য মার্চে ইতিহাসের সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে পৌঁনে চার বিলিয়ন ডলার। যদিও এর পেছনে ডলারের দর ভালো থাকাও একটা কারণ।

তবে ব্যাংকাররা বলছেন, যুদ্ধ দীর্ঘ হলে সামনে রেমিট্যান্স প্রবাহে একটা ধাক্কা লাগতে পারে। তখন ডলার দর বাড়ার আশঙ্কা থেকে অনেক ব্যাংক ফরওয়ার্ড বুকিং দেওয়া বাড়িয়েছে। ফরওয়ার্ড বুকিং হলো ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট তারিখের পণ্য, সেবা বা বিদেশি মুদ্রার দাম বর্তমান সময়েই চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত লক-ইন বা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া। এটি মূলত ব্যবসায়িক ঝুঁকি (যেমন মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামা) কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেখানে চুক্তির সময় নির্ধারিত মূল্যে ভবিষ্যতে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বর্তমান দরের চাইতে কিছুটা বেশি দামে ফরওয়ার্ড ডলার কিনতে হয়। ব্যাংকাররা বলছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ফরওয়ার্ড বুকিং নেওয়া বেড়েছে ব্যাংকগুলোতে। মূলত ছয় মাস পর যেসব এলসির নিষ্পত্তি করতে হবে, সে সময় ডলারের দাম বাড়লে খরচ বেশি পড়বে। তাই সে সময় ডলার দর বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কিংবা আশঙ্কা থেকে আগেই বর্তমান দামে ডলার বুকিং কিংবা লক করে ফেলছেন ব্যবসায়ীরা। কারণ যুদ্ধ দীর্ঘ হলে রেমিট্যান্স কমার সম্ভবনা রয়েছে, আবার তেলের দামও বাড়তে পারে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

চুক্তি না হলে ইরান উড়িয়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

নিউজ এক প্রতিবেদনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
তাসনিম নিউজের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, তেহরান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত নৌ-অবরোধ বলবৎ থাকবে, ততক্ষণ ইরানের পক্ষ থেকে কোনো আলোচনা সম্ভব নয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ইরানি প্রতিনিধি দল জোর দিয়ে বলেছে যে, ট্রাম্পের এই অবরোধের ঘোষণা কার্যকর থাকা অবস্থায় কোনো সমঝোতার টেবিলে যাবে না ইরান।'

হরমুজ প্রণালি বন্ধে 'ক্ষতি নেই' ট্রাম্পের, তবে তেলের বাজারে অশনিসংকেত

হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দীর্ঘ এক পোস্ট দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তার দেওয়া তথ্যের সঙ্গে বাস্তব চিত্র এবং বিশ্ব বাজারের পরিস্থিতির বড় ধরনের অমিল পাওয়া গেছে।
ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান একটি ফরাসি এবং একটি ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজে গুলি চালিয়েছে। তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত জাহাজ দুটি আসলে ভারতের পতাকাবাহী ছিল।
ট্রাম্প দাবি করেছেন, প্রণালি বন্ধ করে ইরান আসলে যুক্তরাষ্ট্রকে 'সাহায্য' করছে। কিন্তু বিশ্লেষকরা বলছেন এই দাবি সঠিক নয়। মার্কিন নৌবাহিনী মূলত একটি নৌ-অবরোধ তৈরি করেছিল যাতে ইরানের পতাকাবাহী জাহাজ চলাচল করতে না পারে। কিন্তু ইরান এখন পুরো প্রণালিটিই বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সেখানে মার্কিন নৌবাহিনীর অবরোধ করার মতো আর কোনো জাহাজ অবশিষ্ট নেই, কারণ কোনো দেশই এখন ওই পথ ব্যবহার করতে পারছে না।
ট্রাম্পের সবচেয়ে বিতর্কিত দাবিটি হলো-হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের 'কিছুই হারাবার নেই' বা কোনো ক্ষতি নেই। বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, জ্বালানি তেল একটি বৈশ্বিক পণ্য। হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বের বড় একটি অংশের জ্বালানি সরবরাহ হয়।

নিরাপত্তা শঙ্কায় পাকিস্তান যাচ্ছেন না জেডি ভ্যান্স: ট্রাম্প

ইরানের সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত আলোচনায় যোগ দিতে পাকিস্তান যাচ্ছেন না মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। মূলত 'নিরাপত্তা' জনিত উদ্বেগের কারণেই তার এই সফর বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ভ্যান্সের সফর বাতিলের কারণ হিসেবে নিরাপত্তা ইস্যুটিকে সামনে আনেন। তিনি বলেন, 'এটি শুধুমাত্র নিরাপত্তার কারণে। জেডি অসাধারণ একজন মানুষ (সফরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন)।' এর আগে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন দূত মাইক ওয়াল্টজ এবং জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, সোমবার থেকে ইসলামাবাদের শুরু হতে যাওয়া এই আলোচনার মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন জেডি ভ্যান্স।

ইরান যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে, তবে শান্তি চুক্তি হবেই: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন যে, ইরান যুদ্ধবিরতির 'গুরুতর লঙ্ঘন' করেছে। তবে এই লঙ্ঘন সত্ত্বেও তিনি একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে আশাবাদী। এবিসি নিউজের সাংবাদিক জোনাথন কার্লের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানা গেছে।
এবিসি নিউজের সাংবাদিক জোনাথন কার্লকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'শান্তি চুক্তি হবেই। ভালো পথে হোক বা কঠোর পন্থায়-যেকোনো ভাবেই এটি ঘটবে। এটি নিশ্চিত।'

হরমুজ প্রণালিতে দুই ট্যাঙ্কারকে ফিরিয়ে দিল ইরান, ট্রাম্পের কড়া হুঁশিয়ারি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়ার সময় দুটি তেলের ট্যাঙ্কারকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে ইরানি বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের চলমান নৌ-অবরোধের প্রতিবাদে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে তেহরান জানিয়েছে।
সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ জানিয়েছে, বতসোয়ানা এবং অ্যাঙ্গোলার পতাকাবাহী জাহাজ দুটিকে সতর্কবার্তা দেওয়ার পর ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইরান এই ঘটনাকে কৌশলগত এই জলপথে 'অননুমোদিত প্রবেশ' হিসেবে অভিহিত করেছে।
শনিবার ইরান ঘোষণা করেছে যে, তারা হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করছে।
একইসঙ্গে তারা নাবিকদের সতর্ক করে দিয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ এই জ্বালানি রুটটি পুনরায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, ইরানের এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ বন্ধ করে তেহরান যুক্তরাষ্ট্রকে 'ব্ল্যাকমেইল' করতে পারবে না।
ট্রিগারে আঙুল রেখে প্রস্তুত ইরান: ইরানের সেনাপ্রধান
ইরানের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির সামরিক প্রধান আমির হাতামি। তিনি জানিয়েছেন, স্থল, আকাশ ও সমুদ্র-যেকোনো পথেই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনী বদ্ধপরিকর।
আমির হাতামি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর সকল শাখা যেকোনো শত্রুকে চূড়ান্তভাবে মোকাবিলা করতে এবং সামরিক সক্ষমতা আরও জোরদার করতে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। ইরানি বাহিনীর মনোবল অত্যন্ত চাঙ্গা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের সেনারা 'জিহাদ' এবং ত্যাগের আদর্শে উজ্জীবিত। তারা তাদের দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবে না।
হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে হাতামি আরও বলেন, 'আমাদের বাহিনীর আঙুল এখন বন্দুকের ট্রিগারে। যেকোনো ত্যাগের বিনিময়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তারা শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।'
'ইরানকে পারমাণবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ট্রাম্প কে?'-প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের প্রশ্ন
পারমাণবিক অধিকার থেকে ইরানকে বঞ্চিত করার কোনো এখতিয়ার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেই বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মাঝেই ট্রাম্পের কড়া সমালোচনা করে এই মন্তব্য করেন তিনি। পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে মতবিরোধ চলছেই।
রোববার ইরানের সংবাদ সংস্থা ইসনার এক প্রতিবেদনে পেজেশকিয়ানের এই বক্তব্য তুলে ধরা হয়। ইসনার প্রতিবেদনে পেজেশকিয়ানকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, ট্রাম্প বলছেন, ইরান তার পারমাণবিক অধিকার ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু ঠিক কী অপরাধের জন্য পারবে না, সেটা তিনি বলছেন না। একটি জাতিকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ট্রাম্প কে?'
তথ্যসূত্র: রয়টার্স

আগামী সপ্তাহেই পাকিস্তানে শুরু হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান ২য় দফা আলোচনা

আগামী শুক্রবারের আগেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পরবর্তী দফার আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের দুটি নিরাপত্তা সূত্র। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আল জাজিরাকে তারা জানান, কয়েকটি কারণে তারা এমন ধারণায় পৌঁছেছেন। প্রথমত, তারা উল্লেখ করেছেন যে, 'যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ভারী সামরিক পরিবহন বিমান, সি-১৭ গ্লোবমাস্টার, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের নিকটবর্তী রাওয়ালপিন্ডির নূর খান বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করেছে।'
তারা আরও জানিয়েছেন যে, 'বিমানবন্দর থেকে ইসলামাবাদের 'রেড জোন' পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যা উচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়।'
সবশেষ কারণ হিসেবে সূত্রগুলো জানিয়েছে, 'ইসলামাবাদের সেরেনা এবং ম্যারিয়ট-উভয় হোটেল থেকেই অতিথিদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং শুক্রবারের আগে নতুন কোনো বুকিং নেওয়া হচ্ছে না।'
উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল ইসলামাবাদের এই সেরেনা হোটেলেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রথম দফার ঐতিহাসিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
তথ্যসূত্র: আল জাজিরা

হরমুজে ফি দিয়ে জাহাজ চলাচলের সুযোগও বন্ধ করল ইরান, নিষেধাজ্ঞা না মানলে হামলা

ইরানি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র যতক্ষণ পর্যন্ত ইরানের বন্দর এবং জাহাজগুলোর ওপর থেকে তাদের নৌ-অবরোধ তুলে না নেবে, ততক্ষণ এই নৌপথটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
এই ঘোষণার মাধ্যমে ইরান তাদের আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছে। এর আগে জানানো হয়েছিল যে, ইরানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে এবং নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে।
আইআরজিসি-র নৌবাহিনী সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, যদি কোনো জাহাজ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলাচল করার চেষ্টা করে, তবে সেটিকে লক্ষ্যবস্তু করা হবে।
তথ্যসূত্র: মিডল ইস্ট আই

মার্কিন নৌ-অবরোধ যুদ্ধবিরতির শর্তের লঙ্ঘন: ইরান

ইরানের নৌবাহিনী জানিয়েছে যে, ইরানি বন্দরগুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চলমান নৌ-অবরোধ 'যুদ্ধবিরতির শর্তের এক চরম লঙ্ঘন'।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ

৮ পৃষ্ঠার পর

ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও নারী শিক্ষাসহ দেশ গঠনে সার্বিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মরণোত্তর এই সম্মাননা দেওয়া হয়। তার পক্ষে পদক গ্রহণ করেন নাতনি জাইমা রহমান। এবার খালেদা জিয়াসহ মোট সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মরণোত্তর এই সম্মাননা পেয়েছেন। তারা হলেন- মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য মেজর মোহাম্মদ আবদুল জলিল, সাহিত্যে ড. আশরাফ সিদ্দিকী, সমাজসেবায় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও মাহেরীন চৌধুরী (মাইলস্টোন স্কুলের শিক্ষক), সংস্কৃতিতে প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী বশীর আহমেদ এবং জনপ্রশাসনে কাজী ফজলুর রহমান।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান এবং খালেদা জিয়ার বোন সেলিমা ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদসহ মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, বিচারপতি, তিন বাহিনীর প্রধান এবং সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি।

ব্যক্তিগত শ্রেণিতে আরও পদক পেয়েছেন- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক জহুরুল করিম, সংস্কৃতিতে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরিকল্পক ও উপস্থাপক এ কে এম হানিফ (হানিফ সংকেত), ক্রীড়ায় টেবিল টেনিস কিংবদন্তি জোবেরা রহমান লিনু এবং সমাজসেবায় মো. সাইদুল হক। এছাড়া গবেষণা ও প্রশিক্ষণে মোহাম্মদ আবদুল বাকী, অধ্যাপক এম এ রহিম ও অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া এবং পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আবদুল মুকিত মজুমদার (মুকিত মজুমদার বাবু) এই গৌরবময় পদক লাভ করেন।

এবার স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত পাঁচটি প্রতিষ্ঠান হলো- মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকার জন্য ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চিকিৎসাবিদ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পল্লী উন্নয়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সমাজসেবায় এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইন বাংলাদেশ এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

উল্লেখ্য, গত ৫ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চলতি বছরের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করেছিল। আজ বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় এই সর্বোচ্চ সম্মাননা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হলো।

আগামী বাজেটে সব ধরনের কর-

৯ পৃষ্ঠার পর

মনোভাব দেখিয়েছে।

তবে নতুন এই ঋণের পরিমাণ এবং শর্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

তিনি জানান, অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল আইএমএফ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছে। বৈঠকে নতুন ঋণ পাওয়ার পাশাপাশি চলমান ঋণ কর্মসূচির আওতায় বকেয়া কিস্তিসহ প্রায় ১ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার জুনের মধ্যে ছাড় করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, "সেখানে আইএমএফ মূল ঋণচুক্তির দুটি শর্ত বাস্তবায়নের পক্ষে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। শর্ত দুটি হলো-সব ধরনের কর-ছাড় সুবিধা বাতিল করে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ এবং গ্যাস-বিদ্যুৎসহ জ্বালানি ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নিম্ন আয়ের মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর

ইরান রাজি, ধীরে-সুস্থে ওদের

৫ পৃষ্ঠার পর

একসঙ্গেই এটি উদ্ধার করব। আমরা খুব ধীরেসুস্থে ইরানের ভেতরে যাব। এরপর বড় বড় যন্ত্রপাতি দিয়ে খনন চালিয়ে এই ইউরেনিয়াম বের করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসব।

তবে ট্রাম্পের এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই। ইরানি বার্তা সংস্থা তাসনিমকে বাঘাই বলেন, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম আমাদের কাছে ইরানের মাটির মতোই পবিত্র। পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই এটি কোথাও হস্তান্তর করা হবে না।

উল্লেখ্য, গত বছরের জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে বোমাবর্ষণ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। ট্রাম্পের বিশ্বাস, ওই হামলার পর সেখানে যা অবশিষ্ট আছে, সেটাই এই পারমাণবিক ধুলো বা নিউক্লিয়ার ডাস্ট।

ধারণা করা হয়, ইরানের কাছে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত বিশুদ্ধ করা ৯০০ পাউন্ডেরও বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার যেকোনো আলোচনায় তেহরানের এই পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়টিই সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।

ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন, এই যুদ্ধের মূল লক্ষ্যই ছিল ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখা। অন্যদিকে ইরানের দাবি, তারা কেবল শান্তিপূর্ণ ও বেসামরিক কাজেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে।

সংস্কারে ব্যর্থতার কারণ দেখিয়ে

৯ পৃষ্ঠার পর

জুনের মধ্যে ছাড় করা হবে না বলে বাংলাদেশকে নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি। বর্তমান কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ এখনো মোট ১.৮৬ বিলিয়ন ডলার পাবে, যার মেয়াদ আগামী জানুয়ারিতে শেষ হবে।

আইএমএফ আমাদের বলেছে, ঋণ চুক্তির আওতায় রাজস্বখাত সংস্কার, ব্যাংকখাত সংস্কার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার, বাজারভিত্তিক বিনিময় হার নিশ্চিত করাসহ যেসব শর্ত ছিল, বাংলাদেশ সেগুলো বাস্তবায়ন করেনি। এ অবস্থায়, চলমান ঋণচুক্তির বাস্তবায়ন পরিস্থিতি রিভিউ (পর্যালোচনা) না করে ঋণের কিস্তি ছাড় করার ব্যাপারে তারা আগ্রহী নয়। আর রিভিউ করার ক্ষেত্রেও সংস্থাটি অনেক সময়ক্ষেপণ করবে বলে আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে বলেন ওই কর্মকর্তা।

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ যদি সব শর্ত পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান কর্মসূচি চালিয়ে যেতে চায়, তবুও কোনো অর্থ ছাড় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে। আইএমএফ বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে সংশোধিত শর্তে নতুন ঋণ দিতে বেশি আগ্রহী বলে মনে হয়েছে।চ

এছাড়া সম্প্রতি সংসদে পাস হওয়া ব্যাংক রেজ্যুলেশন বিলে সরকার ১৮ক ধারা যুক্ত করে রেজ্যুলেশনের জন্য তালিকাভুক্ত করা ব্যাংকগুলো পুরনো মালিকদের ফিরে আসার সুযোগ দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইএমএফ।

সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংকের আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাজেটের অর্থ ব্যবহারের সরকারি পরিকল্পনারও সমালোচনা করেছে সংস্থাটি। তাদের মতে, আমানতকারীদের পাওনা মেটাতে বাজেট থেকে অর্থ খরচ না করে- ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স স্কিম বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে দেওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে, জ্বালানি আমদানির উচ্চ ব্যয় মেটাতে বাংলাদেশ আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে অতিরিক্ত অর্থ সহায়তা চেয়েছে। তবে বর্তমান কর্মসূচি নিয়ে আইএমএফের কঠোর অবস্থানের কারণে ওয়াশিংটনে অবস্থানরত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল তুলনামূলক সহজ শর্তে অতিরিক্ত অর্থায়নের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেও আলোচনা করছে।

গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত গত শেখ হাসিনা সরকারের সময় ২০২৩ সালে আইএমএফ এর সঙ্গে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি সই করে বাংলাদেশ। অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময় ঋণের পরিমাণ আরও ৮০০ মিলিয়ন ডলার বাড়ানো হয়। ফলে ঋণ কর্মসূচির মোট আকার দাঁড়ায় ৫.৫ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্য থেকে বাংলাদেশকে মোট ৩.৬৪ বিলিয়ন ডলার ঋণের অর্থ ছাড় করেছে আইএমএফ।

গত ডিসেম্বরে আরেকটি কিস্তি পাওয়ার কথা থাকলেও-নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে ঋণের অর্থ ছাড় করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে তা আটকে রাখে সংস্থাটি। ডিসেম্বরের বকেয়া কিস্তির সঙ্গে আগামী জুনের একটি কিস্তি মিলিয়ে জুন মাসেই ১.৩ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার আশা করেছিল বাংলাদেশ।

তবে গত মাসে বাংলাদেশ সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করে আইএমএফ-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল জুনে কিস্তি ছাড়ের বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি।

গতকাল ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে আইএমএফের এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণ শ্রীনিবাসন বলেন, তিনি সাম্প্রতিক বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও অর্থমন্ত্রী আমির খসরুর সঙ্গে বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, "দেশটি যে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে ভালো আলোচনা হয়েছে। আমরা উল্লেখ করেছি, শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় থাকায় এখনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণের উপযুক্ত সময়। তারা আমাদের কথা শুনেছেন, এখন আমরা দেখব তারা কীভাবে সাড়া দেন।চ

শ্রীনিবাসন বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এবং দেশটির অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক নিচের স্তরে রয়েছে।

তিনি বলেন, "রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ভালো নয়। এটি কম এবং গত তিন বছরে আরও কমেছে। রাজস্ব খাত, আর্থিক খাতের পুনর্বাসন এবং বিনিময় হার সংস্কারসহ আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন।চ

তিনি আরও জানান, আইএমএফ সমর্থিত ঋণ কর্মসূচির তিনটি মূল ভিত্তিতেই এখনো উল্লেখযোগ্য কাজ বাকি রয়েছে।

শ্রীনিবাসন বলেন, আইএমএফ-এর টিম বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য জানানো হবে।

অর্থনীতিবিদরা বলেন, ঋণ কর্মসূচি অনুমোদনের সময় আইএমএফ বাংলাদেশকে কর অব্যাহতি সুবিধা কমানোসহ বিস্তৃত সংস্কারের মাধ্যমে জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর শর্ত দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাতই উল্টো কমেছে।

তারা আরও বলেন, ব্যাংকিংখাতে কাগজে-কলমে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত সংস্কার হয়নি।

রাশিয়ার জ্বালানি আমদানিতে

৮ পৃষ্ঠার পর

জাহাজ বাংলাদেশের পথে ছিল না।

নতুন আমদানির সুযোগ

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, এই ৬০ দিনের ছাড় বাংলাদেশকে কিছুটা স্বস্তি দেবে। কারণ প্রথাগত জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় যখন অস্থিরতা বিরাজ করছে, তখন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাশিয়া থেকে পরিশোধিত জ্বালানি-বিশেষ করে ডিজেল-সংগ্রহ করা যাবে।

জ্বালানি বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দুই মাসের ছাড় দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, তবে আমরা এখনও অফিশিয়াল ডকুমেন্ট হাতে পাইনি।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান দাম ও জোগানের সীমাবদ্ধতার কারণে সরবরাহের উৎসে বৈচিত্র্য আনতে চাইছে বাংলাদেশ। এর অংশ হিসেবেই রুশ উৎস থেকে অন্তত ১০ লাখ টন ডিজেল আমদানির সুবিধার্থে এই ছাড়ের আবেদন করা হয়েছিল।

জ্বালানি বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, একটি যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক কোম্পানির মাধ্যমে রুশ জ্বালানি সরবরাহের একটি চলমান চুক্তির অধীনে প্রথম ধাপে ১ লাখ টন ডিজেল আমদানির প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)।

মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনায়, বিশেষ করে ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ মূলত আমদানিকৃত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু দামের অস্থিরতা ও সরবরাহ সংকটের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথাগত সরবরাহকারীদের থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্বালানি পেতে হিমশিম খাচ্ছে দেশ।

কূটনৈতিক তৎপরতা

৩০ মার্চ মার্কিন সরকারকে পাঠানো এক চিঠিতে জ্বালানি বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে সীমিত সময়ের জন্য এই নিষেধাজ্ঞায় ছাড় চেয়েছিল। ওই চিঠিতে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রথাগত উৎসগুলো থেকে জ্বালানি সংগ্রহের চ্যালেঞ্জগুলো উল্লেখ করা হয়। চিঠিতে আরও বলা হয়, জ্বালানি সম্পদের সহজলভ্যতা এবং দ্রুত সরবরাহের সক্ষমতার কারণে রাশিয়া এখন একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প সরবরাহকারী হিসেবে সামনে এসেছে।

বাংলাদেশ ও মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েক দফা উচ্চপর্যায়ের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ছাড়ের আবেদনটি করা হয়েছিল। গত ১৮ মার্চ একটি ভার্চুয়াল বৈঠকের পর ২০ মার্চ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে চিঠি দেয় বিপিসি।

ওই বৈঠকে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, ওয়াশিংটনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাস ও জ্বালানি বিভাগের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

জ্বালানি বিভাগ তাদের চিঠিতে রুশ উৎস থেকে অন্তত ১০ লাখ টন ডিজেল আমদানির সুবিধার্থে সর্বনিম্ন দুই মাসের জন্য এই ছাড়ের একটি প্রস্তাবনা তুলে ধরে। এতে আরও বলা হয়, আমদানির পুরো প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ রাখতে এবং আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে সম্পন্ন করতে বিপিসি একটি মার্কিন কোম্পানির সাথে কাজ করছে।

জ্বালানি বিভাগের চিঠিতে বলা হয়, এই উদ্যোগটিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জ্বালানি সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় মার্কিন কোম্পানিগুলোর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা আরও বাড়বে।

এদিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিন গতকাল ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

আগের লাইসেন্সের সীমাবদ্ধতা

কর্মকর্তারা জানান, এর আগে জেনারেল লাইসেন্স ১৩৪-সহ যেসব মার্কিন বিধান ছিল, তা বাংলাদেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ ১২ মার্চ যখন ওই অনুমোদন দেওয়া হয়, তখন রাশিয়ার কোনো কার্গো বাংলাদেশের অভিমুখে ছিল না।

সেই লাইসেন্সটি কেবল ১২ মার্চ বা তার আগে জাহাজে তোলা হয়েছে, এমন রুশ তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রি, সরবরাহ বা খালাস করার অনুমতি দিয়েছিল। ফলে এর মাধ্যমে নতুন করে জ্বালানি সংগ্রহের কোনো সুযোগ ছিল না।

তবে ওই লাইসেন্সের আওতায় নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা ট্যাঙ্কারগুলোর জন্য নিরাপদ ডকিং, ক্রুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জরুরি মেরামত, বাঙ্কারিং, বিমা ও জাহাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের অনুমতি ছিল।

বর্তমানে নতুন করে দেওয়া এই ছাড় আগের সেই সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করেছে। এর ফলে নির্ধারিত সময়ের জন্য বাংলাদেশ এখন রাশিয়ার জ্বালানি আমদানি করতে নতুন চুক্তি করার সুযোগ পাবে।

নিষেধাজ্ঞা ও জ্বালানি নিরাপত্তার ভারসাম্য

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে রুশ জ্বালানি রপ্তানি-সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ লেনদেন এখনো কঠোর বিধিনিষেধের আওতায় রয়েছে।

তবে সহযোগী দেশগুলোর জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের জন্য এই ছাড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি সমাধান। এটি দেশের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং জ্বালানি খাতের ওপর তৈরি হওয়া বাড়তি চাপ কমাতে সহায়ক হবে।

জ্বালানি খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই ছাড়ের মেয়াদ থাকাকালীন আমদানির পরিকল্পনাগুলো সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। এটি করতে পারলে দেশের বাজারে জ্বালানির সম্ভাব্য ঘাটতি মেটানো এবং অস্থিরতা রোধ করা যাবে।

ব্যক্তি পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের

৯ পৃষ্ঠার পর

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ সরকারি চাকরির তথ্য খুঁজেছেন। ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ খোঁজ করেছেন খেলাধুলা-সংক্রান্ত তথ্য। এ সময়ের মধ্যে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ অনলাইনে কেনাকাটা করেছেন।

এছাড়া, উচ্চমূল্যের কারণে ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ নাগরিক ইন্টারনেট সেবা গ্রহণে অনাগ্রহী বলে জানিয়েছেন, যা ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জরিপের এ ফলাফল থেকে স্পষ্ট, দেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটলেও এর সুষম ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সাশ্রয়ী সেবার নিশ্চয়তা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের দক্ষতার ক্ষেত্রেও কিছু চিত্র উঠে এসেছে। ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ ব্যবহারকারী কপি-পেস্ট করতে পারেন। ৭৮ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যবহারকারী সাইবার আক্রমণের পর দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছেন।

ইন্টারনেট ব্যবহারে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যবহারকারী ভাইরাস ও ম্যালওয়্যারকে উল্লেখ করেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে শ্রমবাজারে নতুন

৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশিদের শ্রমবাজার বন্ধ রয়েছে। গত দেড় বছরে অদক্ষ কর্মী নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক কড়াকড়ি আরোপ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতও।

নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে অগ্রগতি সীমিত থাকায় মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকট বিদেশে কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ নিয়ে জনশক্তি রপ্তানিকারক ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ঈদের সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে এখনো তাৎক্ষণিক কোনো নেতিবাচক প্রভাব দেখা না গেলেও, সংঘাত অব্যাহত থাকলে তা কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কারণ, বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্স আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ আসে উপসাগরীয় দেশগুলো থেকেই।

এদিকে বর্তমানে দেশে অবস্থানরত অনেক প্রবাসী কর্মী ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন, যদিও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি বিবেচনায় বেশিরভাগ উপসাগরীয় দেশ ভিসার মেয়াদ এক মাস বাড়িয়েছে।

তবে এরই মধ্যে এই সংঘাত ৪০ দিনের বেশি গড়িয়েছে।

জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বায়রার সাবেক মহাসচিব শামীম আহমেদ চৌধুরী নোমান দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন,'বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু গাড়িচালক নিতে আমিরাতের দুজন নিয়োগকর্তা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের ঢাকা আসার কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের কারণে পুরো প্রক্রিয়া আটকে গেছে।'

শামীম আরও বলেন,'নতুন শ্রমিক নেওয়ার চাহিদা এখন স্তিমিত। সংঘাত চলতে থাকলে নতুন প্রকল্পগুলোও পিছিয়ে যেতে পারে। এতে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও কমবে।'

বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বড় অংশই মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীল উল্লেখ করে শামীম বলেন,'এই অঞ্চলে কোনো অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে তা সরাসরি আমাদের শ্রমবাজারে প্রভাব ফেলে। নতুন বাজার খোঁজার বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হলেও বাস্তবে তেমন অগ্রগতি নেই।'

সৌদি আরবে কর্মী নিয়োগের হার কমেছে ৪৪%

বেসরকারি হিসাব বলছে, ছয়টি উপসাগরীয় দেশে প্রায় ৬০ লাখ বাংলাদেশি কাজ করছেন। অর্থাৎ, দেশের মোট প্রবাসী কর্মীর অর্ধেকেরও বেশি।

এর মধ্যে সৌদি আরবে ৩০ লাখের বেশি কর্মী কাজ করেন এবং গত বছর বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশের মোট কর্মীদের প্রায় ৬৭ শতাংশ (প্রায় ১১ লাখ ৩০ হাজার) সেখানে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশি কর্মীদের কাছে প্রধান গন্তব্য সৌদি আরব। কোভিড-১৯ মহামারির পর সেখানে কাজের সুযোগ আরও বাড়ে। কিন্তু কঠোর ভিসা নীতি এবং চলমান আঞ্চলিক সংঘাতের কারণে গত দুই মাসে এই শ্রমবাজারে চাপের সৃষ্টি হয়েছে।

সৌদি আরবের শ্রমবাজার নিয়ে কাজ করা টিপু সুলতান জানান, সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি কর্মী নেওয়ার একটি প্রস্তাবও পাননি।

তিনি বলেন,'জালিয়াতি রুখতে যুদ্ধের আগে থেকেই ভিসা দেওয়ায় কড়াকড়ি আরোপ করেছিল সৌদি কর্তৃপক্ষ। এতে কর্মীর চাহিদা প্রায় ৫ শতাংশে নেমে এসেছিল। এখন যুদ্ধের কারণে নতুন কর্মীর চাহিদা একদম শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে।'

টিপু সুলতান আরও বলেন,'বিএমইটি এখন যেসব ছাড়পত্র দিচ্ছে, সেগুলো যুদ্ধ শুরুর আগেই প্রক্রিয়াধীন ছিল।'

বিএমইটির তথ্য বলছে, গত মার্চে সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য ২৪ হাজার ৮৬২ জন কর্মীকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। অথচ ফেব্রুয়ারিতে এই সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার ৩৮২ জন। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে ছাড়পত্র দেওয়ার হার কমেছে প্রায় ৪৪ শতাংশ।

উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে জর্ডান, ইরাক ও লেবাননের মতো দেশগুলোতেও বাংলাদেশি কর্মীরা যান। কিন্তু পুরো অঞ্চলে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ায় এসব দেশের শ্রমবাজারও এখন হুমকির মুখে।

বায়রার সদস্যরা সতর্ক করে বলেছেন, পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে রেমিট্যান্স কমার পাশাপাশি দেশে বেকারত্ব বাড়বে। এজন্য তারা সরকার, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়েছেন।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন,'মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রমে কিছুটা বিঘ্ন ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া ও যোগাযোগ ধীর হয়ে পড়েছে। আমরা দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি।'

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শ্রমবাজারের কার্যক্রমও আবার স্বাভাবিক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

থমকে গেছে কুয়েতের শ্রমবাজার

সংঘাতের আগে প্রতি মাসে গড়ে দেড় থেকে দুই হাজার বাংলাদেশি কর্মী কুয়েতে যেতেন। কখনো কখনো এই সংখ্যা আড়াই হাজারও ছাড়িয়ে যেত। তারা সাধারণত গাড়িচালক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয়েও কর্মরত থাকেন। এছাড়া অনেকেই গৃহকর্মী হিসেবে-যেমন পরিচারক, রাঁধুনি ও গাড়িচালক হিসেবেও নিয়োজিত আছেন।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

এসবি ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজিং পার্টনার কামাল শিকদার বলেন,'নতুন ভিসা দেওয়া প্রায় বন্ধ। ব্যবসাও পুরোপুরি থমকে গেছে। আমার এজেন্সি নতুন কোনো চাকরির ভিসা পায়নি। কাজের সন্ধানে আমি প্রায়ই কুয়েতে যেতাম, কিন্তু ফ্লাইট বন্ধ থাকায় এখন সেটাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় বিএমইটির ছাড়পত্র পাওয়ার পরও কর্মীরা কুয়েতে যেতে পারছেন না। মার্চে ১ হাজার ৫৩৯ জন কুয়েতগামী কর্মীকে ছাড়পত্র দিয়েছে বিএমইটি। আগের মাসে এই সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৮৫২ জন।

যাদের ভিসা হয়ে গেছে তারাও যেতে পারছেন না উল্লেখ করে কামাল বলেন,'যারা ২৮ তারিখের পর বিএমইটির ছাড়পত্র পেয়েছেন, তারা ফ্লাই করতে পারেননি। এমনকি আগের প্রার্থীরাও এখনো আটকে আছেন। পুরো প্রক্রিয়াই স্থবির হয়ে পড়েছে।'

তিনি আরও জানান, ট্রানজিট ভিসার প্রয়োজন হওয়ায় বিকল্প রুটে যাওয়াও এখন সম্ভব হচ্ছে না।

তবে কর্তৃপক্ষ সীমান্ত এলাকাগুলো থেকে বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছে। এসব সাপ্তাহিক ফ্লাইটে'টু-ওম্রে যাতায়াত করা যায়। যাত্রীদের বাসযোগে সীমান্ত পয়েন্ট থেকে কুয়েতে নেওয়া হচ্ছে।

ভিসার মেয়াদ ফুরোচ্ছে, দেশেই আটকা কর্মীরা

ছুটি কাটাতে দেশে ফেরা একাধিক প্রবাসী কর্মীরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর উপসাগরীয় দেশগুলোতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে ইরানের হামলার কারণে অন্তত আটজন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন।

৩০ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী ১ হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

টিপু সুলতান বলেন, চলমান সংকটের কারণে অনেক প্রবাসী কর্মীর ভিসা, ছুটির মেয়াদ ও ইকামার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের জন্য কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিসার মেয়াদ এক মাস বাড়িয়েছে। অন্যদিকে সৌদি আরব এসব বিষয়ে কর্মীদের নিজ নিজ নিয়োগকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছে।

ডাটাবেজ ও নতুন শ্রমবাজার খোঁজা জরুরি

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির ওপর জোর দিয়েছেন। যারা বিদেশে যাওয়ার অপেক্ষায় আছেন, যাদের ভিসা প্রক্রিয়াধীন এবং বর্তমানে শ্রমিকের চাহিদা কেমন-এসব তথ্য এই ডাটাবেজে থাকতে হবে। এতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কার্যকর নীতি প্রণয়ন সহজ হবে।

জনশক্তি রপ্তানিকারকেরা ইউরোপ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের মতো বিকল্প শ্রমবাজারগুলোতে নজর দেওয়ার কথা বলেছেন। তবে এসব দেশে ভিসার কাজ হতে সময় লাগে। পাশাপাশি ভাষার দক্ষতা এবং বিশেষায়িত কাজ জানার প্রয়োজন হয়।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জালাল উদ্দিন শিকদার বলেন,'বিশ্বজুড়ে এখন দক্ষ ও বিশেষায়িত কর্মীদের চাহিদা বাড়ছে। আমাদের কর্মীদের অবশ্যই কারিগরি দক্ষতা, ভাষার জ্ঞান এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে, জ্বালানি আমদানির উচ্চ ব্যয় মেটাতে বাংলাদেশ আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে অতিরিক্ত অর্থ সহায়তা চেয়েছে। তবে বর্তমান কর্মসূচি নিয়ে আইএমএফের কঠোর অবস্থানের কারণে ওয়াশিংটনে অবস্থানরত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল তুলনামূলক সহজ শর্তে অতিরিক্ত অর্থায়নের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেও আলোচনা করছে। গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত গত শেখ হাসিনা সরকারের সময় ২০২৩ সালে আইএমএফ এর সঙ্গে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণচুক্তি সই করে বাংলাদেশ। অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময় ঋণের পরিমাণ আরও ৮০০ মিলিয়ন ডলার বাড়ানো হয়। ফলে ঋণ কর্মসূচির মোট আকার দাঁড়ায় ৫.৫ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্য থেকে বাংলাদেশকে মোট ৩.৬৪ বিলিয়ন ডলার ঋণের অর্থ ছাড় করেছে আইএমএফ।

গত ডিসেম্বরে আরেকটি কিস্তি পাওয়ার কথা থাকলেও-নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে ঋণের অর্থ ছাড় করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে তা আটকে রাখে সংস্থাটি। ডিসেম্বরের বকেয়া কিস্তির সঙ্গে আগামী জুনের একটি কিস্তি মিলিয়ে জুন মাসেই ১.৩ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার আশা করেছিল বাংলাদেশ।

তবে গত মাসে বাংলাদেশ সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করে আইএমএফ-এর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল জুনে কিস্তি ছাড়ের বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি।

গতকাল ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে আইএমএফের এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণ শ্রীনিবাসন বলেন, তিনি সাম্প্রতিক বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও অর্থমন্ত্রী আমির খসরুর সঙ্গে বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, 'দেশটি যে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে ভালো আলোচনা হয়েছে। আমরা উল্লেখ করেছি, শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নতুন সরকার ক্ষমতায় থাকায় এখনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণের উপযুক্ত সময়। তারা আমাদের কথা শুনেছেন, এখন আমরা দেখব তারা কীভাবে সাড়া দেন।চ

শ্রীনিবাসন বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এবং দেশটির অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে যেটুকু প্রয়োজন তার চেয়েও অনেক নিচের স্তরে রয়েছে।

তিনি বলেন, 'রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ভালো নয়। এটি কম এবং গত তিন বছরে আরও কমেছে। রাজস্ব খাত, আর্থিক খাতের পুনর্বাসন এবং বিনিময় হার সংস্কারসহ আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন।চ

তিনি আরও জানান, আইএমএফ সমর্থিত ঋণ কর্মসূচির তিনটি মূল ভিত্তিতেই এখনো উল্লেখযোগ্য কাজ বাকি রয়েছে।

শ্রীনিবাসন বলেন, আইএমএফ-এর টিম বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য জানানো হবে।

অর্থনীতিবিদরা বলেন, ঋণ কর্মসূচি অনুমোদনের সময় আইএমএফ বাংলাদেশকে কর অব্যাহতি সুবিধা কমানোসহ বিস্তৃত সংস্কারের মাধ্যমে জিডিপির অনুপাতে রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর শর্ত দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাতই উল্টো কমেছে।

তারা আরও বলেন, ব্যাংকিংখাতে কাগজে-কলমে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত সংস্কার হয়নি। এমনকী মুদ্রার বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার কথা বলা হলেও-বর্তমানে বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক বিনিময় হার কার্যকর নয় বলে মনে করে আইএমএফ।

ঋণচুক্তি করার সময় ২০২৬ সালের মধ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎখাতে ভর্তুকি পুরোপুরি প্রত্যাহার করার অঙ্গীকার করেছিল বাংলাদেশ। এ শর্ত বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ সরকার কয়েকদফা গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পর, প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে অন্তবর্তীকালীন সরকারের ১৮ মাসের মেয়াদে গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়নি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন টিবিএসকে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় আইএমএফের শর্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, 'ব্যাংক খাতে কিছু সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাস্তবায়নের দায়িত্ব নির্বাচিত সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজস্ব খাতে কোনো সংস্কার হয়নি এবং পর্যায়ক্রমে ভর্তুকি কমানোরও কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। এ কারণেই আইএমএফ বর্তমান ঋণ কর্মসূচিতে অসন্তুষ্ট এবং এখন এটি থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে।চ

ড. ফাহমিদার মতে, আইএমএফ কর্মসূচির শেষ কিস্তিগুলো পর্যালোচনার আগে সরকারের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে। 'হয় সরকার আইএমএফের সব শর্ত মেনে কর্মসূচি চালিয়ে যাবে, অথবা শর্ত প্রত্যাখ্যান করে চুক্তি থেকে সরে আসবে।চ

তিনি আরও বলেন, জ্বালানি আমদানির বাড়তি ব্যয় মেটানো এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের জরুরি অর্থ প্রয়োজন, তবে জানুয়ারির মধ্যে সব শর্ত পূরণ করা কঠিন হবে।

তার মতে, সরকার চাইলে প্রধান শর্তগুলো বাস্তবায়ন শুরু করে ভবিষ্যতে সংস্কার চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বাকি অর্থ ছাড়ের জন্য আলোচনা করতে পারে।

অর্থ বিভাগের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ বলেন, আইএমএফ কর্মসূচির পুরো অর্থ তুলতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তবে তিনি বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও জ্বালানি পরিস্থিতিতে আইএমএফের সব শর্ত পূরণ করা সরকারের জন্য কঠিন হবে।

মাহবুবের মতে, অতীতে আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের সঙ্গে করা একাধিক চুক্তির চূড়ান্ত কিস্তিগুলোও বাংলাদেশ পায়নি, কারণ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন, অতীতে আইএমএফের মাত্র একটি কর্মসূচির পুরো অর্থ বাংলাদেশ তুলতে পেরেছিল-২০১২ সালে স্বাক্ষরিত ১ বিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তির।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ব্যয়ে সরকার-

৯ পৃষ্ঠার পর

আইএমএফের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাইজেল ক্লার্কের সঙ্গে এবং অন্যটি সংস্থাটির এশিয়া-প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণা শ্রীনিবাসনের সঙ্গে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য রয়ে গেছে। তিনি বলেন, আইএমএফের সাথে কিছু অমীমাংসিত বিষয় আছে। আমরা আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করব।

বিস্তারিত কিছু না বললেও তিনি জানান যে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। তবে অর্থমন্ত্রী সম্পর্কের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরে বলেন, আইএমএফসহ উন্নয়ন সহযোগীরা বিএনপির ইশতেহারের সাথে মোটামুটি একমত। তিনি বলেন, আলোচনা হচ্ছে মূলত পদ্ধতি নিয়ে-আমরা এটি কীভাবে বাস্তবায়ন করব।

সামাজিক খাতের ব্যয়ের বাইরে রাজস্ব আদায় ও ব্যাংক খাতের সংস্কারের গতি নিয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছে। আইএমএফ দীর্ঘদিন ধরে বাজারের ওপর ভিত্তি করে বিনিময় হার নির্ধারণের দাবি জানিয়ে আসছে, যা ঢাকা এখন পর্যন্ত আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

এছাড়া, আইএমএফ কর-জিডিপি অনুপাত শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ বাড়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে বলেছে এবং আর্থিক খাতের সংস্কারের গতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

অর্থমন্ত্রী অবশ্য সংস্কারের এই সময়সীমা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, নতুন প্রশাসন একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ১৭ বছর পর ক্ষমতায় ফিরে সরকার একটি তীব্র জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, যা ইরান যুদ্ধের কারণে আরও জটিল হয়েছে।

কর্মকর্তাদের মতে, অর্থমন্ত্রী যুক্তি দিয়েছেন যে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র দুই মাসের মধ্যে ব্যাপক সংস্কার বাস্তবায়ন করা অবাস্তব।

রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারের অনড় অবস্থানের কথা জানিয়ে এক কর্মকর্তা অর্থমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে বলেন, রাজস্ব হুট করে বাড়ানো সম্ভব নয়। সংস্কারের গতি হতে হবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিয়ে আইএমএফের উদ্বেগের বিষয়ে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা বলেন, জনস্বার্থ এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোই বর্তমান সরকারের মূল দর্শন। সরকার এসব বিষয়ে আপসহীন। অর্থমন্ত্রী আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের কাছে দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, সরকার তাড়াহুড়ো করবে না।

বাংলাদেশ দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইএমএফ বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পাশে থাকার ও নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। উভয় পক্ষই সংলাপে বসার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠককে অর্থমন্ত্রী 'খুবই ইতিবাচক' বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি জানান, বিশ্বব্যাংক সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

আ.লীগ সরকারের রাজনৈতিক

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাহারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিল। তবে ওই কমিটির নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো হত্যা মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি।

আইনমন্ত্রী বলেন, গত ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে জেলা পর্যায়ে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করবে।

এছাড়া এসব সুপারিশ যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে গত ৮ মার্চ আইনমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি জেলা কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে মামলা প্রত্যাহারের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

তিনি আরও বলেন, "সংসদ সদস্যসহ যেকোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আবেদন করা হলে তা জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যালোচনা করবে।চ

পর্যালোচনায় কোনো মামলা হয়রানিমূলক হিসেবে প্রতীয়মান হলে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়ের করা মামলার ভুক্তভোগীদের প্রতিকার দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান তিনি।

দেয়। ফলে হরমুজ পার হতে পারনি বাংলার জয়যাত্রা। নোঙর তোলার পর হরমুজ পেরোতে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর

এবারও হরমুজ পার হতে পারল

৮ পৃষ্ঠার পর

(আইআরজিসি) অনুমতি ছাড়াই অন্যান্য বাণিজ্যিক জাহাজের মতো এগিয়ে যেতে থাকে জয়যাত্রা।

এরপর রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে জাহাজটি হরমুজ প্রণালিতে প্রবেশ করে। তবে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে ইরানি নৌবাহিনী সব জাহাজকে ইঞ্জিন বন্ধ করার আদেশ দিয়ে রেডিও বার্তা পাঠিয়ে যাত্রা থামিয়ে দেয়। সাথে এ-ও বার্তা দেয় যে, আইআরজিসির অনুমতি ছাড়া কেউ হরমুজ প্রণালি পার হতে পারবে না।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমোডর মাহমুদুল মালেক টিবিএসকে বলেন,এটা খুবই দুঃখজনক। অনুমতি চাওয়ার পর তা

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রস্তাব পর্যালোচনা

৫ পৃষ্ঠার পর

অবস্থানে অনড় থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে ইরান। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানের প্রতিনিধি দল আলোচনায়সামান্যতম আপস, পিছু হটা বা নমনীয়তা প্রদর্শন করবে না। দেশটির জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় তারা সর্বশক্তি দিয়ে লড়বে বলেও জানানো হয়।

লেবাননে হামলায় ফ্রান্সের শান্তিরক্ষী নিহত: হিজবুল্লাহকে দায়ী করলেন মাঁখো

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (ইউনিফিল) নিয়োজিত ফ্রান্সের এক সেনা নিহত এবং আরও তিনজন আহত হয়েছেন। এই হামলার জন্য সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে দায়ী করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখো।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বার্তায় প্রেসিডেন্ট মাঁখো বলেন,সব ধরনের তথ্য-প্রমাণ ও আলামত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই হামলার পেছনে হিজবুল্লাহ দায়ী।

তিনি এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার জন্য লেবানন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালাম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ফরাসি কন্টিনজেন্টের ওপর এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি এই ঘটনার তাৎক্ষণিক ও সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরানে যুদ্ধবিরতি যে কারণে ব্যর্থ

১৪ পৃষ্ঠার পর

কুশনার) পেশাদার ও ঐতিহ্যবাহী কূটনৈতিক অভিজ্ঞতায় বেশ ঘাটতি ছিল।

অন্যদিকে যুদ্ধকালীন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রমাগত 'আমরা জিতবই'জাতীয় হঠকারী ও অহংকারী মন্তব্য আলোচনা টেবিলের পরিবেশকে আরও জটিল করেছে। যুক্তরাষ্ট্র একতরফা জয় নিশ্চিত করার মানসিকতা নিয়ে টেবিলে আসায় আপসের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

মাথায় রাখতে হবে, এই যুদ্ধ শুধু যুক্তরাষ্ট্র আর ইরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ইসরায়েল, সৌদি আরব, হিজবুল্লাহ, হুতি থেকে শুরু করে কাতার ও আরব আমিরাতের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ভূরাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

পাশাপাশি হরমুজ প্রণালিতে ইরানের এই অবরোধ ইতিমধ্যে এক বিশাল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কা তৈরি করেছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক আলী ভায়েজের শঙ্কা-ইরান অন্তত আরও দুই মাসের বেশি সময় শক্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারবে, আর হুতিদের কাজে লাগিয়ে বাব আল-মানদেব প্রণালিতেও চাপ বাড়াতে পারে। তখন কেবল রণক্ষেত্র নয়, বড় মূল্য চোকাতে হবে পুরো বিশ্বের জ্বালানি খাতকে।

১৯৩৬ সালে প্রকাশিত 'দ্য পিপল, ইয়েস' কবিতায় প্রখ্যাত মার্কিন কবি কার্ল স্যান্ডবার্গ লিখেছিলেন, 'কোনো এক দিন তারা যুদ্ধ ডাকবে, কিন্তু আর কেউই তাতে যোগ দিতে আসবে না।' পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধীদের মুখে স্লোগান হয়ে ফেরা সেই পঙ্‌ক্তি আজকের মার্কিন প্রশাসনের জন্য যেন নতুন করে সত্যি হতে যাচ্ছে।

আমেরিকা আজ সবাইকে পাশে ডাকলেও উল্লেখযোগ্য মিত্ররা, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিগুলো সেভাবে সাড়া দিচ্ছে না। সবাই চাইছে এ যুদ্ধ থামুক।

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় খুব শিগগির দ্বিতীয় দফা আলোচনার একটি তোড়জোড় চলছে। বর্তমানে চালু থাকা দুই সপ্তাহের অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই শেষ হতে চলেছে।

ফলে কূটনীতির জানালা খুব দ্রুত বন্ধ হয়ে আসছে। দুই দেশ যদি তাদের 'বিজয়ীর অহমিকা' ত্যাগ করে বসার টেবিলে কার্যকর সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারে, তবে সামনের দিনগুলোয় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড ছাপিয়ে পুরো বিশ্বকেই এর জন্য চরম মূল্য চোকাতে হবে।

সানজিদা বারী ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় শিকাগোতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডক্টরাল ফেলো

যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পেতে বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন অভিবাসীদের সমকামী সেজে থাকার পরামর্শ আইনজীবীদের

৫২ পৃষ্ঠার পর

ভিসার মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে, তাদের বানানো কাহিনি দেওয়া হচ্ছে বলার জন্য এবং সাজানো প্রমাণ জোগাড়ের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে- এর মধ্যে রয়েছে সমর্থনপত্র, ছবি ও চিকিৎসা প্রতিবেদন।

এরপর তারা পাকিস্তান বা বাংলাদেশে ফিরলে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে- এই যুক্তিতে সমকামী হিসাবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে আশ্রয়ের আবেদন করছেন।

আমাদের অনুসন্ধানের জবাবে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, "যারা এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা হবে- যার মধ্যে যুক্তরাজ্য থেকে অপসারণের মতো পদক্ষেপ রয়েছে।চ

যুক্তরাজ্যের আশ্রয় ব্যবস্থায় তাদের সুরক্ষা দেওয়া হয়, যারা নিজ দেশে ফিরে গেলে ঝুঁকিতে পড়বেন-যেমন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে সমকামিতা অবৈধ।

তবে বিবিসি নিউজের তদন্তে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যে থাকতে চাওয়া অভিবাসীদের কাছ থেকে ফি আদায় করে আইন উপদেষ্টারা পদ্ধতিগতভাবে এই ব্যবস্থার অপব্যবহার করছেন।

এদের বেশিরভাগই শিক্ষার্থী, কর্মজীবী বা পর্যটক ভিসায় যুক্তরাজ্যে ছিলেন, যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে। তারা ছোট নৌকায় বা অন্য অবৈধ পথে সদ্য আসা লোকজন নন। এখন এই গোষ্ঠীই সব আশ্রয় আবেদনের ৩৫ শতাংশ, ২০২৫ সালে যার সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়েছে।

প্রাথমিক প্রমাণ ও তথ্যের সূত্র পাওয়ার পর আমরা গোপনে প্রতিবেদক পাঠাই এটা জানতে যে, অভিবাসন উপদেষ্টারা কতটা আগ্রহী হয়ে ভুয়া আশ্রয় দাবি বানাতে সাহায্য করেন।

তদন্তে যা জানা গেছে:

একটি আইন সংস্থা ভুয়া আশ্রয় আবেদন বানাতে সর্বোচ্চ সাত হাজার পাউন্ড দাবি করেছে। তারা বলেছে, এর ফলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা "খুবই কমচ।

ভুয়া আশ্রয়প্রার্থীরা বিষণ্নতায় অসুস্থ থাকার ভান করে চিকিৎসকদের কাছে গিয়েছেন, যাতে মামলা জোরদার করতে চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। এমনকি একজন নিজেকে এইচআইভি পজিটিভ বলেও মিথ্যা বলেছেন।

এক ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা গর্ব করে বলেছেন, তিনি ১৭ বছরের বেশি সময় ধরে ভুয়া দাবি তৈরি করতে সাহায্য করছেন। এমনকি তিনি দাবি করেন, গ্রাহকের সঙ্গে সমকামী যৌন সম্পর্কে জড়িত ছিলেন-এমন সাজানো কাউকে তিনি জোগাড় করেও দিতে পারেন।

আমাদের আন্ডারকভার প্রতিবেদককে এমনও বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পাওয়ার পর তিনি পাকিস্তান থেকে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পারবেন এবং পরে স্ত্রীকে লেসবিয়ান সাজিয়ে ভুয়া দাবি করা যাবে।

আরেক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এক আইনজীবী বলেন, তিনি সমকামী বা নাস্তিক সেজে সফলভাবে আশ্রয় পেতে মানুষকে সহায়তা করেছেন। তিনি ১৫০০ পাউন্ড ফিতে ভুয়া দাবি করতে সাহায্যের প্রস্তাব দেন এবং প্রমাণ বানাতে আরও দুই থেকে তিন হাজার পাউন্ড লাগবে বলে জানান।

এখানে কেউই সমকামী নয়

পূর্ব লন্ডনের বেকটনের এক শান্ত এলাকায় অবস্থিত একটি কমিউনিটি সেন্টারে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি অনুষ্ঠানে ১৭৫ জনের বেশি মানুষ জড়ো হন।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাউথ ওয়েলস, বার্মিংহাম ও অক্সফোর্ডের মতো দূরবর্তী এলাকা থেকেও এসেছেন, উরচেস্টার এলজিবিটি আয়োজিত একটি সভায় অংশ নিতে। সংগঠনটি নিজেদের সমকামী ও লেসবিয়ান আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য একটি সহায়তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দেয়।

"এখানে বেশিরভাগই সমকামী নয়,চ বলেন ফাহার নামে একজন।

আরেকজন, যিনি নিজেকে জিশান বলেন, আরও স্পষ্ট: "এখানে কেউই সমকামী নয়। এক শতাংশও না। ০.০১ শতাংশও না।চ

আমাদের প্রতিবেদকের এই সভায় যাওয়ার শুরুটা হয় ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে-বার্মিংহাম ও লন্ডনভিত্তিক ইমিগ্রেশন আইন সংস্থা ল অ্যান্ড জাস্টিস সলিসিটরস-এর প্যারালিগ্যাল মাজেদুল হাসান শাকিলের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে।

আইনি কাজের পাশাপাশি শাকিল উরচেস্টার এলজিবিটি এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি কমিউনিটি গোষ্ঠীর ওয়েবসাইটে নিজের আইনি সেবার প্রচার করতেন।

একটি সংক্ষিপ্ত ফোনালাপে শাকিল বলেন, আশ্রয় চাইতে হলে নির্যাতনের আশঙ্কা থাকতে হবে এবং আমাদের প্রতিবেদকের সে ধরনের ভিত্তি আছে বলে মনে হয়নি।

কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, অপ্রত্যাশিতভাবে, নিজেকে তানিসা বলে পরিচয় দেওয়া একজন ফোন করেন।

এরপর তার সাথে উর্দুতে কথাবার্তা হয়। তিনি অনেক বেশি আগ্রহ দেখান- সমকামী পরিচয়ের ভিত্তিতে কীভাবে আশ্রয়ের আবেদন করা যায়, তা ব্যাখ্যা করেন।

প্রতিবেদক যখন বলেন, তিনি সমকামী নন, তানিসা বলেন, "আমার কথা শোনো। এখানে কেউই আসল নয়। এখন এখানে বাঁচার একটাই পথ এবং সেটাই সবাই নিচ্ছে।চ

কে তার নম্বর দিয়েছে-এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও, হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল ছবি ও প্রথম নাম মিলিয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে তিনি উরচেস্টার এলজিবিটির উপদেষ্টা তানিসা খান।

একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ

সেই সন্ধ্যায় তানিসার সঙ্গে প্রাথমিক পরামর্শের জন্য প্রতিবেদক যান পূর্ব লন্ডনের ফরেস্ট গেটে। প্রথম বৈঠকটি কোনো আইনি পরামর্শক সংস্থার দপ্তরে নয়, বরং অনুষ্ঠিত হয় তার নিজের বাড়ির শোবার ঘরে।

"এই মুহূর্তে ভিসা পাওয়ার একটাই পথ খোলা-আশ্রয় ভিসা মানবাধিকারভিত্তিক, যাকে বলা হয় গে কেস বা একই লিঙ্গ,চ তিনি বলেন, "অন্য কোনো ভিসার আশা নেইচ।

তিনি জানান, হোম অফিসের সাক্ষাৎকারের জন্য বানানো গল্প মুখস্থ করতে হবে; "পরীক্ষা দিতে তোমাকেই যেতে হবে আমি সব প্রস্তুত করে দেবচ।

৪৫ মিনিটের এই আলোচনায় বোঝা যায় যে ভুয়া আশ্রয় দাবির প্রতারণা কতটা জটিল হতে পারে, আর তাই তা শনাক্ত করা কর্মকর্তাদের জন্য কতটা কঠিন।

"কেউ সমকামী কি না, তা যাচাইয়ের কোনো পরীক্ষা নেই,চ বলেন তানিসা। "মূল বিষয় হলো-তুমি কী বলছো। বলতে হবেআমি সমকামী, এটাই আমার বাস্তবতা।চ

তিনি ব্যাখ্যা করেন, ছবি, ক্লাবের টিকিট, সমর্থনপত্র-সব মিলিয়ে একটি "পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজচ তৈরি হবে।

তানিসা দাবি করেন যে তিনি ১৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভুয়া অভিযোগ আনতে সাহায্য করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে এলজিবিটি অনুষ্ঠানে আমাদের প্রতিবেদকের তোলা ছবি এবং সেগুলোর জন্য তার কেনা টিকিটগুলো তার আবেদনের অংশ হিসেবে প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে।

তিনি আরও বলেন, "আমি আপনাকে একজনের কাছ থেকে একটি চিঠি দেব, যার সাথে আমরা কয়েকটি ছবি তুলব এবং সেই ব্যক্তি লিখবে যে সে আপনার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে।চ

তানিশার এই সেবার দাম আড়াই হাজার পাউন্ড। আর আবেদন নাকচ হলে আপিলে গেলে খরচ আরও বাড়বে। সফল হলে কাজ, বসবাস, ভাতা সবই মিলবে, তিনি বলেন।

প্রতিবেদক স্ত্রীকে নিয়ে প্রশ্ন করলে তানিসা বলেন, "ওকে এখানে আনলে, ওরও আশ্রয় করব ওকে লেসবিয়ান বানাবচ।

প্রমাণ জোগাড়

তানিসা কোনো নিবন্ধিত ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা নন। ফলে তার এমন পরামর্শ দেওয়া বেআইনি।

সকালে যে আইনজীবীর কাছে আমরা টেলিফোন করেছিলেন, তার সাথে সম্পর্কের বিষয়ে তিনি যে গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন, তাতে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি তার সাথে কাজ করেন।

আইনজীবীরা আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আসল ফিল্ডওয়ার্ক তারা করেন না, বানোয়াট নথিপত্রের প্রসঙ্গে তিনি বলেন।

ফিল্ডওয়ার্ক আমাদেরই করতে হয়, তিনি বলেন।

পরে ল অ্যান্ড জাস্টিস এর ইলফোর্ড অফিসে হওয়া বৈঠকগুলোতে শাকিলের সঙ্গে তার যোগসূত্র স্পষ্ট হয়। ওই আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানেই শাকিল কাজ করেন।

আমি একজন আইনজীবীর সাথে কাজ করি, তাই তার অফিস ব্যবহার করি, তিনি বলেন।

একটি বৈঠকের সময় আমাকের ছদ্মবেশে থাকা প্রতিবেদক শাকিলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তানিসাকে অনুরোধ জানান, যাতে তাকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন। তখন তাকে পাশের একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে শাকিল তার সাথে করমর্দন করেন।

উরচেস্টার এলজিবিটির সাথে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন তানিসা। ওই সংস্থাকে "আমাদের সংগঠনচ বলে তিনি বর্ণনা করেন এবং বলেন, সেখান থেকে সদস্যপদের চিঠি-দৃঢ় প্রমাণ হিসেবে কাজে দেবে।

তিনি বিবিসির প্রতিবেদককে বলেন সে যেন পরবর্তী বৈঠকে অবশ্যই অংশগ্রহণ করে। সেখানে তার মতো বেশ কয়েকজন রয়েছে যারা এরকম ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন এবংসেখানে আসল আবেদনকারীও রয়েছে।

তিনি বলেন,এটা করা জরুরি, কারণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে আপনার প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি আসলেই একজন সমকামী আর আপনি একটি সমকামী গোষ্ঠীরও সদস্য।

তানিসা দাবি করেন, উরচেস্টার এলজিবিটির পাঠানো চিঠি তিনি তার আবেদনের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

আমাদের সংস্থা থেকে আপনাকে চিঠি দেওয়া হবে যে, আপনি আমাদের একজন আসল সদস্য, আমাদের সাথে যুক্ত আছেন এবং যাকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনি। এ ধরনের প্রমাণ খুবই শক্তিশালী।

আমরা ফুটেজ দেখাই ৩০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইমিগ্রেশন আইনজীবী আনা গনজালেজকে। তিনি বলেন, তানিসা স্পষ্টতই আইন ভাঙছেন- প্রতারণা করে ভুয়া দাবি তৈরি করছেন।চ

এ ধরনের লোকজন সত্যিকারের আশ্রয়প্রার্থী আর শরণার্থীদের জন্য কঠিন করে তুলছে, তিনি বলেন।

বিশেষ করে কোনো ঘটনায় নির্যাতনের শিকার বা ভুক্তভোগী হওয়ার পরেও কোনো না কোনো ঘটনায় হয়তো সেটা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সমকামীদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না। এটা নির্ভর করে শুধু কীভাবে আপনি উপস্থাপন করছেন এবং কীভাবে আপনি কতটা তুলে ধরতে পারছেন, তিনি বলেন।

গোপন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বিবিসি নিউজের পক্ষ থেকে পরে তানিসার কাছে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তানিসা "যোগাযোগগত ভুল বোঝাবুঝিচর কথা বলেন এবং ভুয়া দাবি বা প্রমাণ বানানোর অভিযোগ অস্বীকার করেন।

উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

বিবর্তন, অভিবাসী জীবনের চাপ, পরিচয়ের টানাপোড়েন, নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক প্রভাব, আঞ্চলিক মানসিকতা এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের ধীরে ধীরে জমে ওঠা স্তর। আজকের এই খণ্ডিত কমিউনিটিকে বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরতে হয়।

আশির দশকে উত্তর আমেরিকার বাঙালি সমাজের চেহারা ছিল অনেকটাই ভিন্ন। তখনও বিভাজন ছিল, মতভেদও ছিল, কিন্তু সেগুলোর প্রকৃতি আজকের মতো এত তীব্র, এত বিষাক্ত, এত বহুস্তরীয় ছিল না। সে সময় উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যাও আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল, ফলে প্রবাসী বাঙালিদের পরিসর ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। রাজনৈতিক বিভাজন তেমন দৃশ্যমান ছিল না, আঞ্চলিকতাও শক্ত ভিত গেড়ে বসেনি, সাম্প্রদায়িকতার কুয়াশাও তেমন নেমে আসেনি প্রবাসী সমাজে। বরং তখন একটি বড় পরিচয়ই ছিল মুখ্য, আমরা বাঙালি। এই পরিচয়ের ভেতরে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, বাংলাদেশের বাঙালি, হিন্দু, মুসলমান, শহুরে, মফস্বলী, পুরোনো প্রবাসী কিংবা নতুন অভিবাসী, সবাই এক ধরনের সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ বোধ করতেন।

১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর উদ্যোগে উত্তর আমেরিকার বাঙালিদের জন্য বঙ্গ সম্মেলন নামে এক বড় সাংস্কৃতিক উৎসবের সূচনা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এটি নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্স, সংক্ষেপে এনএবিসি নামে পরিচিতি পায় এবং দুই বাংলার এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায় পরিণত হয়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকরা এসেছেন, প্রবাসী বাঙালিরাও অংশ নিয়েছেন সমান উৎসাহে। সেই সময়ের সৌন্দর্য ছিল এই যে, বিভক্ত ভূগোলকে কেউ সাংস্কৃতিক বিভাজন হিসেবে দেখতেন না। কাঁটাতারের বেড়া দিয়েও বাংলা ভাষা, বাংলা গান, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির আবেগকে আলাদা করা যায়নি। "বাঙালি" পরিচয়ের ভেতরে তখন একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সহাবস্থান গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি অভিবাসীদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশি পরিচয়ভিত্তিক সংগঠনের প্রয়োজনও সামনে আসে। ১৯৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা, সংক্ষেপে ফোবানা। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি সংগঠনগুলোকে একটি ছাতার নিচে আনা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলাই ছিল এর মূল লক্ষ্য।

ফোবানার জন্মের ভেতরে একটি মহৎ স্বপ্ন ছিল। প্রবাসে জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, ঐতিহ্য এবং আত্মপরিচয় পৌঁছে দেওয়া ছিল এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। পাশাপাশি আমেরিকা ও কানাডার মূলধারার সমাজের সঙ্গে বাংলাদেশিদের একটি সুসংগঠিত সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এটি একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হওয়ার কথা ছিল।

প্রতিষ্ঠার প্রথম এক দশক পর্যন্ত ফোবানা সত্যিই ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক প্রাণের উৎসব। সারা বছর মানুষ অপেক্ষা করতেন সেই মিলনমেলার জন্য। এক শহর থেকে আরেক শহরে মানুষ ছুটে যেতেন। মঞ্চে থাকত গান, নৃত্য, নাটক, আলোচনা, তরুণদের অংশগ্রহণ, শিশুদের পরিবেশনা, কমিউনিটি সম্মাননা, প্রবাসজীবনের গল্প, শেকড়ের স্মরণ। কিন্তু যেসব সংগঠন স্বপ্ন দিয়ে শুরু হয়, সেগুলো অনেক সময় মানুষের দুর্বলতার কাছেই পরাজিত হয়। ফোবানার ক্ষেত্রেও সেটিই ঘটেছে।

ধীরে ধীরে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব সামনে আসে। পদবির লড়াই, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অস্বচ্ছতা, ব্যক্তিগত অহম, পুরনো জোট ও নতুন গোষ্ঠীর সংঘাত, সবকিছু মিলে ফাটল বাড়তে থাকে। মতভেদ স্বাভাবিক, কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন মতভেদকে সংগঠনিক পরিপক্বতার ভেতর সামাল না দিয়ে তা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসায় পরিণত করা হয়। ফোবানার ক্ষেত্রেও বহুবার সেটিই হয়েছে। ফলাফল, বিভক্তি।

আজ বাস্তবতা হলো, ফোবানা নামটি যেমন আছে, তার ঐক্যবদ্ধ আত্মাটি আর নেই বললেই চলে। প্রতি বছর লেবার ডে উইকেন্ড ঘিরে ৫ থেকে ৬টি গ্রুপ নিজেদের "আসল ফোবানা" দাবি করে আলাদা আলাদা সম্মেলনের আয়োজন করে। কখনও একই শহরে, কখনও একই সময়ের কাছাকাছি, কখনও প্রায় পাশাপাশি ভেন্যুতেও একাধিক ফোবানা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বর্তমানে ফোবানা নামটিই কেবল রয়ে গেছে। পোস্টার, ব্যানার ও বিজ্ঞাপনে একে সম্মেলন বলা হলেও বাস্তবে তা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমাত্র। দর্শক বিভক্ত, আয়োজক বিভক্ত, অতিথি বিভক্ত, পৃষ্ঠপোষক বিভক্ত, এমনকি স্মৃতিও বিভক্ত। ফলে যে সংগঠনটি উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা হওয়ার কথা ছিল, সেটিই আজ বিভাজনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ভাঙনের শিকড় শুধু ফোবানার ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। নব্বই দশকে বাংলাদেশের যে বস্তাপচা রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রমে সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তার ঢেউ এসে লাগে আটলান্টিকের এপারেও। অভিবাসীদের অনেকেই নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন নিজেদের রাজনৈতিক আনুগত্য, দলীয় অভ্যাস, পক্ষপাত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফলে উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশ কমিউনিটিতেও একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা, উপশাখা, অঙ্গসংগঠন ও সমর্থকগোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক মত থাকা দোষের নয়। বরং সেটি নাগরিক সচেতনতার লক্ষণ হতে পারে। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় তখন, যখন রাজনৈতিক পরিচয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাভিত্তিক সংগঠনগুলোকেও গ্রাস করে ফেলে। সামাজিক সংগঠন তখন আর নিছক সামাজিক থাকে না। সাংস্কৃতিক মঞ্চ তখন আর সংস্কৃতির মঞ্চ থাকে না। আঞ্চলিক সংগঠন হয়ে ওঠে রাজনৈতিক বলয়ের সম্প্রসারণ। কে সভাপতি হবে, কে প্রধান অতিথি হবে, কার ছবি ব্যানারে বড় হবে, কে বক্তৃতা দেবে, কার বক্তব্য বাদ পড়বে, কে কোন দলের লোক, কে কার ঘনিষ্ঠ, এসব প্রশ্নই হয়ে ওঠে মুখ্য। ফলে মানুষের কাজ, যোগ্যতা, কমিউনিটির জন্য অবদান এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় গৌণ হয়ে পড়ে।

একই সময়ে আঞ্চলিকতাও শক্ত হয়ে বসে। জেলা, বিভাগ, উপজেলা, ইউনিয়নভিত্তিক সংগঠনের বিস্তার একদিক থেকে প্রবাসীদের শেকড়ধর্মী আবেগের প্রকাশ হতে পারত। কেউ নিজের এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়াবে, নতুনদের সাহায্য করবে, সাংস্কৃতিক স্মৃতি ধরে রাখবে, এতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু যখন আঞ্চলিকতা সহযোগিতার জায়গা ছেড়ে প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তখন তা বিভাজনকে আরও ঘনীভূত করে। "আমাদের লোক" এবং "ওদের লোক" এই মানসিকতা কমিউনিটির বিস্তৃত স্বার্থকে আঘাত করে। একসময় বাংলাদেশিরা রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়েছে, পরে আঞ্চলিক পরিচয়ে বিভক্ত হয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত কখনও কখনও ধর্মীয় পরিচয়ও ঢুকে পড়েছে কমিউনিটির ভেতরে। মুসলমান বাঙালি, হিন্দু বাঙালি, সিলেটি, নোয়াখালি, ঢাকাইয়া, চাটগাঁইয়া, এমন অসংখ্য পরিচয় বড় পরিচয়টিকে বারবার ক্ষতবিক্ষত করেছে। অথচ বহুজাতিক সমাজে মর্যাদার সঙ্গে টিকে থাকতে হলে সবার আগে দরকার একটি বৃহত্তর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কমিউনিটি পরিচয়।

আজ টরন্টো, নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকার বড় বড় নগরীতে শত শত সংগঠন রয়েছে। সংখ্যার বিচারে এটি এক অর্থে প্রবাসী উদ্যমের পরিচায়ক হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে এই বিপুল সংখ্যক সংগঠনের একটি বড় অংশের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন আছে। বছরে একটি পিকনিক আয়োজন করেই অনেকে নিজেকে কমিউনিটির নেতা হিসেবে দাপটের সঙ্গে পরিচয় দেন। ছবি তোলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশংসা বিনিময় করেন, তারপর সারা বছর নিষ্ক্রিয় থাকেন। অথচ এর পরও দলাদলি, পদ-পদবির টানাটানি এবং প্রভাব বিস্তারের লড়াই থামে না।

এই বিভাজনের বিষ এত দূর ছড়িয়ে পড়েছে যে মসজিদে, মন্দিরে পর্যন্ত দলাদলি ঢুকে গেছে। পরিচালনা কমিটিতে প্রভাব বিস্তার নিয়ে চলে মামলা-মোকদ্দমা। যে জায়গাগুলো মানুষের আত্মিক আশ্রয় হওয়ার কথা, সেখানেও গোষ্ঠীস্বার্থের লড়াই জায়গা করে নিয়েছে।

দেখা যায়, যখনই একেকটি নতুন সংগঠনের জন্ম হয়, তখন তার উদ্যোক্তারা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়াতে শুরু করেন। প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের একটি কমিউনিটি সেন্টার লাগবে, আমরা সেটি করেই ছাড়ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয় মন ঘি-ও জোটে না, কমিউনিটি সেন্টারও আর হয় না। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, পরপর কয়েকবার দায়িত্ব নিয়ে একই রেকর্ড বাজাতে বাজাতে নিজের পরিচয়টা ফলাও করে জানান দেওয়া ছাড়া দৃশ্যমান কোনো অর্জন তাদের নেই।

সময় সময় তথাকথিত অনেক নেতাই দাবি করেন, তারা নতুন আগত বাংলাদেশিদের নানান সেবা দেবেন। কেউ বিনামূল্যে দোভাষীর ব্যবস্থা করার কথা বলেন, কেউ আইনি সহায়তার আশ্বাস দেন, কেউ আবার রিজ্যুমি লিখে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, কারও কারও নিজের অবস্থাই ছিল এতটাই নড়বড়ে যে অন্যকে সহায়তা দেওয়ার আগেই তারা নিজেরাই নানা প্রতারণা, অনিয়ম কিংবা আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছেন। এমনও অভিযোগ আছে, কেউ কেউ নিজেদের এসব কুকীর্তি আড়াল করতেই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হন এবং কোনো একটি পদবি বাগিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠেন।

গত কয়েক বছর ধরে কমিউনিটিতে নতুন আরেকটি উপসর্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটি হলো বড় বড় অনুষ্ঠান ঘিরে চেয়ারম্যান, কনভেনর কিংবা আহ্বায়কের পদ নিয়ে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। অভিযোগ আছে, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনকারী কিছু ব্যক্তি এবং পর্দার আড়ালে বাংলাদেশের লুটেরা স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহল এসব অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় যুক্ত হচ্ছে। কমিউনিটিতে তাদের দৃশ্যমান অবদান না থাকলেও, অর্থের জোরে তারা নিজেদের প্রভাবশালী ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সামাজিক মর্যাদা কিনে নেওয়ার এক সংস্কৃতি এভাবেই ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। এর ফলে প্রকৃত যোগ্য, পরীক্ষিত ও নিবেদিত মানুষদের আমরা যথাযথ মূল্যায়ন করছি না। বরং অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তিদের সম্মানিত করে শেষ পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের মর্যাদাকে খাটো করছি।

এত সব সংকটের ভেতর আরেকটি নতুন মাত্রা দেখা দেয় ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানকে ঘিরে। দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা, মতাদর্শগত মেরুকরণ, অনলাইন প্রচারযুদ্ধ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আগ্রাসী সংস্কৃতি প্রবাসী কমিউনিটিকেও নাড়িয়ে দেয়। কে পক্ষে, কে বিপক্ষে, কে নীরব, কে সুবিধাবাদী, কে বিশ্বাসঘাতক, এসব ভাষা ব্যবহার করে মানুষ একে অন্যকে আক্রমণ করতে শুরু করে। লালবদর, কালাবদর, দালাল, ফ্যাসিস্ট, মৌলবাদী, দেশদ্রোহী, এমনসব তকমা ছুড়ে দেওয়া হয় অবলীলায়। ব্যক্তিগত আক্রমণ, মানহানি, কুৎসা, অপমান, পারিবারিক বিষয়ে কটূক্তি, অশোভন ভাষা, এমনকি প্রকাশ্য বিদ্বেষও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিন্নমতকে প্রতিপক্ষ নয়, শত্রু হিসেবে দেখার যে প্রবণতা বাংলাদেশে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে, তারই প্রতিধ্বনি উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশ কমিউনিটিতেও শোনা গেছে প্রবলভাবে। সেই ভাঙনের রেশ আজও কাটেনি।

এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় আঘাত লেগেছে কমিউনিটির ভবিষ্যতের ওপর। নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা দেখছে, বড়রা মঞ্চে ঐক্যের কথা বলেন, কিন্তু বাস্তবে একে অন্যকে সহ্য করতে পারেন না। তরুণরা কমিউনিটির নেতৃত্বে আসতে চায়, কিন্তু দেখে সেখানে মেধার চেয়ে গোষ্ঠী আনুগত্য বেশি মূল্য পায়। ফলে অনেক যোগ্য, শিক্ষিত, পেশাদার তরুণ কমিউনিটি সংগঠন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটি একটি ভয়ংকর ক্ষতি, কারণ প্রবাসী সমাজে প্রজন্মগত নেতৃত্বের সেতু ছিঁড়ে গেলে কমিউনিটি ধীরে ধীরে খোলসে পরিণত হয়।

আরেকটি বড় ক্ষতি হচ্ছে মূলধারার সমাজে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ওপর। বহুজাতিক সমাজে একটি কমিউনিটির শক্তি নির্ভর করে তার ঐক্য, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, নাগরিক অংশগ্রহণ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিপক্বতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ওপর। উত্তর আমেরিকায় ভারতীয়, পাকিস্তানি, শ্রীলঙ্কান, চাইনিজ, ফিলিপিনো, কোরিয়ান, আরব, আফ্রিকান বহু কমিউনিটি নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ মতভেদ সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থে সমন্বিত লবিং, সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা, অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক এবং রাজনৈতিক উপস্থিতি গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশিরাও তা পারত, এখনও পারে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিভাজন আমাদের শক্তিকে ভেতর থেকেই ক্ষয় করছে। ফলে সম্মিলিত অর্জনের সম্ভাবনা বারবার দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

এ নিয়ে কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ, প্রবীণ সংগঠক, সাংস্কৃতিক কর্মী, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী এবং সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে কথা বললে একটি বিষয়ে অনেকেই একমত হন। আর তা হলো, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবমুক্ত করতে হবে। যাঁরা সরাসরি বাংলাদেশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত, তাঁদের কমিউনিটির অরাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে না রাখাই উত্তম। এতে কাউকে ছোট করা নয়, বরং সংগঠনের চরিত্র রক্ষা করা সম্ভব হবে। দলীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে যোগ্যতা, সততা, গ্রহণযোগ্যতা এবং কাজের ভিত্তিতে নেতৃত্ব বেছে নিতে পারলে অনেক সংঘাত কমে যাবে।

অনেকে মনে করেন, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উচিত পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় ও ভূমিকা সম্পর্কে কমিউনিটির কাছে স্পষ্ট জবাবদিহি করা। তারা কে, নিজের জীবনে কী অর্জন করেছেন, সমাজে বা কমিউনিটিতে কী অবদান রেখেছেন, এবং কমিউনিটি বিনির্মাণে তাদের বাস্তব ভূমিকা কী, এসব বিষয় খোলামেলাভাবে জানানো দরকার। কারণ শুধু ভিজিটিং কার্ডে পদবি ছাপালেই কেউ নেতা হয়ে যান না; নেতৃত্বের মর্যাদা অর্জন করতে হয় কাজের মাধ্যমে।

একই সঙ্গে আঞ্চলিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষ নিজের শেকড়কে ভালোবাসবে, নিজের জেলার স্মৃতি ধরে রাখবে, নিজের ধর্ম পালন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ভালোবাসা যেন বৃহত্তর কমিউনিটি পরিচয়ের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়। বাংলাদেশি কমিউনিটি যদি টিকে থাকতে চায় মর্যাদার সঙ্গে, তবে তাকে "আমার অঞ্চল", "আমার দল", "আমার গোষ্ঠী", "আমার লোক" এই সংকীর্ণ মানসিকতা ছাড়িয়ে "আমাদের কমিউনিটি" ভাবনায় উঠতে হবে।

কিছু বাস্তব পদক্ষেপও জরুরি। সংগঠনগুলোর জন্য লিখিত সংবিধান থাকতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে। আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ, মন্দির এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোতে মেয়াদসীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। একই ব্যক্তির হাতে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হলে বিরোধের আশঙ্কা বাড়ে। তরুণদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। নারী নেতৃত্বকে প্রতীকী নয়, কার্যকর মর্যাদা দিতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আচরণবিধির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশ কমিউনিটি এখনও সম্ভাবনাহীন নয়। বরং সম্ভাবনা এখনও বিপুল। এই কমিউনিটিতে আছেন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তরুণ পেশাজীবী, মেধাবী শিক্ষার্থী, সফল উদ্যোক্তা। আছে ভাষার শক্তি, সংস্কৃতির ঐশ্বর্য, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব, অভিবাসী সংগ্রামের ইতিহাস, এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এক অনমনীয় মানসিকতা। প্রয়োজন শুধু একটি পরিণত উপলব্ধি। বিভাজন দিয়ে কেউ বড় হয় না। শত্রুতা দিয়ে কমিউনিটি গড়ে ওঠে না। পদবির ঝলকানি দিয়ে সম্মান স্থায়ী হয় না। সম্মান আসে কাজ থেকে, সংযম থেকে, উদারতা থেকে, এবং বড় স্বার্থে ছোট অহম বিসর্জন দেওয়ার ক্ষমতা থেকে।

আজ সময় এসেছে নতুন করে ভাবার। আমরা কি সংগঠন গড়ছি মানুষের জন্য, নাকি মানুষ জড়ো করছি সংগঠনের নামে ব্যক্তিগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য? আমরা কি নতুন প্রজন্মকে উত্তরাধিকার হিসেবে দিচ্ছি একটি গর্বিত বাংলাদেশি পরিচয়, নাকি বিভক্তি, কাদা ছোড়াছুড়ি আর অবিশ্বাসের বিষাক্ত সংস্কৃতি? আমরা কি সত্যিই মূলধারার সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান চাই, নাকি নিজেদের ক্ষুদ্র বলয়ের করতালিতেই সন্তুষ্ট?

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত থাকতে পারে, মতপার্থক্য থাকতেই পারে, অঞ্চলভিত্তিক আবেগও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কমিউনিটির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের শিখতে হবে ভিন্নমতের সঙ্গে সহাবস্থান। শিখতে হবে যে বিরোধ মানেই শত্রুতা নয়। শিখতে হবে যে নেতৃত্ব মানে মঞ্চের সামনে দাঁড়ানো নয়, বরং প্রয়োজন হলে সবার পেছনে দাঁড়িয়ে সবার জন্য জায়গা তৈরি করা।

আসুন, আমরা দলাদলি, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঊর্ধ্বে উঠে একটি শক্তিশালী, সুশীল, দায়িত্বশীল এবং পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ কমিউনিটি গড়ে তোলার কথা নতুন করে ভাবি।

নজরুল ইসলাম মিন্টু টরোন্ট থেকে প্রকাশিত দেশেবিদেশে-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজের চাপ

৫২ পৃষ্ঠার পর

মানে অতিরিক্ত কাজ করতে করতে মৃত্যু। সরকারিভাবেই কারোশিতে আক্রান্ত হয়ে ২০১৭ সালে ২৩৬ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে জাপান সরকার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় বলা হয়, দীর্ঘ সময় কাজ করার ফলে সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ।

যারা সপ্তাহে ৩৫ থেকে ৪০ ঘণ্টা কাজ করেন তাদের তুলনায় যারা সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করেন তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ বেড়ে যায় এবং হৃদরোগে মৃত্যুর ঝুঁকি ১৭ শতাংশ বেশি থাকে বলে গবেষণায় পাওয়া গেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সঙ্গে যৌথভাবে করা এই গবেষণায় আরও দেখা গেছে, দীর্ঘ সময় কাজের কারণে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই মধ্যবয়সী বা বয়স্ক পুরুষ।

অনেক ক্ষেত্রে, দীর্ঘ সময় কাজ করার অনেক বছর পর, কখনো কখনো দশক পর, এই মৃত্যুগুলো ঘটে।

ব্রিটেনের ব্যাংক কর্মকর্তা ৪৫ বছর বয়সী জনাথন ফ্রস্টিকের একটি লিঙ্কডইন পোস্ট সম্প্রতি ব্যাপক আলোচনায় আসে।

১লা বৈশাখের দিনেই নিউ ইয়র্কে ড্রামা সার্কল এর বাংলা নববর্ষ উদযাপন

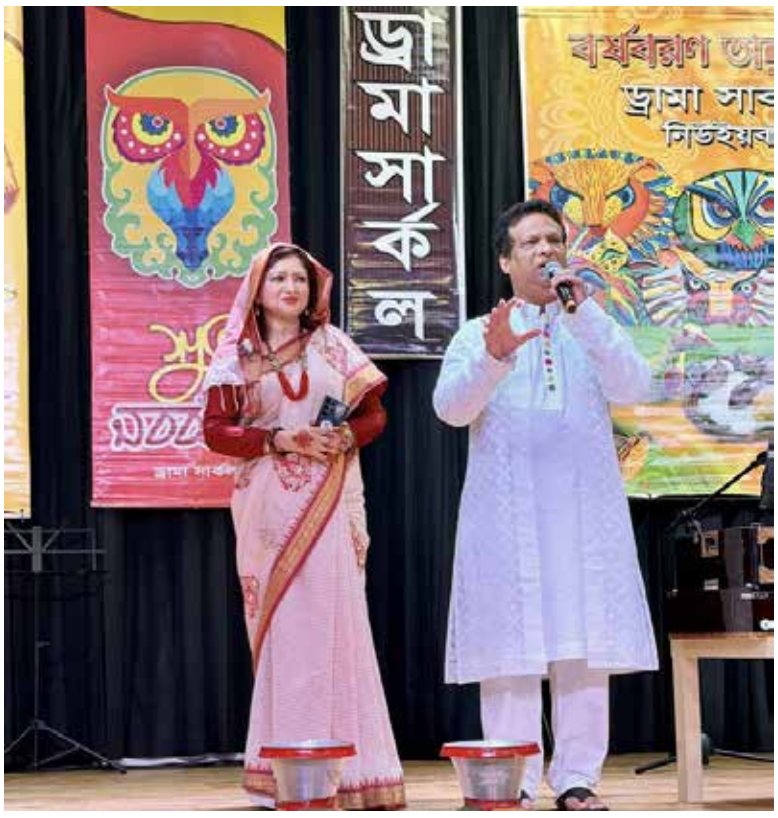

পরিচয় ডেস্ক: অপরদিকে বরাবরের মতো এবছরও বর্ণাঢ্য আয়োজনে ১লা বৈশাখের দিনেই বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে প্রবাসের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ড্রামা সার্কল নিউইয়র্ক। ১৯৯৪ থেকে শুরু করে দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনটি উইকেন্ডে নয়, পহেলা বৈশাখের দিনেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে কমিউনিটিতে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

গত ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ড্রামা সার্কল নিউইয়র্কের আয়োজনে বর্ষবরণ-১৪৩৩ অনুষ্ঠিত হয়।

বিকেল থেকেই রঙ-বেরঙের বৈশাখী সাজে সেজে শতশত প্রবাসী বাঙালীর নর-নারী উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল, রূপ নেয় এক খন্ড বাংলাদেশে। অনুষ্ঠান শুরু হয় ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় পান্তা-ইলিশ ভোজ শুরু মাধ্যমে। এই ভোজের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ডা. দিলরুবা হোসেন ও আলী শিকদার। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নার্গিস আহমেদ। ভোজন পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয় শুভেচ্ছা বক্তব্য ও সাংস্কৃতিক পর্ব।

অনুষ্ঠানের মূলপর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আবীর আলমগীর। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নার্গিস আহমেদ। তারা তাদের বক্তব্যে ড্রামা সার্কলের দীর্ঘ পথ চলা, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব এবং নতুন প্রজন্মের মাঝে এই ঐতিহ্য ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সাগর ফাউন্ডেশনের প্রধান ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, উৎসব গ্রুপের প্রধান রায়হান জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জিএফবি গ্রুপের গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলায়মান, কাহিনীক-এর সিইও ইফতেখার ইভান এবং এফএমএস গ্রুপের প্রধান হোসেন জব্বার শৈবাল।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী চন্দন চৌধুরী, লেমন চৌধুরী, কান্তা আলমগীর, ফারহানা তুলি, জাফরিন আবেদীন, ফারহানা মমো, আনোয়ারা আনা ও শায়ান। নৃত্য পরিবেশন করে জারিন মাইশা, অন্তরা সাহা এবং নীলা ড্যান্স একাডেমির শিল্পীরা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন ফারুক আজম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন আদিবা জহির ও আবীর আলমগীর। খবর ইউএনএ-র

নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ‘প্রাইম এশিয়ান লাউঞ্জ’র শুভ যাত্রা

পরিচয় ডেস্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুক্রবার (১০ এপ্রিল) জুমার নামাজের পর নিউ ইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাঙালী মালিকানাধীন রেস্টুরেন্ট ‘প্রাইম এশিয়ান লাউঞ্জ’র শুভযাত্রা হয়েছে। ব্রঙ্কসের ওয়েস্টচেস্টার এভিনিউ-ক্যাসেল হিল (২২৪৫বি ওয়েস্টচেস্টার এভিনিউ) সাবওয়ে স্টেশনের কাছে অবস্থিত এই রেস্টুরেন্টটি আদি এশিয়ান খাবার,মেডিটেরিয়ান গ্রিল ও কাবাবের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত হবে বলে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

রেষ্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত, মিলাদ-মাহফিল ও দোয়া পরিচালনা করেন ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ইয়াহইয়া এবং পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা জুবাইর রাশিদ। এরপর ‘প্রাইম এশিয়ান লাউঞ্জ’ এর ডাইরেক্টরবৃন্দ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ফিতা কেটে

এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ‘প্রাইম এশিয়ান লাউঞ্জ’র।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ‘প্রাইম এশিয়ান লাউঞ্জ’ এর ডাইরেক্টর ও পার্টনার শেখ জামাল হোসেন, এইচ এম ইকবাল হোসেন, মো. হোসেন মিয়া এবং নুরুল ইসলাম মিলন।

এরপর অন্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসান, ৪৩ প্রিসিন্টের কমান্ডিং অফিসার ডেপুটি ইন্সপেক্টর ফাউস্তো পিচার্দো, কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার মাষ্টার অফ ল, যুক্তরাষ্ট্রে মুলধারার রাজনীতিক আব্দুস শহীদ, কমিউনিটি একিটিভিস্ট আব্দুর রহিম বাদশা, আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নিবার্চনে নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ এর ডেমোক্রেট প্রার্থী জাকির চৌধুরী সিপিএ, রিয়েলটর প্রিন্স প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে রেষ্টুরেন্টটির তৈরী বিশেষ খাবার দিয়ে বিপুল সংখ্যক অতিথিকে আপ্যায়ন করা হয়।

রেস্টুরেন্টটির তারুণ্যদীপ্ত উদ্যোক্তা শেখ জামাল হোসেন,ইকবাল হোসেন, মো.হোসেন মিয়া এবং নুরুল ইসলাম মিলন আলাপকালে জানান, ব্রঙ্কসে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশীয় খাবারের চাহিদা মেটাতেই তাদের এই উদ্যোগ। ভিন্ন স্বাদ, আধুনিক মান, রুচি ও স্বাস্থ্য সম্মত নানা খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মসহ কমিউনিটির আস্থা অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন তারা। উদ্যোক্তারা বলেন, শুধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই নয়, কমিউনিটির সেবা প্রদানে এ প্রতিষ্ঠানটি নিরলস কাজ করবে। ব্রঙ্কসে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশীয় খাবারের চাহিদা মেটাতেই তাদের এই উদ্যোগ। হালাল ব্যবসার মাধ্যমে কমিউনিটিকে সুলভমূল্যে প্রয়োজনীয় সব খাবারের চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রাখবে প্রতিষ্ঠানটি।

বাঙালী মালিকানায় আরেকটি রেষ্টুরেন্ট গড়ে ওঠায় ভীষন খুশি স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশীরা। তাদের প্রত্যাশা নতুন প্রজন্মের প্রতি লক্ষ রেখে আধুনিক রুচি ও স্বাস্থ্য সম্মত সব খাবার পরিবেশন করবেন তারা।

রেষ্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ জানান, তাদের রেষ্টুরেন্টে থাকবে আদি এশিয়ান খাবার, মেডিটেরিয়ান গ্রিল, কাবাব এর পাশাপাশি বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, চায়নিজসহ ভিন্ন স্বাদের সব খাবার। সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার এবং মিলাদ-মাহফিল, বিয়ে, জন্মদিন, পিকনিকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন ও কেটারিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে রেষ্টুরেন্টের সকল খাবারে চলছে বিশেষ ছাড়।

‘প্রাইম এশিয়ান লাউঞ্জ’ সপ্তাহের ৭ দিনই সকাল ১১ টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত গ্রাহকদের সেবায় খোলা থাকছে। রয়েছে ফ্রি ডেলিভারীর ব্যবস্থা।

‘প্রাইম এশিয়ান লাউঞ্জ’ কর্তৃপক্ষ খাবার সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তাদের সাথে যোগাযোগের অনুরোধ জানিয়েছেন। ফোন: ৩৪৭-৫৭৫-৩৫৩৯, ৩৪৭-২০৯-৩৬৫১, ৯২৯-৬৫৫-০৯৭৮ এবং ২০২-৩৬৫-৮৪৫৩।

তেলের দাম কমল, লাফিয়ে বাড়ল শেয়ারবাজার

৫২ পৃষ্ঠার পর

‘এসঅ্যান্ডপি ৫০০ টানা তৃতীয়বারের মতো রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। আর আরেক সূচক নাসডাক কম্পোজিট ১৯৯২ সালের পর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ঊর্ধ্বমুখী আছে।

শেয়ারবাজারের এই চাঙা ভাবের পেছনে মূল কারণ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি এবং হরমুজ প্রণালি দিয়ে আবার তেল সরবরাহ শুরুর ইঙ্গিত। বিনিয়োগকারীরা ধরে নিচ্ছেন, তেল সরবরাহে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি হয়তো কেটে গেছে এবং সংঘাত আর ছড়াবে না। এটি বৈশ্বিক অর্থনীতির ক্ষতি কমিয়ে আনবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যেকোনো সম্ভাব্য ক্ষতি সামাল দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকবে।

গত কয়েক সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারের চেহারা বদলে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার পর অপরিশোধিত তেলের দামও প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলারের নিচে নেমে এসেছে। গত শুক্রবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি ঘোষণা দেন, যুদ্ধবিরতি চলাকালীন হরমুজ প্রণালি বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য খোলা থাকবে। এই ঘোষণার পরই তেলের দাম কমে এবং শেয়ারবাজারের সূচক বাড়তে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুড-এর দাম ৯ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ কমে প্রতি ব্যারেল ৯০ দশমিক ৩৮ ডলারে নেমে আসে। এটি গত ১০ মার্চের পর থেকে সর্বনিম্ন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক সূচক ডাউ জোনস ৮৬৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে ইরান যুদ্ধ শুরুর পর সূচকটির যে পতন হয়েছিল, তা পুরোটাই পুষিয়ে নিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ইসরায়েল ও লেবানন ১০ দিনের একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। যদিও এই যুদ্ধের স্থায়িত্ব বা হরমুজ প্রণালির ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা রয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অবরোধ বহাল থাকবে। তবে শেয়ারবাজার এসব অনিশ্চয়তার তোয়াক্কা করছে না।

শেয়ারবাজারের এই চাঙা ভাব কেন?

গত মে মাসের পর এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচকে সবচেয়ে ভালো সপ্তাহ পার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত ৩০ মার্চ এর সর্বশেষ পতন হয়েছিল। সেখান থেকে এটি ১২ শতাংশের বেশি বেড়েছে।

শেয়ারবাজারের এই চাঙা ভাবের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যুদ্ধবিরতির স্বস্তি, তেলের দাম কমে আসা, কোম্পানিগুলোর ভালো আয়ের পূর্বাভাস এবং সম্প্রতি প্রযুক্তি খাত বা টেক স্টকগুলোর ঘুরে দাঁড়ানো-এসব বিষয় বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

ট্রেইস্ট অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেসের প্রধান বাজার কৌশলবিদ কিথ লার্নার সিএনএনকে বলেন, বাজারের প্রত্যাশা কিছুটা কমে গিয়েছিল। বিনিয়োগকারীরা ভেবেছিলেন তেলের দাম হয়তো আরও অনেক বেশি হবে। কিন্তু পরিস্থিতি অতটা খারাপ হয়নি।

তিনি আরও বলেন, এখনো পুরোপুরি কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে সংঘাত যে কমে আসছে, তার কিছু বিশ্বাসযোগ্য সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। আর এই সামান্য সুখবরই শেয়ারবাজারে অনেক বড় প্রভাব ফেলেছে।

এছাড়া, কিছু প্রযুক্তিগত কারণেও এই মাসে শেয়ারবাজার এত দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শেয়ারবাজারে যখন অস্থিরতা একটি নির্দিষ্ট স্তরে কমে আসে, তখন অ্যালগরিদমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেয়ার কেনা শুরু হয়। একে ফোর্সড বায়িং (বাধ্যতামূলক ক্রয়) বলা হয়।

বিনিয়োগকারীদের ভয় এবং লোভ

গত এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ারবাজারে একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা গেছে। ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারীরা ধরে নেন, বাজার পড়ে গেলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো থেকে সরে আসবেন। এটি শেয়ার কেনার একটি সংকেত হিসেবে কাজ করে।

ইরান যুদ্ধ এই কৌশলকে কিছুটা জটিল করে তুলেছে। কারণ, ইরান যদি প্রণালি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, তবে ট্রাম্পের পক্ষেও সহজে পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও, ট্রাম্প গত কয়েক সপ্তাহে এমন বার্তা দিয়েছেন যে শত্রুতা শেষের পথে এবং ইরানে হামলার বিষয়টি তিনি স্থগিত করেছেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার বিষয়ে বিনিয়োগকারীরা বিশ্বাস রাখুক বা না রাখুক, শেয়ারবাজারের পতনের এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা ভালো মুনাফা তুলে নিচ্ছেন।

ইন্টারেক্টিভ ব্রোকার্সের প্রধান কৌশলবিদ স্টিভ সসনিক বলেন, এটা একধরনের জোয়ার। কেউ এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। বাজারে এখন একধরনের হারানোর ভয় কাজ করছে। আর এই ভয়ের আড়ালে আসলে লুকিয়ে আছে লোভ।

তিনি আরও বলেন, সবকিছু স্বাভাবিক হলেও উৎপাদন ক্ষমতার যে ক্ষতি হয়েছে, তা তো আর ফেরানো যাবে না। অথচ বাজার ধরে নিয়েছে যে, আমরা সবাই ভালো আছি।

সিএনএন-এর ফিয়ার অ্যান্ড গ্রিড ইনডেক্স গত মার্চ মাসে মারাত্মক ভয় পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু গত শুক্রবার এটি ঘুরে দাঁড়িয়ে লোভ পর্যায়ে চলে আসে। অর্থাৎ, তেলের দাম যুদ্ধের আগের চেয়ে বেশি থাকলেও বিনিয়োগকারীরা বেশি ঝুঁকি নিয়ে শেয়ার কিনছেন।

এছাড়া, গত ছয় মাস ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিছুটা হতাশা ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। এআই প্রযুক্তির ব্যাপক চাহিদা এবং ডেটা সেন্টারগুলোর বিপুল সম্প্রসারণের কারণে বিনিয়োগকারীরা নতুন করে ভরসা পাচ্ছেন। এর প্রভাব পড়েছে নাসডাক সূচকে। গত অক্টোবরের পর এটি প্রথমবারের মতো রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে।

গত বুধবার এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক প্রথমবারের মতো ৭,০০০ পয়েন্টের ওপরে ওঠে। আর শুক্রবার তা ৭,১০০ পয়েন্ট ছাড়িয়ে যায়।

ম্যান গ্রুপের প্রধান বাজার কৌশলবিদ ক্রিস্টিনা হুপার বলেন, শেয়ারবাজার হয়তো এই দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোকে অগ্রাহ্য করছে।

তিনি বলেন, শেয়ারবাজারের এখন ওপরের দিকে যাওয়ার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তারা যেকোনো নেতিবাচক বিষয় পাশ কাটিয়ে সামান্য ইতিবাচক খবর পেলেই লাফিয়ে বাড়ছে।

হুপার সতর্ক করে বলেন, ভোক্তাদের জন্য জ্বালানির বাড়তি দাম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষের অর্থনীতি (মেইন স্ট্রিট) এবং শেয়ারবাজারের (ওয়াল স্ট্রিট) মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে।

নেতানিয়াহু ট্রাম্পকে ইরান যুদ্ধে

৭ পৃষ্ঠার পর

বিবিসির খবরে এমনটি বলা হয়েছে।

গতকাল শনিবার একটি তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশে বলেন, ট্রাম্প একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন এবং বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুই তাকে এতে টেনে নামিয়েছেন-এ বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট হওয়া উচিত। সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, ট্রাম্প এমন এক যুদ্ধে জড়িয়েছেন যা আমেরিকার জনগণ চায় না। এই যুদ্ধ মার্কিন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে।

এখন পর্যন্ত ট্রাম্প সরাসরি হ্যারিসের মন্তব্যের কোনো জবাব দেননি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে তিনি ইসরায়েলকে ‘পরম মিত্র’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

পোস্টে তিনি লেখেন, ‘মানুষ ইসরায়েলকে পছন্দ করুক বা না করুক, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পরম মিত্র হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে।’

ইসরায়েলিদের প্রশংসা করে তিনি আরও লেখেন, ‘তারা সাহসী, নির্ভীক, অনুগত ও বুদ্ধিমান। সংঘাতের কঠিন সময়ে অন্য অনেকে তাদের আসল রূপ দেখালেও ইসরায়েল শক্তভাবে লড়াই করে এবং জানে কীভাবে জিততে হয়!’

ঠিক একদিন আগেই ট্রাম্প ইসরায়েলকে বলেছিলেন, লেবাননে বোমাবর্ষণ করা যাবে না এবং ‘যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামা উচিত’। তার পরদিনই তিনি এসব মন্তব্য করেন।

সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন। সম্প্রতি জানিয়েছেন, তিনি ২০২৮ সালে আবারো প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভাবছেন।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন'র নবনির্বাচিত কমিটির বর্ণাঢ্য অভিষেক অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: : গত ১০ এপ্রিল শুক্রবার প্রবাসী চাঁদপুরবাসী এবং বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় সংগঠন 'রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন'র (২০২৬-২৭) নবগঠিত কমিটির অভিষেক, ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বৃহত্তর চাঁদপুরবাসিসহ কমিউনিটির নানা শ্রেণী পেশার মানুষজনের ব্যাপক আনন্দঘন উপস্থিতিতে নিউ ইয়র্কের উডসাইডের গুলশান টেরেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি বিপ্লব সাহা। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার ও শাহ নেওয়াজ গ্রুপের চেয়ারম্যান সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডা. মঈনুল ইসলাম মিয়া, নার্গিস আহমেদ, এম আজিজ, আজমল হোসেন কুনু, বর্তমান প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আলী, মুলধারার রাজনীতিক মোরশেদ আলম, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন'র সাবেক সভাপতি ও নির্বাচন কমিশনের প্রধান হারুনূর রশিদ ভূঁইয়া ও সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোস্তফা হোসেন মুকুল, ড. ধনঞ্জয় সাহা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুর আলী স্বপন, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলায়মান, এক্সিট রিয়েলটি প্রাইম এর সত্বাধিকারী জামান মজুমদার প্রমুখ ।

বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে অভিষিক্ত করেন সংগঠনের নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, মোঃ আলম, কবীর রতন, নির্বাচন কমিশনের সদস্য মামুন বিয়াজী, সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবুল চৌধুরী, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন এর সাবেক সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সভাপতি ইউনুস সরকার, বাংলাদেশ সোসাইটি সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, বিশিষ্ট রিয়েল টর নুরুল আজিম, প্রবাসী মতলব সমিতির সভাপতি নাজির উদ্দিন পাটোয়ারী, অভিষেক উদযাপন কমিটির আহবায়ক আলমগীর হোসেন এবং সদস্য সচিব জসীমউদ্দীন প্রমুখ ।

মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা ছাড়াও অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ জয়নুল আবেদীন কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রোমি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ ,ফয়সাল আজিজ, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম, নুর আলী স্বপন, হারুন ভুইয়া,মামুন মিয়াজীকে রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।।

তিন পর্বের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব কামরুজ্জামান বকুল আফতাব জনি রোকসানা মির্জা প্রমুখ সংগীত পরিবেশন করেছেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সংগঠনের সভাপতি বিপ্লব সাহা উপস্থিত সকলকে অনুষ্ঠান সফল করতে অবদান রাখায় ধন্যবাদ জানান ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বিপ্লব সাহা ও সাধারণ সম্পাদক গাজী সোহেল।

উপস্থিত সকলকে নৈশ ভোজের আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন সভাপতি: বিপ্লব সাহা, সিনিয়র সহ-সভাপতি- সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি- এ বি সিদ্দিক পাটোয়ারী,লুৎফুর রহমান চুন্নু, নুরুল আলম মজুমদার,মোঃ নুরুল আমিন, মোঃ জসিম উদ্দিন, শাকিল মিয়া, রুবাইরা ইবনাত, সাইফুল ইসলাম লিটন, মোঃ আজাদ,সাধারণ সম্পাদক সোহেল গাজী, সহ-সাধারণ সম্পাদক-মোঃ আব্দুর রহিম ভুঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, নুরুল ইসলাম মিলন,ফয়সাল আহমেদ, গোলাম আযম রকি, মামুন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ- মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারী, সহ কোষাধ্যক্ষ- ফজলুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক- ফয়সাল পাটোয়ারী, সহ-সংগঠনিক সম্পাদক- আনিসুজ্জামান রাসেল, প্রচার সম্পাদক- ফয়েজ আহমেদ, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- ইকবাল হোসেন মানিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- শাহাদাত হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক- হুমায়ুন কবির ঢালী, মহিলা সম্পাদিকা- ফারহানা আক্তার শিমু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- শেখ সাহেব মোল্লা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- আবু তাহের গাজী, দপ্তর সম্পাদক- ওসমান ওমর ফারুক, তথ্য সম্পাদক-মাহমুদুল হাসান, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক- আবু বকর, আপ্যায়ন সম্পাদক- আহমেদ। কার্যকরী সদস্য মাহবুবুর রহমান টিটু, আলমগীর হোসেন, গিয়াসউদ্দিন মাতব্বর, সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ, মোরশেদ আলম, বোরহান উদ্দিন, আবু ইউসুফ, মোফাজ্জল হোসেন রিয়াদ, ইমাম হোসেন, ইকবাল হোসেন, আবু সিদ্দিক, মমিন হোসেন মিন্টু, ইব্রাহিম খলিল, শামসুল আলম, পীরজাদা মেহেদী হাসান, মাহবুবুর রহমান রিয়াদ, সোহরাব খান, তানভীর হোসেন রনি, স্বপন দত্ত, মানিক রাজা, শাহাদাত হোসেন ও ফারুক আহমেদ।

সিলেটে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সাংবাদিক প্রিন্সিপাল রশীদ আহমদকে সংবর্ধনা প্রদান

পরিচয় ডেস্ক: সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও এলাকায় অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সালাম দারুল হাদীস (মাদরাসা ও এতিমখানা)-এ আগমন উপলক্ষে উক্ত মাদরাসার শুরা কমিটির সহ-সভাপতি মাওলানা রশীদ আহমদকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। সোমবার (১৩ এপ্রিল) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মাদরাসার পক্ষ থেকে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। তিনি মরহুম মাওলানা আব্দুল মতিন নন্দিরগ্রামী (রহ.)-এর সন্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও "ইয়র্ক বাংলা"র সম্পাদক হিসেবেও পরিচিত।পাশাপাশি তিনি নিউইয়র্কের দুটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালসহ নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ এর গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদরাসার মুহতামিম শায়খ রফীকৃ আহমদ মহল্লী ও সঞ্চালনা করেন মাদরাসার সহকারী শিক্ষা সচিব ও মুহাদ্দিস মাওলানা শামীম আহমদ মেঘারগ্রামী।

সংবর্ধিত অতিথি প্রিন্সিপাল রশীদ আহমদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্যে বলেন, জ্ঞান অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীরা সকল প্রকার গুনাহ মুক্ত জীবন এবং শিক্ষকদের অনুসরণ অনুকরণ করে সর্বত্র মনযোগ দিতে হবে। তাহলে আগামীতে এই মাদরাসা থেকে বড় বড় ফকীহ,আলেম ও মুহাদ্দিস বের হবে,যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে খেদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নায়িবে মুহতামিম মাওলানা ফয়েজ আহমদ, নায়িবে শায়খুল হাদীস মুফতী নাসির উদ্দিন তোয়াকুলী মুহাদ্দিস মাওলানা বদরুল ইসলাম তুকুইরী, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসউদসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। এছাড়াও সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুসা আল মারুফ, মাওলানা জাকির হোসেন , মাওলানা সাফওয়ান আহমদ সুলতানপুরী, মাওলানা কামরান আহমদ সুন্দাউরী , মাওলানা আনওয়ার হুসাইন এবং মরহুম মাওলানা আব্দুল মতীন (রহ.)-এর কনিষ্ঠ সন্তান সালিক আহমদ সাদীসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সংবর্ধিত অতিথি মাওলানা রশীদ আহমদ এর মুনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি এখনো র‍্যাপ গানের রয়্যালটি আয় করছেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

যিনি "Young Cardamom" এবং "Mr. Cardamom" ছদ্মনামে র‍্যাপ গান গাইতেন, গত ১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কৌতুক করে বলেন যে নিউ ইয়র্কবাসীরা যদি তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়তা করতে চান, তবে তাঁদের উচিত "Spotifz-এ গিয়ে গান শোনাচ। তিনি আরও যোগ করেন, "অনেকেই বলেন যে তাঁরা আমার গান শুনছেন। কিন্তু আসলে তাঁরা শুনছেন না।চ

মামদানি হাইস্কুল জীবন থেকেই র‍্যাপ গান গাওয়া শুরু করেন এবং বিশের কোঠায় থাকাকালীন বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক গান প্রকাশ করেন-যার বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় রুটি থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসন পর্যন্ত। তিনি নিজেকে একজন "সি-লিস্ট র‍্যাপারচ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যিনি তাঁর শৈশবের আদর্শদের-যাদের মধ্যে ইন্ডি-র‍্যাপ দল্ড উধং জধপরঙ্খ-ও অন্তর্ভুক্ত-পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছেন।

১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করা কর নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, মামদানির ২০২৫ সালের আয়ের সিংহভাগই এসেছে স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য হিসেবে তাঁর ১,৩১,২৯৬ ডলার বেতন থেকে। তাঁর স্ত্রী গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করে অতিরিক্ত ১০,০১০ ডলার আয় করেছেন। সব মিলিয়ে, তাঁরা তাঁদের যৌথ আয় হিসেবে প্রায় ১,৪৫,০০০ ডলারের হিসাব দেখিয়েছেন।

১৭ এপ্রিল শুক্রবার নিউইয়র্ক ও মিশিগানে মুক্তি পেয়েছে 'রাক্ষস'

পরিচয় ডেস্ক: ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশে মুক্তি পেয়ে আলোচনায় আসা চলচ্চিত্র 'রাক্ষস' এবার আন্তর্জাতিক পরিসরে যাত্রা শুরু করেছে। ১৭ এপ্রিল শুক্রবার থেকে নিউইয়র্ক'র 'সিনেমারট সিনেমাস' এবং মিশিগানের 'এএমসি ফোরাম ৩০'সহ বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে ।পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয় নির্মিত এ চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ। আমেরিকায় ছবিটি পরিবেশন করছে গ্যালাক্সি মিডিয়া।

গ্যালাক্সি মিডিয়ার কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর জানিয়েছেন , 'ভিন্নধর্মী ও শক্তিশালী গল্পের বাংলা সিনেমা বিশ্বদর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য ৬রাক্ষস্থ এমন একটি চলচ্চিত্র, যা দর্শকদের শুধু বিনোদনই দেবে না, বরং গভীরভাবে নাড়িয়ে দেবে।' 'রাক্ষস' সিনেমায় অভিনেতা সিয়াম আহমেদকে নতুন রূপে দেখে মুগ্ধ হবেন ভক্তরা। তার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন পশ্চিমবঙ্গের সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিনোদন জগতে পা রেখেছেন ২৬ বছর বয়সী এই নায়িকা।সিনেমাটিতে আরো অভিনয় করেছেন আলীরাজ, সোহেল মণ্ডল, নাজনীন হাসান চুমকি, পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা শতাফ ফিগার ও 'বরবাদ'-এর জিল্লু রূপী স্যাম ভট্টাচার্য। রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশনের ব্যানারে 'বরবাদ' সিনেমার প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি ও আজিম হারুন প্রযোজনা করছেন 'রাক্ষস'। এর শুটিং হয়েছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মুম্বাইয়ে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের 'এ' (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য) সনদ পাওয়া 'রাক্ষস'-এর দৈর্ঘ্য ২ ঘণ্টা ২১ মিনিট ২১ সেকেন্ড।

১৭ এপ্রিল মিশিগানের স্টার্লিং হাইটস শহরের এএমসি থিয়েটারে ছবিটির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে । পাশাপাশি উত্তর আমেরিকার আরও কয়েকটি শহরে প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলছে।

ছবিটি প্রযোজনা করেছেন আজিম হারুন ও শাহরীন আক্তার সুমি। নির্মাতাদের প্রত্যাশা, দেশের মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দর্শকদের কাছে সাড়া ফেলবে চলচ্চিত্রটি।

বায়োস্কোপ ফিল্মস'র ব্যানারে যুক্তরাষ্ট্রে ২য় সপ্তাহে চলছে ঈদের ছবি 'দম'

পরিচয় ডেস্ক: বাজিমাত করে চলেছে সিনেমা 'দম'। দর্শক চাহিদার জোয়ারে ভেসে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ব্যানারে উওর আমেরিকায় ৭ থেকে শুরু হয়ে এখন মোট ৫৮ টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে রেদোয়ান রনি আর আফরান নিশো ঈদের ছবি "দমচ। ঈদে যে ছবিগুলো দর্শক প্রশংসা এবং টিকিট কাটতি দুটোতেই সমান সাফল্য দেখিয়েছে , তার ভেতর রেদোয়ান রনি পরিচালিত "দমচ ছিল অন্যতম। আরফান নিশো, চঞ্চল চৌধুরী এবং পূজা চেরি অভিনীত "দমচ ছবিটি উওর আমেরিকায় পরিবেশন করেছে বায়োস্কোপ ফিল্মস।

গত ১০ এপ্রিল নিউইয়র্ক ,লস এন্জেলেস এবং ফিনিক্স এ ছবিটি ৭ টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় । তবে দর্শক চাহিদার কারণে "দমচ এখন ঐ ৩ টি শহরেই শুধু ২য় সপ্তাহ অতিক্রম করছে না , বরং আমেরিকা এবং কানাডার ৫৮ টি প্রেক্ষাগৃহে স্থান করে নিয়েছে। " পরাণ " ছাড়া আর কোন ছবি বায়োস্কোপ পরিবেশিত এতো হল পায়নি।

দর্শক উৎসাহের এই জোয়ার দেখে অত্যন্ত আনন্দিত ছবির পরিচালক রেদোয়ান রনি। "দমচ মুক্তি উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত ছবির পরিচালক বলেন , " দম কে প্রবাসের আমেরিকা দর্শকরা যেভাবে গ্রহন করেছেন, যে উদ্দীপনা দেখিয়েছেন - তা অভাবনীয়। যেখানেই গিয়েছি, দম নিয়ে তাদের আগ্রহ এবং উৎসুক্যানড আমাকে মুগ্ধ করেছে। " আফরান নিশো এবং পুজা চেরি এক ভিডিও আহবানে দর্শকদের হলে গিয়ে ছবিটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

উত্তর আমেরিকায় "দমচ পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে বায়োস্কোপ ফিল্মস। এর কর্ণধার রাজ হামিদ প্রবাসীদের বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, " এবারে শারিরীক অসুস্থতায় দীর্ঘ যাত্রায় ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞায় নিউইয়র্ক আসা হয়নি বলে খারাপ লাগছে। তবে লস এঞ্জেলেস এবং বে এরিয়ায় দম নিয়ে ঘুরেছি। দম এর সাফল্য নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী তিনি। ২ সপ্তাহে ৬৫ টি হল পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে দম এর আন্তর্জাতিক এ্যাপিল রয়েছে। কাজাখস্তানে শুটিং হয়েছে এবং সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরী "দম"। সাথে নিশো এবং সহশিল্পীদের ডেডিকেটেড অভিনয় এবং সবশেষে রেদোয়ান রনির পরিচালনা।

বায়োস্কোপ ফিল্মস এর অপর কর্নধার নওশাবা রশীদ বলেন - এ ছবি দর্শক মনে গেঁথে যাবে । আফরান নিশো তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন দম-এ । গান গুলো ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেন সিনেমা'তে ২য় সপ্তাহ চলছে "দমচ। লং আইল্যান্ডের দর্শকরা ফার্মিংডেলস্থ 'শোকেজ সিনেমাসে' প্রতিদিন ৫টা এবং ৮ টায় ২ টি শো সহ সপ্তাহ ব্যাপী ১৪ টি শো দেখতে পাবেন।

" দম " যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন - আলফা আই, চরকি এবং এসভিএফ ফিল্মস।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এএফএম মিসবাহউজ্জানের শারীরিক অবস্থার উন্নতি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সহ সভাপতি ও টিবিএন২৪ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট (মার্কেটিং) এএফএম মিসবাহউজ্জানের শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। তিনি আকস্মিক স্ট্রোকের শিকার হয়ে গত ১৪ এপ্রিল থেকে কুইন্স জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দিনে দিনে তার অবস্থার উন্নতি ঘটছে বলে জানা গেছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস সহ শারীরিক নানা রোখে ভুগছেন। খবর ইউএনএ'র।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, এএফএম মিসবাহউজ্জামান সামান্য কথা বলতে পারছেন। তবে তাকে আরো কিছুদিন হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হবে। প্রয়োজনে রিহ্যাব সেন্টারে স্থানান্তর করা করা হবে।

এদিকে কুইন্স জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এএফএম মিসবাহউজ্জামান-কে দেখতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হাসপাতালে যান এবং তার খোঁজখবর নেন। তারা এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে মিসবাহউজ্জানের রোগমুক্তি জন্য সবার দোয়া কামনা করা হয়েছে।

বিশিষ্ট লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক মাহমুদ রেজা চৌধুরী, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়ার কর্ণধার নজরুল ইসলাম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি বেলাল চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাহ জে চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র (একাংশ) সভাপতি মঈনুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ মইনুজ্জামান চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আতিকুল ইসলাম জাকির, নওশাদ হায়দার প্রমুখ ইতিমধ্যেই হাসপাতালে গিয়ে এএফএম মিসবাহউজ্জামানের শারীরিক খোঁজখবর নিয়েছেন।

আমেরিকার তরুণদের কাছে 'অপ্রিয়' হয়ে উঠছে

৫২ পৃষ্ঠার পর

শিবির থেকে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টিকে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করা হয়। অথচ এই দলেরও ৬৪ শতাংশ তরুণ ইসরায়েলকে পছন্দ করেন না। বলা হয়, ইহুদিদের বাইরে শ্বেতাঙ্গ ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টানরা ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় সমর্থক। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে করা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই গোষ্ঠীর পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিরা (৭৭ শতাংশ) ইসরায়েলকে একচেটিয়া সমর্থন করলেও, তরুণেরা হাঁটছেন উল্টো পথে। ৫০ বছরের কম বয়সী ইভানজেলিক্যালদের অর্ধেকই এখন ইসরায়েলের বিপক্ষে।

একই পরিস্থিতি অন্যান্য ধারাতেও। ক্যাথলিক, ইভানজেলিক্যাল ব্যতীত শ্বেতাঙ্গ প্রোটেস্ট্যান্ট বা কোনো ধর্মের সঙ্গেই যুক্ত নন-এমন তরুণদের বিশাল একটি অংশ (৭০ থেকে ৮০ শতাংশ) ইসরায়েলকে নেতিবাচক চোখে দেখছেন।

শুধু খ্রিস্টানরা নন, খোদ মার্কিন ইহুদিদের মধ্যেও বাড়ছে ক্ষোভ। দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলকে সমর্থন জুগিয়ে আসা মার্কিন ইহুদি সংগঠনগুলো ধীরে ধীরে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব হারাচ্ছে। ইসরায়েল সরকারের বর্তমান চরমপন্থী নীতির কারণে সাধারণ ইহুদিরা, বিশেষ করে তরুণেরা ক্রমেই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন।

এই পুরো পরিস্থিতি ইসরায়েলের জন্য এক বড় অশনিসংকেত। বিশ্লেষকেরা বলছেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এমন কোনো গোষ্ঠী অবশিষ্ট নেই, যারা ইসরায়েলকে ইতিবাচক চোখে দেখে। প্রবীণদের মধ্যেও ইসরায়েল নিয়ে নেতিবাচক ধারণা পোক্ত হচ্ছে। এই ধারা চলতে থাকলে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান-উভয় দলেই ইসরায়েলের সমর্থন তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।

নিউ ইয়র্ক সিটির ৯১১ কলগুলোর অর্ধেকেরও বেশি

৫২ পৃষ্ঠার পর

করেছেন। গবেষক দলটি নগর কর্মকর্তাদের প্রতি সুপারিশ জানিয়েছে যে, পুলিশ কর্মকর্তাদের পাঠানোর পরিবর্তে-এই ধরনের অনেকগুলো কলের সাড়াদানের জন্য বেসামরিক নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ দল গঠনের বিষয়টি যেন তারা বিবেচনা করে দেখেন।

গবেষকদের দ্বারা বিশ্লেষিত ৯১১-এর তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ ডিসপ্যাচাররা প্রায় ১ লক্ষ ৫৫ হাজার এমন কল নথিবদ্ধ করেছেন-যা নগরজীবনের মান বা কোয়ালিটি-অফ-লাইফ সম্পর্কিত অভিযোগের আওতাভুক্ত।

সিটির পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, এই ধরনের কলগুলোতে প্রায়শই উচ্চশব্দ বা গোলমাল, ফুটপাতে অবৈধ কেনাবেচা, বৈদ্যুতিক বাইক-সংক্রান্ত সমস্যা এবং পরিত্যক্ত যানবাহনের বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়ে থাকে।

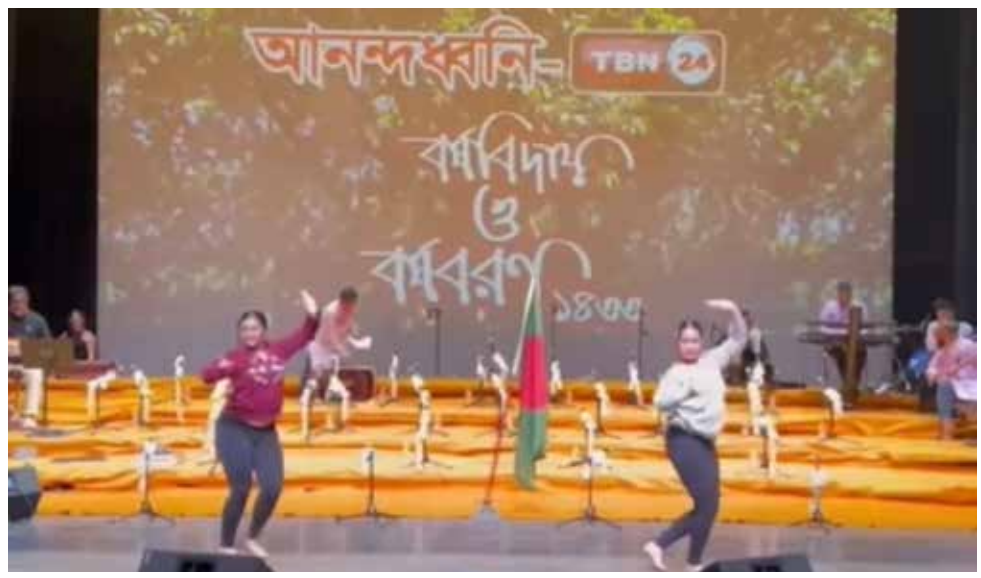

নান্দনিক আয়োজনে আনন্দধ্বনি নিউইয়র্ক এর বৈশাখ বরণ

পরিচয় ডেস্ক: নান্দনিক আয়োজনে আনন্দধ্বনি নিউইয়র্ক এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণাঢ্য বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। গত ১২ এপ্রিল রোববার বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কুইন্সের কুইন্সবোরো পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত ৮০০ আসনের এই মিলনায়তনে প্রায় ১২ শত প্রবাসী উপস্থিত হয়েছিলেন। উৎসবমুখর পরিবেশে এ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল আনন্দধ্বনি-টিবিএন২৪, যেখানে সহযোগিতায় ছিল কুইন্স সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইন্ক।

পুরো আয়োজনটি পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছেন সংগঠনের পরিচালক অর্ঘ্য সারথী শিকদার, যিনি প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক ড. সেজান মাহমুদ, যিনি সংগীত পরিবেশনার পাশাপাশি বাংলা সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকনিয়ে আলোচনা করেছেন । এবছর আনন্দধ্বনির পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে দর্শকদের হৃদয় কেড়েছে সেজান মাহমুদের গাওয়া, লেখা ও সুর করা "ভালবাসি আমাদের ঢাকাচ গানটি।

আয়োজনে আরো ছিল গান, বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনা এবং বাঙালিয়ানা ঘিরে নানা সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা। সবার জন্য উন্মুক্ত এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধাও ছিল।

নিউ ইয়র্ক সিটির ৯১১ কলগুলোর অর্ধেকেরও বেশি অপরাধ-সম্পর্কিত নয়, গবেষণায় প্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে আসা লক্ষ লক্ষ ৯১১ জরুরি কলের ওপর চালানো এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে গত বছর পুলিশ যেসব ঘটনায় সাড়া দিয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই এমন সব ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ছিল যা ৯১১ ডিসপ্যাচারদের (কল গ্রহণকারীদের) মতে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের আওতাভুক্ত নয়। গত ১৫ এপ্রিল বুধবার ‘ভেরা ইনস্টিটিউট অফ জাস্টিস’ (Vera Institute of Justice) কর্তৃক প্রকাশিত একটি গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষকরা ২০২৫ সালে পুলিশের সাড়াদান প্রয়োজন হয়েছিল এমন ৩৬ লক্ষেরও বেশি কল বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখেছেন যে, এর মধ্যে মাত্র ৪২ শতাংশ কলকে ৯১১ ডিসপ্যাচাররা “অপরাধ-সম্পর্কিত” হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, যসব অভিযোগের সাথে কোনো কথিত অপরাধের সংশ্লিষ্টতা নেই- যেমন ব্যক্তিগত বিবাদ, নাগরিক পরিষেবার সমস্যা, যানজট পরিস্থিতি এবং যানবাহনের দুর্ঘটনা-পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রায়শই এমন সব অভিযোগ সামলাতে পাঠানো হয়েছে। কলগুলোর মাত্র ২৮ শতাংশ ছিল এমন অপরাধের রিপোর্ট যা ঠিক সেই মুহূর্তে সংঘটিত হচ্ছিল- যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল হামলা, চুরি এবং হয়রানির ঘটনা।

বিশ্লেষণে আরো দেখা গেছে, কলগুলোর মাত্র ৯ শতাংশ ছিল সহিংস অপরাধ সম্পর্কিত রিপোর্ট। আরও ৫৩ শতাংশ কলকে “সম্ভাব্য অপরাধ” হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে-যার মধ্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা মাদক-সংক্রান্ত সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল- অন্যদিকে ১৯ শতাংশ কল ছিল এমন অপরাধের রিপোর্ট যা ইতিমধ্যেই সংঘটিত হয়ে গেছে। গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পুলিশের সাড়াদান প্রয়োজন হয়েছিল এমন কলগুলোর ৫৮ শতাংশই- এমন সব কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত ছিল যাকে তারা “অপরাধ-বহির্ভূত” বা “অপরাধ-সম্পর্কহীন” হিসেবে চিহ্নিত *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকার তরুণদের কাছে ‘অপ্রিয়’ হয়ে উঠছে ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ প্রজন্মের কাছে ক্রমেই অপছন্দের হয়ে উঠেছে ইসরায়েল। ডেমোক্র্যাটরা তো বটেই, এমনকি ইসরায়েলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত রিপাবলিকান ও ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের (রক্ষণশীল ধারা) নতুন প্রজন্মও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে দেশটি থেকে। পিউ রিসার্চ সেন্টারের নতুন এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এখনই নীতি না বদলালে আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলের কোনো রাজনৈতিক ভিত্তিই আর অবশিষ্ট থাকবে না। মার্চের শেষের দিকে পরিচালিত পিউ রিসার্চের এই জরিপে দেখা যায়, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী মার্কিন তরুণদের ৭৫ শতাংশই ইসরায়েলকে নেতিবাচক চোখে দেখেন।

ডেমোক্র্যাট সমর্থক তরুণদের ৮৫ শতাংশই ইসরায়েলের বিপক্ষে। তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা এসেছে রিপাবলিকান *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজের চাপ কি মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি করে?

পরিচয় ডেস্ক: অফিসে আট ঘণ্টা কাজের নিয়ম থাকলেও অনেক কর্মীকে দেখা যায়, তারা এর চাইতেও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন এবং সেটা নিয়মিত।

এভাবে দীর্ঘ সময় কাজ করার কারণে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

এ সংক্রান্ত প্রথম বৈশ্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৬ সালে দীর্ঘ সময় কাজ করার ফলে স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সাত লাখ ৪৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

জাপানে এর একটি নাম আছে ওকারোশ্নি, যার *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

তেলের দাম কমল, লাফিয়ে বাড়ল শেয়ারবাজার: কী ঘটছে মার্কিন অর্থনীতিতে?

পরিচয় ডেস্ক: গত সপ্তাহের প্রায় পুরোটা সময়ই শেয়ারবাজারে এমন একটা আমেজ ছিল, যেন ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শেয়ার সূচক

বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়

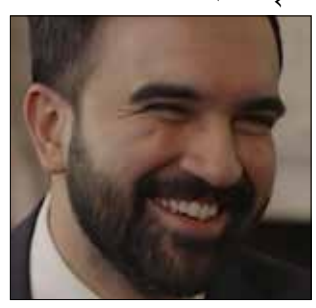

যুক্তরাজ্যে আশ্রয় পেতে বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন অভিবাসীদের সমকামী সেজে থাকার পরামর্শ আইনজীবীদের

পরিচয় ডেস্ক: সমকামী সেজে যুক্তরাজ্যে অভিবাসী হিসেবে আশ্রয় পেতে সহায়তা করার বিনিময়ে হাজার হাজার পাউন্ড নেওয়া হচ্ছে- আইন সংস্থা ও উপদেষ্টাদের এমন একটি বিশাল চক্রের তথ্য বেরিয়ে এসেছে বিবিসির অনুসন্ধানে। একটি বড় গোপন অনুসন্ধানের প্রথম পর্বে আমরা দেখিয়েছি, যেসব অভিবাসীর

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি এখনো র‍্যাপ গানের রয়্যালটি আয় করছেন

ট্যাক্স ফাইল এর তথ্য

পরিচয় ডেস্ক: ট্যাক্স ফাইল এর তথ্য থেকে জানা গেছে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি এখনো র‍্যাপ গানের রয়্যালটি আয় করছেন, তবে ৩৪ বছর বয়সী এই ডেমোক্র্যাট নেতার একজন তারকা-রাজনীতিবিদ হিসেবে যে অভাবনীয় উত্থান ঘটেছে, তা তাঁর হিপ-হপ গানের আয় খুব একটা বাড়াতে পারেনি।

ট্যাক্স ফাইল এর তথ্য অনুযায়ী, গত বছর তিনি গানের রয়্যালটি বাবদ ১,৬৪৩ ডলার আয় করেছেন-যা ২০২৪ সালের ১,২৬৭ ডলারের তুলনায় সামান্যই বেশি।

মামদানি, ॥॥ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশ কমিউনিটি কেন এত বিভক্ত

নজরুল ইসলাম মিন্টু: প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে, যেখানে তিনজন বাঙালি, সেখানে কমিটি হবে দুইটা। কথাটি নিছক রসিকতা হিসেবে বলা হলেও উত্তর আমেরিকার বড় বড় নগরীতে বাংলাদেশ কমিউনিটির বাস্তবতা অনেক সময় সেই রসিকতাকেও হার মানায়। বিশেষ করে টরন্টো ও নিউইয়র্কের মতো শহরে, যেখানে হাজার হাজার বাংলাদেশির বসবাস, সেখানে সংগঠন, পাল্টা সংগঠন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলয় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে কখনও কখনও মনে হয় মানুষ যত না মিলনের জন্য একত্র হয়, তার চেয়ে বেশি হয় আলাদা হওয়ার জন্য। এই বাস্তবতা একদিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে আছে দীর্ঘ সামাজিক *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*